পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ধনতাত্ত্বিক সঞ্জয়নের সাধারণ নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

মূলধনের গঠন অপরিবর্তিত থেকে, সঞ্জয়নের সহগামী
গ্রাম-শক্তির অন্ত বর্ধিত চাহিদা।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব শ্রমিক শ্রেণীর তাদের উপরে যুদ্ধনের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রভাব। এই আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মূলধনের গঠন এবং সঞ্জয়নের প্রক্রিয়ায় মোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই গঠন অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই পরিবর্তনসমূহ।

মূলধনের গঠনকে বুঝতে হবে বিভিন্ন অঞ্চল। মূলধনে দিক থেকে, তা নির্ধারিত হয় যে-আধুনিকতা তা বিভক্ত হয় স্থির মূলধন বা উৎপাদন-উৎসর্গত উৎসর্গত মূলধন এবং অষ্ট্রি মূলধন বা অসংশয় সমন্বয়ের মধ্যে, সেই অঞ্চলের ভাষায়। বক্তব্য দিক থেকে তা যখন কাজ করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, সমষ্টি মূলধন তখন বিভক্ত থাকে উৎপাদনের উপায়ে এবং জীবন অশ্রম-শক্তি। এই পরবর্তী গঠনটি নির্ধারিত হয় এক দিকে নিয়োগজনী উৎপাদন-উৎসর্গত উৎসর্গত পরিমাণ এবং, অন্য দিকে সেগুলির নির্যাপতির জন্য অবশ্যই মূলধনের পরিমাণের মধ্যে কর্মীর সমালোচনার ঘর।

প্রথম অংশে আমি অভিষিক্ত করি ‘মূলধনের গঠন’ বলে, এবং বিতরণটিকে ‘প্রমূর্তিগত গঠন’ বলি। দুটির মধ্যে আছে একটি গোপন আকাশ-সম্পর্ক। এই সম্পর্কটিকে প্রকাশ করতে আমি মূলধনের মূলধনের গঠনকে হেতু তা নির্ধারিত হয় তার প্রমূর্তিগত গঠনের ঘর। এবং প্রতিক্রিয়া করে সন্ধান গঠনের বিভিন্ন পরিবর্তনের সেই হেতু তাকে আমি অভিষিক্ত করি মূলধনের ‘অশ্রম গঠন’ বলে। যখন আমি আর কোনো বর্ণনা ছাড়া মূলধনের গঠনের কথা। উল্লেখ করব, তখনি ধরে নিতে হবে যে, আমি তাই অন্ত্য গঠনের কথাই বলছি।

একটি বিশেষ শিল্প-শাখায় বিনিয়োজিত অনেক আলাদা আলাদা। মূলধনের পরিবর্তী থেকে ভিন্ন ভিন্ন গঠন থাকে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের গর্ব থেকে পাওয়া। যাই বেশ শিল্প-শাখায় বিনিয়োজিত যেটি মূলধনের গঠন। সর্বশেষে, উৎপাদনের সমস্ত শাখায়
গড়ের গড় থেকে আবার পাওয়া যায় একটি দেশের মোট সামাজিক মূলধনের গড় এবং শেষ পর্যন্ত, এককালে এই বিষয়ে নিয়ে আমাদের নিয়মিত অনুসন্ধান।

মূলধনের বৃদ্ধি মানে তার অষ্টাধিক উপাদানেরও অধিক শার্মশল্প হবে বিনিয়োগের অন্তর্গত বৃদ্ধি। অতিরিক্ত মূলধন রপার্টেরিত উদ্দেশ্যের একটি অংশকে অবশ্যই সব সময়ে অষ্টাধিক মূলধন কিংবা অতিরিক্ত শার্মস্থতার পুনরার্পণিত হতে হবে।

আমরা যদি ধরে নিঃসন্দেহ যে, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, মূলধনের গড়ে অপরিবর্তিত থাকে (যার মানে এই যে, উৎপাদনের উপার-উপকল্পনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে গতিশীল করার জন্য সব সময়ে একই পরিমাণ শার্মশল্পের আবশ্যক হবে), তা হলে, মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে শার্ম ও শার্মশত্রুর জন্য অভাবস্থার মাত্রী-ভাবারের চাহিদাধার বৃদ্ধি পাবে এবং মূলধন তত্ত্ব রূপ গতিতে বৃদ্ধি পায়।

যেহেতু মূলধন বাংলার একটি উচ্চতম উৎপাদন করে, যার একটি অংশ বাংলার প্রাপ্তিক মূলধনের সঙ্গে সমানিতে হয়; যেহেতু আগে থেকে কর্মকর্তাদের মূলধনের বৃদ্ধিরূপ সঙ্গে সঙ্গে এই সমানিতে অংশ নিহিত রূপে প্রকাশ হয়; সাংস্কৃতিক যেহেতু নারী নৌকা নোট্নো নারী নৌকা নোট্নো নৌকা দেশ যার মাত্র ঐক্য সংগ্রহের নোট্নো নৌকা দেশ। গ্রাহক হবার দক্ষ উচ্চতম মূলধন করার প্রয়োজন, যার উচ্চতম মূলধনের বিলাসের কোনো একটি পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সাংস্কৃতিক অভাবন্তকে অষ্টাধিক রূপ করে। যার, সেই হেতু মূলধন সকলের প্রয়োজনগুলি শার্মশল্পের বা শার্ম-সাংস্কৃতিক বৃদ্ধিতে চাহিদাধার যেতে পারে; অক্ষরের চাহিদাধার প্রক্রিয়াকরণ চাহিদাধার যেতে পারে এবং সংক্রান্ত মূলধন যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা বেগে যে-অন্যতমগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে নেওয়া যদি চালু থাকে, তা হলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত তাই ধারাবাহিক।

কারণ যেহেতু গ্রাহক হবার তার আগের কিছু সময়ে বেশি সংখ্যক শার্মাক্ষর নিয়োজ হয়, যেই হেতু, আগে হেক পারে হেক, একটি একটি মূলধন অস্তিত্ব, যার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আছে চাহিদাধার চাহিদাধার বইয়ে এবং তাই ফলে মূলধন বৃদ্ধি পায়।

এই ব্যাপারে ইংরেজিতে নোট। পদ্ধতি শক্ত এবং অক্ষরের প্রাচীন বংশ জুড়ে একটি বিলাস শীর্ষ। যে নোটায়টি অদ্ভুত অদ্ভুত মনোরমি প্রাস্ত্র নিজের ভরণপোষণ ও সংক্রান্তি করে, তা কোনকেই ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের মোট চাহিদাধারে পরিবর্তন ঘটাত না।

যেমন সরল পুনরুদ্ধার নির্দেশ বিশ্ব মূলধন-সম্পদকের একটি তন্ত্র কিংবা মাধ্যমিক এবং অভাবের মূলধন। ধারণাভেসির মাধ্যমে মনোরমি প্রাস্ত্র, যে নোট কমবর্ধিত হারে পুনরুদ্ধারের অর্থ সংরক্ষণও, কমবর্ধিত হারে মূলধন-সম্পদকের পুনরূপাদিত করে—এই হারে বিশ্বকর্মার সংস্কার বা বৃহত্তর ধনিক অভাব প্রাপ্ত বিপুলতা সংস্কার অক্ষরের।

একটি বিশেষ পরিমাণ শার্ম-শক্তির পুনরুদ্ধার, যা অবশ্যই নিজের মূলধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বংশ নোটায়টিরই আমাদের আমাদের জন্য, যা মূলধন থেকে মৃদু পেতে পারে না। এবং মূলধনের কাছে যার জীীবনের প্রচুর থাকে, যাদের কাছে যে আমাদের বিক্রয় করে, কেবল সেই বাণিজ্যপতি
ধনিকদের বিতর্কদায় দ্বারা, শ্রমশক্তির এই পুনরাবৃত্ত আলোক কিছু বর্ণ যুদ্ধন প্রভাব প্রদদের একটি অত্যন্তক উপাদান রচনা করে। অতঃপর, যুদ্ধনের সময় মানুষ হল সবথায় শ্রেণীর (‘গ্রোলিং'ত্রিবনে'ন) অবতরন বৃদ্ধি।

চিহ্নিত ব্যবস্থা এই ঘটনাটিকে একা সরাসরী ভাবে ধরতে পেরেছিল যে, আজামন স্থিত, রিকার্ডে। প্রথম অর্থস্থানের, যে-কথা। আমার আসেই বলেছি, উদ্দৃত্ত-উৎপন্ন সামরিক সময় যুদ্ধরীতিতে অংশগ্রহণের উপাদানাধীন শ্রমিকের পরিবর্তের সময়, কিংবা অতিরিক্ত শ্রমিকসম্যায় যা রূপান্তরণের সঙ্গে তুল্য তাবে একাকার করে ফেলেছিলেন। সেই ১৫৯৬ সালের জন খ্যাত বলেন, কারণ যদি ১,০০০ একর জমি এবং তত হাজার পাঁচ টাকার ধার এবং তত হাজার গাছিয় পথ ধারন, কিছু কোনো অবস্থা না থাকে, তা হলে সেই ধনী বাণিজ্য শ্রমিক না। হয়ে আর কি হবে? এথে হেতু অবশ্যেই লোকদের ধনী করে, সেই হেতু শ্রমিকের সংখ্যায় যত বেশি হবে, ধনীর সংখ্যায় তত বাড়বে গবর্ণমেন্ট তহবিল হল ধনিকদের ধনের ক্ষুব্ধ।” অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বার্ষিক দা মাত্রঃ বিদ্ধঃ একই কক্ষ যা ভিন্ন, “যেখানে সম্পত্তির বিনিয়োগ নিশ্চিত করে, লোক যাকান তুলনায় টাকা-ছাঁটা। বাস করা সহজতর; কেননা, কাজ করবে কে? যেভাবে গবর্ণমেন্ট অনন্য থেকে বীচাচ্ছে হবে, যেহেতু বাণিজ্য করার মত তারা কিছু পাই না। যদি এখানে সহকার বিধান বিনীত লোকের কোন কোন অধিকাংশ পরিশ্রেণিমের জোরে এবং অধ-পেটা থেকে, তবে অবস্থায় মধ্যে বড়তের নিজস্ব মধ্যে পরিশ্রেণিমের জোরে এবং অধ-পেটা থেকে, সে মে-অবস্থায় মধ্যে বড়তের নিজস্ব মধ্যে পরিশ্রেণিমের জোরে এবং অধ-পেটা থেকে, সে মে-অবস্থায় মধ্যে বড়তের নিজস্ব মধ্যে পরিশ্রেণিমের 


২. জন খ্যাত: ‘এপেলগোলস ফর রেইজিং এলক অব ইঞ্জিন’ অব অ্যান ইউজস্ট টেরেন্স আর্ড হাইব্যান্ডিয়াল, লাভেন’, ১৬৯৬, পৃঃ ২।
হয়েছে, সেই অবস্থা থেকে উপরে উঠে আসতে পারে, তা হলে তাকে কারো বাধা দেওয়া হবে না; বরং সমাজে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে, প্রত্যেকটি পরিবারের পক্ষে সিদ্ধার্থী হওয়াটাই হল সবচেয়ে বিচরণ পথ। কিন্তু সমস্ত ধরনী জাতিগুলিরই হার্ড এই যে, গবিবরের বিপুলতার অংশ যেন প্রায় কোন সময়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে না থাকে, এবং যা তারা পায় তাই তারা অনবরত ধর্ম করে দেয়।...যারা তাদের দৈনিক শ্রমের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে, অভাবের তাড়াতাড়ি ছাড়া যাদের কাছে প্রবৃত্ত করার মত আর কিছু নেই, তাদের অভিসম্পত্ত না করে, তাদের অভাবের উপরে হায়ারা কারী স্ববিশেষার কাজ; না করাতুর হবে নিরুপমতা, একমাত্র যে-জিনিসটি অবিকল পরিশ্রমী কর তুলতে পারে, তা হল এমন-পরিমাণ টাকা, যা খুব কমও নয়, আবার খুব বেশি নয়, কেননা প্রথম ক্ষেত্রে, তার মেজের অস্তিত্ব আছে সে হয়ে পড়ে নিক্ষেপ বা বে-পরিচায়, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠে উদ্ধত বা আলোচনা-পরায়ণ যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিকল্পনা যে, একটা মূলমন্ত্রিতে—যেখানে ক্ষীণগুলি-প্রথা অবৈধ, সেখানে—অশ্রমিল গবিব জনসংখ্যার বাহাই হল সবচেয়ে নির্ভরশীল। সম্পদের কাছে কেননা, তারা কেবল নৌহাসিমি ও সেনাবাহিনীর লালনগাঁরি নয়, তাদের ছাড়া কোনো ভোগ-বিলাসই সম্ভব নয়, এবং কোনো দেশের কেনা উৎপন্ন সামগ্রীই হতে পারে না মূলানান।

“সমাজে (অর্থাৎ অ-অশ্রমিল জনসংখ্যাকে) হত্যা করার জন্য এবং সবচেয়ে হীন অবস্থায় মধ্যে সাধারণের জীবনকে সৃষ্ট করার জন্য, এটা জরুরি যে তাদের বেশির ভাগই হয় আজ ও দরিদ্র; আম আমাদের অভাব-বোধের বৃদ্ধি ও ভীতির সাধন করে এবং মারাত্মক নির্বাচন হতে তাদের প্রাণযোগ্য হয়।” মাদেভিল একজন সং ও পরিচালনকর্মী ব্যক্তি; কিন্তু তিনি যেটা দেখতে পাননি, সেটা এই যে, সাঙ্কেতিক নোটিসটি নিজেই যেমন মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমন আবার “অশ্রমিল গবিব জনসংখ্যার” ও বৃদ্ধি ঘটায়—অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটায় তাদের সাধনায়, যারা তাদের অমরমাত্রিক পরিষেবায় পরিণত করে কম-বর্ধন মূলধনের অভাব-প্রাপ্তির একটি কম-বর্ধন পরিণত এবং তা করার পরে, ধিনকের ব্যক্তির আগে পূর্বের আগের নিখুঁতেরই উপরে ফেলে উপেরে, নিখুঁতের নির্ভরশীল সম্পর্কে বাধা হয় চিহ্নিত করতে। এই নির্ভরশীল সম্পর্কের প্রস্তর, তারা এখন এম-ইস্কুল তার “গবিবের অবস্থা, ইংল্যান্ডে অশ্রমিল শ্রীশাসনের ইতিবিবর্দ্ধন” নামক গ্রন্থ বলেন, “আমাদের মূলধারের প্রাকৃতিক ফসল নিকটশীল আমাদের জীবন-ধারণকের পক্ষে যথেষ্ট নয়; পূর্ববর্তী কিছু অবদান ছাড়া আমরা——

১. বার্নার্ড ডক্টর মাদেভিল: ‘মৌলিক উপাধিয়ন’, পথম সংস্করণ, লন্ডন, ১৯২২।
মন্ত্রা: পৃ: ২২২, ২২৩, ৩২৮। “পরিবহন জীবন্যায়া এবং নিত্যস্ত কর্ম-ব্যাপ্তিতে এই সব গবিবের পক্ষে যুক্তিসংক্রান্ত পুলক।” (যারা বাড়া তিনি সত্যবর্তী বোধকৃত্তি, চাঁদ স্বর্গ কর্ম-দিকে এবং জীবন-ধারণকের সামর্থ্য উপকরণ) এবং রাষ্ট্রীয় সামর্থ্য ও কল্পনা (অর্থাৎ জমিদার, ধনী এবং তাদের রাজনৈতিক মানব ও আহ্বানমূলক) সরবরাহ পথ। (‘আমার এসিজ আইডেন্স আরাম’ লন্ডন, ১৯৬০, পৃ: ৫৪)।
না পারি আমাদের পরিষেবায় ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে, না পারি খাদ্যজ্বলনের সম্মান করতে। সমাজের অন্তঃ একটি অংশকে কাজ করতে হবে অবিরাম তারে। অধ্যাত্মঃ ও আচা, 'যারা খাটুনিও খাটোনা, খুঁতেও কাটে না', অর্থ নিম্নলিখিত করে শিল্পোৎপন্ন সামাজিকতাকে, যারা অব্যাহতি ভোগ করে কেবলমাত্র সভ্যতা ও শুধুমাত্র গ্রামে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের তারা। বিশেষ জাতীয় স্থানীয় যারা স্বয়ং জাতীয় সংস্থাও একসঙ্গম করে নিয়েছে যে, শ্রম না করেও আজু না উপারে বাক্স পায়ে সম্পত্তি অর্জন করতে।

প্রথম ঐতিহাসিক অধিকারী ব্যক্তি। কোন কোন যাদের উন্নতত্ত্ব ক্ষমতার বলে উন্নতত্ত্ব সংযোগ-স্বধারণ অধিকার ভোগ করে না, তার। তারা ভোগ করে প্রায় সমগ্র-
ভারতের অপরের পরিশ্রমের রেল। সমাজের শ্রমজীবী অংশ থেকে ঐতিহ্যবান ব্যক্তির আলোচনা দান করে, তা জমি কিংবা টাকার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ, তা হল শ্রমের উপরে নিয়ন্ত্রণ। ( ইংরেজি অনুকরণ ) এই পরিকল্পনা, তাদের জন্য থাকে।

কাজ করে, তাদের উপরে সম্প্রতি বোধকের হাতে যুক্ত পরিমাণ প্রভাব ও প্রতিভাতি অর্পণ করবে এবং, সেই সাথে, তা শ্রমিকদের এক নিতাংশী হেরি ও দাস-স্থানীয় অবস্থায় অগোপাতিত না করে, তাদের স্থায়ী করবে এমন এক সমাজ ও উচ্চার নির্ধারণ অবস্থায়, যে মানব-সাপ্তাহিক সম্প্রতি মানব-ইতিহাস সম্প্রতি অবতৃষিত সমাজ মানুষই শ্রমিকদের নিজেদের আর্থিক জন্য অবশ্যক বলে বিবিধতা করবেন।

প্রথম উর্দুওয়াদে থাকে, আমার একটি চেন-ই ইসলাম আধুনিক শতকে আরো বিবেকানন্দ অর্থনীতির একমাত্র পর্যন্ত যিনি কিংবা প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুদ্ধর্ম করেন।


c.1. ইন্দিয়ার নিকায় কাজ। উচিত ছিল তা হল 'রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি' কার স্থান। আইনের সম্পর্কে এই মেয়াদের সামনে, তিনি আইনের উপাদানের সাহসে সম্পর্ক-সম্পূর্ণ চলন গণ্য না করে, উল্টো। বালিকা সম্পর্কসমূহের আইনের ফল বলে গণ্য করেন।

মৃত্যু বিবাহের বিষয়কতা 'আইনের মর্যাদা'-কে লিগে এক কথায় 'আইনের মর্যাদা তথা সম্পত্তি-সংশ্লেষণ' চলন অপরিহে দেন। "Esprit des lois" with one word: "L'esprit des lois, c'est la proprieté."

c.2. ইন্দিয়া, ঐ, প্রথম চূড়া, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পার্শ্বে, পঃ ১, ২ এবং পূর্বাভাস পঃ ২।

পাঠিকা যদি মালাহাতের কথা বলেন, তার 'এসে আন পশ্চিমের' প্রাচীন হয়েছিল ১৭২৮ সালে, তা হল আমি বলব যে এই পুরষ্কার তার। প্রথম আকাশে নাচে, আমার জন্যে স্বয়ং, কন্ট্রোল, ফ্রাঙ্কোর, 'আইনের প্রাচীনতার কাছ' থেকে ইস্মাইলের বালকের মত, ভবিষ্যতের চৌহার ছাড়া আর কিছু নয়; তাতে এমন একটা কথায় না যা তার নিজের মাথা হয়ে থাকে বেরিয়েছেন। এই পুরষ্কার যে বিপুল চক্রায় স্থান করতে তার স্থান দুর্লভ ভার্সেলনের কারণে। করমান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিসিগুলি আরোগু- ঝুঁট সম্মূহের, "জনগণের নীতিটি," যা অষ্টবশ শতকে আকাে আকার লাভ করে এবং এক চাচা সামাজিক সংকেতের মধ্যে চাক-চোল সহকারে প্রচারিত
হয়, কিছুদিন এর শিক্ষার অভাবমুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসাবে, তাকেই ইংরেজ অভিজাত-চরম দোলালে অভিনন্দিত করল মানবিক অগ্রগতির প্রতি সম্মেলন আর আকাঙ্ক্ষার মহান ধ্রুপদী বলে। নিজের সাক্ষাৎ বিষয়ে মালামাল তার বইয়ে থাকতে লাগলেন ভালোভাবে। তাতে জড় করা মালমাল এবং নূতন মোক্তি সামাজিক, যার কিছুই তার অভিজ্ঞতা নয়, সবাই আরো আয়োজিত। আরো লক্ষ্যিকে যে, যদিও ম্যালামাল ছিলেন 'ইংরেজ স্টেট চার্ট'—এর একজন যাজক, তিনি গ্রহণ করেছিলেন কোমরাষ্ট্রের সর্বমূল্যবান সম্পদ—প্রোটেস্টান্ট কেরিজ্য ইউনিভার্সিটির 'ফেলোশিপ' অঙ্গনের অমৃতায় শর্তঃ "Socios collegiorum maritos esse non permitimus, sed statim postquam quis uxorem duxerit socius collegii desinat esse." (মিল্পোর্ট অব কেরিজ্য ইউনিভার্সিটি কমিশন,) পৃ. ১৭২। এই ঘটনা অঞ্চল প্রোটেস্টান্ট যাজকদের তুলনায় ম্যালামালকে অদৃষ্ট বিশিষ্টতা দান করে; বাকি প্রোটেস্টান্টরা যাজকদের কৌমারবহিঃ বেদে ফেলে দিয়ে গ্রহণ করেছে "ফলবান হও এবং বংশ বৃদ্ধি কর"—সাইবেল-বর্ধিত এই কর্মের জন্য এক মাহাত্মা যে, একদিন যখন তারা প্রাণিকের মধ্যে প্রচার করেছে "জ্ঞানসংক্রান্ত নীতি", আরো অথবা জ্ঞানসংক্রান্ততা নিক্ষেপ। অবদান রাখে সত্য সত্যই অত্যাবিভিন্ন মাত্র। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, মাহাত্মার অর্থ নৈতিক পতন, আদুরের এই আপেল, সেই স্বতন্ত্র স্বর্ণ, "সেই নিমিত্ত যা কৃষ্ণদেবের শরুরকিন্দ্র ভোট্য করে দেয়"—যে-ভাবে যাজক টাউনের পরিহাসবর্তে বর্ণিত রেখেছেন—এই সুরক্ষা প্রশ্নটিকে 'প্রোটেস্টান্ট বিয়েলজি' বিষয়ক বিশেষ করে, 'প্রোটেস্টান্ট চার্ট' এর 'বিতর্কের' মহাদেরা অতীতেও নিজেদের কিচ্ছু বায়ের করে রেখেছিলেন, এখানে রেখেছেন। তেলিতের 'মাক' (সর্বাধিক অর্থসমর্পণের জন্য) বিষয়ে কর্মের মহাদেরা অন্য ধরনের বিষয়ে কর্ম করা হয়েছে, তাদের যাজক প্রাচীনের ঠাকুর টাউনের, যাজক ম্যালামালর, ঐতিহ্য যাজক টবাস চামার্স এবং আরো একাদিক কলার চার্ট। পোড়ার দিকে, রাষ্ট্রের রূপোচ্ছ অদ্যায়ন করতেন হবে, লক্ষ, হিউম-এর মত দ্বিবিশ্লেষণের, টবাস মোর, টেন্সল, সাবি, ডু উইট, নর্থল, ভার্গোলিট, ক্যাটিলন,
আরো বিষয় লাগ করে। তাদের নিজেদের উৎপন্ন নামকরের একটি রূপ্তর অংশ, সর্বোচ্চপ্রস্তুত ও নির্দিষ্ট অতিবিক মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে, তাদের কাছে ফিরে আসে পাঞ্জাব-পরিচালকের উপরের অংশের ছাড়েন। যতে করে তারা পারে তাদের দোকানের পরিশিষ্টের ব্যাপার শাখা করতে, তাদের পোষ্টাক-আশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদির পরিবেশ-ভাঙ্গারের কিছু সংযোজন করতে এবং তার পরে কুড়ি কুড়ি সরকার-অর্থনীতির (‘রিপার্ট মানস-ফাও’) গড়ে তুলতে। কিছু অপেক্ষাকৃত তার খাঁঝা।

ফ্যাক্লিন-এর মত ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রীয়তাবাদী, এবং বিশেষ ভাবে বিশেষ সাকল্য সহকারে পেট, কার্ন, মায়েডিল, কোনের মত চিকিৎসাবিদের। এমনকি ১৮ দশকের মাঝামাঝিরে গলাতে হিংসার খাতিতের কাঁপালের একজন প্রধান অর্থনীতিবিদ, কুবেরের বিষয়ে স্পষ্ট করার জন্য আরো চেয়ে নির্বাচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে, এবং, সম্প্রতি কথা। করতে কি, এই“জনসংখ্যা নীতি”-র পদ্ধ সঙ্গে ঘটার বেহে উচ্চ গ্রোটেস্ট্যাকথ যাজকদের মধ্যে প্রবেশের। সেটি, যিনি জনসংখ্যার গরু করেছেন সম্পদের উৎস হিসেবে এবং ছিলেন, আঞ্জন পিয়েরের মতই, যাজকদের শেষ, বলেন—

যেন তিনি আঞ্জনায়ের পর করতে পেরেছিলেন তাদের তাগোল-পাকানো নাক-গলানোর। “ধরকের সরকারের প্রতিষ্ঠা তথ্য ঘটে, তখন পুরোহিত তথ্য সরকারের। অন্ততঃ, যেন আঞ্জন বলের হত আইনের ক্ষেত্রে: আইনের সরকারের প্রতিষ্ঠা তথ্য ঘটে, যখন আইনজীবীদের কারিগরী কাজ থাকে সরকারের নীতি নূতনতা।” তিনি গ্রোটেস্ট্যাকথ পুরোহিতদের উপরের দেন, যদিও তারা চিন্তায়র জন্য অ্যাপলে পলক অহরণ না করেন এবং সৌভাগ্যের পালন করে অহঃস্ফল প্রকাশ ন। করেন তবে যেন তারা আঞ্জন দিনে যাজক-পাকানো যতসংখ্যা যাজক নিয়ূক্ত রয়েছে, তার চেয়ে “বৈশিষ্ট্য সংখ্যা যাজকের জন্য না। দেন, অর্থাৎ আঞ্জন যদি ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ বাঁধে। হাস্তাক্ষর যাজক থাকেন, তা হলে তারা যেন ২৫,০০০ যাজকের জন্য না দেন, কেননা। তার হলে যে

বাঁধে হাস্তাক্ষর আশ কোনো পদ পাবে না তারা জীবিকা সম্পন্নের চেষ্টা করবে, যা করতে প্রচেই তারা জনসংখ্যকে না বিপর্যস্ত রাখতে এবং তাদের চর্চার পথে ভুল ভিতরে নির্দেশ করতে।” ( পোট, "এ কৃত্তিক অব আঞ্জন এন্ড কঠোর বিশ্বন" লগন ১৬৬৭, পৃঃ ৫৫।

গ্রোটেস্ট্যাকথ পুরোহিত-তের প্রতি আঞ্জন রাফের ফি মনোভাব ছিল, তা নিচের ব্যাপার থাকে রাখে যায়। "এ লোক এ ি এ ি এল এল ি। অ বি লাইফ জেই আলফ গ্রুঁ বিজ্ঞান অ্যাং দিজে ফাইন্স গ্রুঁ দেভিট হিউম। বুঝে দেখান অ্যাং দিপল কলুড ক্রিস্চিয়ার্স" ৪র্থ সংস্করণে জনকেডোর ১৭৮৪ ( জীবনের হিউমের জীবন ও মৃত্যু এর এক প্রাক্তন পরিচিত হিউমের জীবন ও মৃত্যু এর) নামক লেখকের নামে দেখাচ্ছে বিশ্ব জীবন অ্যাঞ্জন ি মানার।

করেন, কেননা। মিঃ স্টর্ন-এর কাছে দেখে। এক প্রাক্তন পরে তিনি তার কানে
পরা ও বাবহার এর অপেক্ষাত বেশি ব্যক্তিত্ব সম্পত্তি যেমন জীত্বলের শেষের লাভই অবশ্যই ঘটাতে পারে, ঠিক তেমনি সেগুলি মুদ্রিত-শ্রদ্ধিকের লোকের সমালোচনায় অনন্য ঘটাতে পারে। মূলধনের উপরের স্থানের কল অর্থের মাধ্যমে মানে, বাতিবিসব পক্ষে, কেবল এই যে, শ্রদ্ধিক নিজের জন্য যে গৌরব শিল্পে তৈরি করেছে, তার দৈহিক ও উজ্জ্বলে চাপের কিছুটা উপলব্ধ। এই বিষয়টি সম্পর্কে সেব তর্কবিতর্ক চলেছে, তাতে প্রধান যে প্রিন্সিপ্ট সাধারণ তারে উপেক্ষা করা হয়েছে, নেট হল ধনতাত্ত্বিক উপাদানের ‘নিজস্ব পার্থক্যস্থল বৈশিষ্ট’ (differentia

ডেভিড হিউমকে স্বাগতিক করেছেন,” কেনান। তিনি বিশেষ করে ব্যক্তি তার মুদ্রকাশ্যায় লুপ্তিস্থ এবং লুপ্তিস্থ নির্মাণ করতেন,” একমাত্র হিউম সম্পর্কে তিনি একথা লেখায় দেখিয়েছিলেন, “তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন। এবং তিনি মায়া যাবার পরে আমি তাকে সব সময়ই মান করেছি একজন পরিপূর্ণ প্রজার্থন ও ধর্মতাত্ত্বিক আধুনিক রাজনীতিক সমাপত্তি বলে।’ বিশেষ রেগে গিয়ে চেষ্টিয়ে প্রথম করেছেন, “যখন, যে-যাঁরা ‘ধর্ম’ বলতে যা কিছু বোঝায়, তার সমক্ষে হিউমকে প্রোত্সাহন অনুভূতি বিবাদ, তার চরিত্র ও আচরণে ‘পরিপূর্ণ প্রজার্থন ও ধর্মতাত্ত্বিক’ বলে বলা করা কি আপনার পক্ষে শোভন হয়েছে ?’ ‘কিছু অপরের বিশেষ প্রীতিমান নির্দিষ্ট হবার করণ নেই। নাতিকেত্ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।’ ( তার ‘রীতিক বেদন তবে দিয়ে সমগ্র দেশে নাতিকেত্ত গ্রহণের আমর্জনীয় দূষণি’ অ্যাডভাম লিখেছেন হয়েছে। (পুঃ ১৭ ) ‘মোটের উপর, জ্ঞান, আপনার বক্তব্য। বালী; কিন্তু আমার ধারণা, এবং আপনি বলতে বলতে বলতে বলতে ভালো হয়োগ হিউমের দৃষ্টে দিয়ে আপনি আলগার বোঝাতে চেষ্টা করতে রাখেন যে, নাতিকেত্ত অবসাদ্ধিত আলগার একক সম্প্রদায় মুদ্রকাশ্যায় প্রজার্থনের একমাত্র শিক্ষাদি বিষয়ের মূল প্রতিষ্ঠাতা। আপনি ব্যবহারের ধারণাশীল দিকে তাঁকে রাগাতে পারেন এবং লোহিত সাধনের ক্ষেত্রে সকল গোছালো ধর্মবাদ জানাতে পারেন।’ ( ঐ, পুঃ ২১, ২২ )। অ্যাডভাম লেখের একজন কলেজের বক্তৃতা, একজন সনাতনশাস্ত্রী ব্যক্তি তার মুদ্রা পরে লেখেন, ‘হিউমের প্রতি তার সং-পাতে হাত মানবার তার ঘোষণা হবার পথ পথ বাধা দেয়।’ সং লোকদের তিনি প্রাপ্ত করতেন এবং তাদের সঙ্গে যেতে দেখায় হত, তারা মারা যায় বলেন, তিনি বিশাল করতেন। তিনি যদি সহায় সহকারী হবেন এক বছর হতেন, তিনি হয়তো বিশাল করতেন যে, যেহেতু যাতে হাত মারে মারে নির্মাণ আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজনৈতিক ধারণাতত্ত্ব দিক থেকে তিনি ছিলেন ‘রিপাবলিকান’-এর সমর্থনক। ( ‘দি বার’, রোল এফর্ডন, ১৮ খৃস্টীয় খ্রীষ্ট, পুঃ ১৪৬, ১৪৫, এফের্ডনরোল, ১৭১২-১৩।)। নাগক মানুষ চাইলে গোল্ডের, ঐতিহ্যের আঞ্চল-বাগানে তাদের মূল্যবান কর্মবাহী সকলের আধার জৈত অ্যাডভাম ঘোষণা একমাত্র প্রোটেস্টান্ট মানুষের বোঝায় জাতীয় জমাত প্রশিক্ষক অধিকারী উদ্ধার করেছেন।


specifica')। শ্রম-শাক্তি আজ বিশ্বাস হয় তার দেখা বা উৎপত্তি হবে ধার করার বাক্যগত অভাব পূর্ণের উদ্দেশ্যে নয়। তার উদ্দেশ্য হল তার মূলধনের রূপস্বাধীন, নে যতস্ত। শ্রমের মূল্য দিয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্য ধারণ করে অর্থাৎ যার জন্য তার কিছু মূল্য দিতে হয়নি এমন কিছু শ্রম ধারণ করে—এমন পণ্য-সংস্করণ উৎপাদন; অথচ যখন সে ঐ পণ্যসম্মত বিক্রয় করে, তখন ঐ মূল্যকে সে নগদে রূপান্তর করে দেয়। এই উৎপাদন-প্রতিরক্ষার সার্বভৌম নিয়ম হল উৎপাদনের উৎপাদন। শ্রম-শাক্তি ব্যক্তির উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে তাদের মূলধনের ভূমিকায় সংরক্ষিত করে, তার নিজের মূল্যকে মূলধন হিসাবে পুনর্নতীত করে এবং মুদ্রাধিক শ্রমের আকারে অতিরিক্ত মূলধনের একটি উৎসের সংস্থান করে, নেই মাত্রায় তা বিক্রির্য্যতা হয়। 3 অন্যের শ্রম-শাক্তি বিক্রয়ের শতাব্দী শ্রমিকের পক্ষে, বেশি বা কম অর্থক্ষুব হক, এই শতাব্দীর মধ্যে অন্যান্য থাকে তার নির্দেশ পুনর্নির্জিন এবং মূলধনের আকারে সমস্ত সম্পদের সম্প্রতি পুনরুত্থান শ্রমের আবশ্যকতা। আমরা আসেই দেখি, সতর্কগতভাবে মুদ্রাধিক স্বীকৃতি করে শ্রমিক ক্রমে কিছু পরিমাণ মুদ্রাধিক-বিশিষ্ট শ্রম-সম্পদ। বাদামের উপর, শ্রমের দাম হাস্য পাবার সঙ্গে মুদ্রাধিক বৃদ্ধি পাওয়া। ইতাদি ঘটনা-নির্বিশেষে, এই ধরনের বৃদ্ধিরাশি বড় জোর বেড়ায় যে, মুদ্রাধিকে মূল্য-খরচারী মুদ্রাধিক-বিশিষ্ট শ্রম দিতে হবে, তা হাস পেয়েছে। মুদ্রাধিক-বিশিষ্ট শ্রমের এই হাসপ্রাপ্ত কথা এমন এক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে না, যা গোটা ব্যবস্থাটাকেই বিপরীত করে। মুদ্রাধিক হার নিয়ে অংশও সংখ্যা ছাড়া, (এবং আমাদের স্বেচ্ছাচারীদের দেখায়, এই ধরনের সংখ্যা, গোটাগোটা মাত্র দেখল, মালিক সব সমস্ত মালিক ) মূলধনের সম্পদের ফল হিসাবে শ্রমের দামে কোন বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ঘটনা স্বাচ্ছন্দে করণ নিম্নলিখিত বিকল্পীত:

হৃদয়, শ্রমের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ এই বৃদ্ধি সংখ্যার অগ্রগতিকে বাড়িয়ে করে না। এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনক কিছু নেই, কেননা, যে কথা আমাদের ভ্রে বললে, “এইসব (মুনাফাগুলি) হাস পাবার পরে, ‘ঠাক’ কেবল বৃদ্ধি পেতেই পারে না, বৃদ্ধি পেতে পারে পুরো মূলনায় ধর্ম হারে।.” বুঝতে মুনাফাসহ কিছু ঠাকের তুলনায় কম মুনাফাসহ বুঝতে ঠাকের হারে বৃদ্ধি পায়” ( ঐ, পৃ: ১৮১ )।

১। “যাই হোক, কারণ এবং শ্রমিক উভয়েরই নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমা। নেই একই : তাদের পরিশ্রমের ফল থেকে নিয়োগক্ষেত্রের একটা মুনাফা অর্জনের সমাবেশ। যদি মুদ্রাধিক হার এমন হয় যাতে মনের দাত মূলধনের গড় মুনাফার চেয়ে কম থাকে, তা হলে সে নিয়োগ করা বাধ্য হবে দেখা, কিংবা কেবল এই শর্তে নিয়োগ করে যে তারা মুদ্রাধিকের রাজি থাকবে।” ( জন ওয়ায়, ‘হিস্টরি অব দি মিডল্যান্ড অ্যান্ড উইকিং ক্লাসেস’, ইতাদি, তৃতীয় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮৩৫, পৃ: ২৪১ ।)
ক্ষেত্রে এটা পরিস্ফিত যে, মৃত্যুর ব্যক্তিত্ব দ্রুত শ্রম প্রাপ্ত হয় যে, কোন মৃত্যুর রাজ্য-বিভাগের পথে বা স্বল্পতা করে না। মন্ত্রণালয়, আর দিকে, অনেকের দাম রুদ্ধির ফলে সংক্ষেপে ভাব হয় যায়, কারণ লালের প্রেরণা ভোরা হয়ে যায়। সংক্ষেপের হার হ্রাস পায়; কিন্তু তা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা, সেই হ্রাসপ্রাপ্তির প্রাথমিক কারণটি, অর্থাৎ মূলধার এবং শোষণমূল্য স্বরূপ মধ্যকার অহংকার-বৈষম্য অস্তিত্ব হয় যায়।

প্রার্থনকৃতের ধনের উপাদানের উপাদানের অর্থনৈতিক গ্রন্থালীর সাথে সংযোগ করে, সেইসবস্থিত যা আবার অপসারিত করে। অনেকের মারাত্মক মূলধারের আয়নাগারের গ্রাহকের অথবা ভাবনা মানে হ্রাস পায়—তা সেই মান মৃত্যুর রুদ্ধির আগে যে স্বাভাবিক মান চালু ছিল, তা থেকে কমই হোক, বা তার সমানই হোক, বা তার থেকে বেশি হোক। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি: প্রথম ক্ষেট্রে, মৃত্যুর শক্তি বা অমরজীবী জনসাধারণের অনাপেক্ষিক বা আধুনিক রুদ্ধির হারে হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে মূলধারের বাইরে রহমনা না; বরং উপরে, মূলধারের বাইরের ফলেই শোষণমূল্য অর্থ-সংস্থার অট্টুরুপ ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেট্রে, মৃত্যুর শক্তি বা অমর-জীবী জনসাধারণের অনাপেক্ষিক বা আধুনিক রুদ্ধির হারে হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে মূলধারের অট্টুরুপ ঘটে না। বরং উপরে, মূলধারের আধুনিক হ্রাসপ্রাপ্তির ফলেই শোষণমূল্য অর্থ-সংস্থার তথা তার দামের, বাইরে ঘটে। মূলধারের সংক্ষেপের এই অনাপেক্ষিক গতি কিছুসারাতেই শোষণমূল্য অর্থ-সংস্থার পতিমহের আধুনিক গতি-কিছু হিসাবে প্রতিফলিত হয়।

গালিন্তিক তারে একক করলে ব্যাপারটি এইরকম পাড়ায়: সংক্ষেপের হার সাপেক্ষ ‘পরিবর্তা’ (variable) নয়, অনাপেক্ষিক ‘পরিবর্তা’; মৃত্যুর হার অনাপেক্ষ পরিবর্তা নয়, সাপেক্ষ ‘পরিবর্তা’। অতএব, শিশু-চক্র যখন সঠিক পর্যন্ত; তখন পণ্যব্যবস্থার দামে সাধারণ অধোগতি একক পায় তাকার মূল্যে উর্ধগতির অকার। অবাধ সমূহের পর্যবস্থার পণ্যব্যবস্থার দামে সাধারণ উর্ধগতি একক পায় তাকার মূল্যে অধোগতির অকার। এই থেকে অক্ষরিত ‘কার্বনি সমূহ’ (মৃত্যুর মৃত্যুর গোষ্ঠী) এই নিদর্শ করে যে, বেশি দামের সঙ্গে অন্যান্য এবং একে দামের সঙ্গে অত্যধিক তাকা সংস্করণ থাকে। ঘটনা সম্পর্কে অভ্যুক্ত ও সম্পর্কে তার ধারণায় ক্ষেত্রে এদের মূল্যে ভাব হলেই অর্থনৈতিকদের বাধা সাবাধা সংযোগের সম্যক তাই এই বলে যে, মৃত্যুর প্রতিকূলের সাবাধা এখন অতিরিক্ত কমে গিয়েছে এবং তখন অতিরিক্ত বেজে গিয়েছে।

* এম এল প্রথম ক্ষেট্রেই বলেন “শাক্ত” এবং দ্বিতীয় ক্ষেট্রে বলেন “অতিক্রম”;
যখন তাদের আধুনিকতা সংশোধনী সংযুক্ত হয়েছে—রূপ সংক্রান্তে ইন্টিটিউট অব মার্কিন-লেনিনিহাম-প্রাক্ত টাকা।

১. কার্ল মার্কস, ‘এ কস্টিবিউশন টিউ পলিটিকাল ইকনোমি’ পৃঃ ১৬৬ ("Zur Kritik der Politischen Oekonomie.")
ধনাত্মক উৎপাদনের নিয়মটি, যেটি রয়েছে “জনসংখ্যার প্রাকৃতিক নিয়ম” বলে উপস্থাপিত দাবিটি মূলত, সেটি পর্যালোচিত হয় কেবল এই বর্তমানের: মুলধনে রূপান্তরিত মজুরিতে অর্থ এবং এই অতিরিক্ত মুলধনকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মজুরি-প্রদত্ত অর্থ—এই দুই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছাড়া। মুলধনের সম্মত এবং মজুরির হার—এই দুটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থ কিছু নয়। স্থায়ীতা তা কোনোই পরিস্থিতির জন্য আয়নার মধ্যে সম্পর্ক নয়: একঃকিং, মুলধনের আরাম, অন্যদিকে অমর্জীন জনসংখ্যার আয়না; এবং মূলতঃ তা একটি অমর্জীনি জনসংখ্যার মজুরিতে অর্থ মজুরি-প্রদত্ত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক। যদি অমর্জীনি শ্রেণীর কুমড়ুক সরবাহ-করত এবং ধনিক শ্রেণীর কৃষ্ণ সরবাহ-করত মজুরিতে অর্থের পরিমাণ এই রূপ গতিতে বৃদ্ধি লাভ করে, তাকে মুলধনে রূপান্তরিত করতে অতিরিক্ত পরিমাণ মজুরি-প্রদত্ত অর্থের আবশ্যক হয়, তাহলে, মজুরির বৃদ্ধি পাওয়া এবং বার্তি অতিরিক্ত ক্রিয়ালয়ের মজুরি রূপান্তরিত অর্থ আয়নার ভাবে হাস পাওয়া। কিন্তু অ-সৌন্দর্যের এই এই হাসপাতিক সেই বিশেষত উপনীত হয়, যে-বিদ্বৃত্ত যে-উদ্দেশ্যে মূলধনকেণ পুনর্ব্যয় করত তা আর ধনাত্মক পরিমাণে সরবাহ হয় না; সেই মূলধনে সৃষ্টি একটি প্রক্রিয়া হয় একটি এন্টিকিয়া: “আমরা মুলধনের অন্তর্ভুক্ত অংশ হতে থাকে অন্তর্ভুক্ত, সরবাহ পড়ে থাকে পিছনে এবং মজুরির কিছু পাওয়া হয় প্রতিদিন।” স্থায়ীতা মজুরির বৃদ্ধি সেই মাত্র মধ্যে সুন্দরীনির্মাণ যা কেবল মুলধনের তত্ত্বকেলে আর রাখতে না, সেই সত্ত্বেও তার এমনকি হারে পুনর্ব্যয়কেন নিরাপদ হয়ে থাকে। ধনাত্মক সরবাহের নিয়মটি থাকে অর্থনীতিকের রূপান্তরিত করেছে তথাকথিত একটি প্রকৃতিক নিয়ম, তা আয়না যা বলে তা। কেবল এই যে যে, সরবাহের প্রকৃতিতে এই যে, তা প্রমাণের মাত্রায় একটি একটি স্বর্গ-প্রাপ্ত এবং শ্রেণীর দামে প্রতিটি প্রতিফলিত মজুরি প্রাপ্ত যা ধনাত্মক সরবাহের ক্রমবর্ধন আয়নার কমাতে পুনর্ব্যয়ের পথে বিপদ হয় করতে পারে, তাকে নাকুল করে দেওয়া। যে ব্যবস্থায় বন্ধত সরবাহের অতিরিক্ত শ্রমের বিশাল সাধনের প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, যে উল্টো, শ্রমের অতিবাহ হল উদ্দেশ্যে মূলধনকের আয়া প্রাপ্তিরের প্রয়োজন পূরণের জন্য সেই ব্যবস্থায় অর্থ কিছু হতে পারে না। যেহেতু ধর্মের ক্ষেত্রে মহূর্ত তার নিজেরই মতো একাত্মতাতে ধারা-ধারণার বার। শাসিত হয়, তাকে একটি ধনাত্মক উৎপাদন-ব্যবস্থায় নে শাসিত হয় তার নিজের হাতে তৈরী দ্বারা-সাধারণের দ্বারা।

১. “আমরা যদি এখন আমার প্রথম অমর্জানের দিকে ফিরি তাকাই, যেখানে দেখানো হয়েছিল যে মূলধনে হল মজুরি-শ্রমের ফলঃ এটি। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বলে মনে হয় যে মাহুষ তার নিজেরই হৃদয়ের, তথা মূলধনের, অধিকতমের অধিকান্ত হতে পারে, তার কাছে বসবাস নানাতে পারে; এবং যেহেতু বাধিতে এটা একটি তর্কাত্মক ঘটনা, তাহেতু এক্ষত ইটঃ কিন্তু অর্থনীতি মূলধনের হতে। হিসাবে তার মালিকের
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ সঞ্চয়ন ও তার সহায়ী সংক্ষেপশ্রীববনের অগ্রগতির 
সঙ্গে যুগপৎ মূলধনের অস্তির অংশের 
আনুকুলিক হ্রাসপ্রস্তুতি॥

অর্থতারিকধর্ম নিজেদেরী মত অনুসারে, সামাজিক সম্পদের বাস্তব পরিমায়া বা 
কর্ত্তর যুগতন আয়তন মজুরের যুগতন ঘটায় না, কিন্তু কেবল সঞ্চয়নের নিরস্তর 
অগ্রগতি এর সাহায্য এক অগ্রগতির ক্ষতিকার হারায় তা ঘটিয়ে থাকে। ( অ্যাডাম স্মিথ, 
প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ )। এই পর্যবě অমলা কেবল এই প্রক্ষলার একটি বিশেষ 
পর্যবেক্ষণ সংহারই আলোচনা। কেবল যে-পর্যবেক্ষণের যুগতন ঘটে যুগতনের একটি 
প্রযুক্তি গঠন অপরিবিভক্ত থাকার অবস্থা। কিন্তু প্রক্ষলাটি উক পর্যবেক্ষণ 
ছাড়িয়ে যায়।

ধান্তাত্ত্বিক ব্যবহারের সাথায় ভিত্তিত যদি একাকী প্রতিষ্ঠা পায়, তা হল সঞ্চয়নের 
প্রক্ষলায় এক একটা সময় আসে যখন সামাজিক প্রস্তুতির উৎপাদনশীলতার বিকাশই 
হয়ে থাকে সঞ্চয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরক। অ্যাডাম স্মিথ বলেন, 
“সেই একই কারণটি, প্রস্তুতি মজুর বাড়ায়, ‘ঠক’ ফুর্তি করে, তাই আবার প্রস্তুতির 
উৎপাদনশীলতা ফুর্তি এবং অন্তরপ্রস্তুতি প্রমেয়কে দিয়ে অধিক-প্রস্তুতি কাজ উৎপাদনের 
পক্ষে সহায্য করে।”

তুমির উৎপাদনের মত প্রাকৃতিক অবস্থানী এবং পর্যবেক্ষণ ও বিচিত্র উৎপাদন- 
কারীর রুপসাগর ছাড়াও ( উৎপাদন যন্ত্রের পরিসমাধানের তুলনায় যা প্রকাশ পায় 
বরং তার প্রশস্ত উৎপাদন ), একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুতির উৎপাদনশীলতার মাত্র 
অভিযোগ হয় উৎপাদন-উপায়সমূহের এই আনুকুলিক প্রস্তুতি, যে-পরিমাণটিকে 
একজন প্রস্তুতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একই মাত্র প্রস্তুতি প্রস্তুতির মাধ্যমে 
রূপাংকিত করে উৎপাদন হয়ে। যে-প্রস্তুতি উৎপাদন-উপায়সমূহকে সে এই ভাবে, 
রূপাংকিত করে, তা তার প্রস্তুতির উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তি পায়। কিন্তু ঐ 
উৎপাদন-উপায়গুলি বিশেষ তুমিকা এখন করে। কতকগুলি উপাদিত রূপাংকিত হল 

অবস্থান থেকে তার গৌরাঙ্গের অবস্থায় অংশাপ্রাপ্ত হল।” ( Von Thunen, 
“Der isolierte Staat”, Part ii, Section ii Rostock, 1863 pp. 5,6 ) এটা 
থুনেনের শুরু যে তিনি এই পর্যায় জিজ্ঞাসা করেছেন। তার উত্তরটা কিন্তু একেবারেই 
বাল্যবিশ্বাস হলো।
শ্রমের বর্ধিতু উপাদানশীলতার ফল এবং বাক্সচরির বৃদ্ধি হল তার জন্মতম শর্ত। দ্বারকা: মানুষকের লাভ-বিতারণের সঙ্গে এবং মেশিনারি বার্বাররের সঙ্গে, একই সময়ের মধ্যে অধিকতর পরিমাণ কৃত্তিমাল সমাপ্তিত হয় এবং সেই কারণে বৃহত্তর পরিমাণ কৃত্তিমাল ও সহায়ক সামগ্রী শ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রমকর্মী শ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রমকর্মী। এটি হল শ্রমের বর্ধিতু উপাদানশীলতার ফল। অন্য দিকে, মেশিনারি, ভারবাদী পদ্ধ, স্থান নারী, জেন-পাইন শাখাদিক সমৃদ্ধি হল শ্রমের বর্ধিতু উপাদানশীলতার একটি শর্ত। বাড়াম হয় যদি কারণেও পরিবেশের অস্তিত্তব মূলধনও এই একই পেইটে পড়ে। কিন্তু শনাখি হোক অব ফলই হোক, উপাদান-উপায়সমূহের সঙ্গে সবার শ্রমের তুলনায়, নিঃশেষ উপাদানের ক্রমবর্ধন আর কিনা হচ্ছে শ্রমের ক্রমবর্ধন উপাদান-
শীলতার অল্পতম অভিযুক্ত। তবেরাং শ্রমের উপাদানশীলতার বৃদ্ধি আশ্রয় করে, তা যে পরিমাণ উপাদান-উপায়কে গৃহীত করে, তার অনুপাতে শ্রমের পরিমাণ হাসপাত্রির মধ্যে কিংবা বিবিধ উপাদানের তুলনায় বিবিধ উপাদানের হাসপাত্রির মধ্যে।

মূলধনের প্রযুক্তিগত গঠনে এই পরিবর্তন, যে শ্রম-শক্তি উপাদানের উপাদানসমূহের সমৃদ্ধি কে জীবন করে তোলে তার তুলনায় নিঃশেষ উপাদান-সমৃদ্ধি তা আর প্রতিকুল হয় তার মূলধনের যারা অস্তিত্তব উপাদানের বিনিয়োগের তার বিশ-শিয়ালাটির বৃদ্ধি সাধন করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, শুরুতে একটি মূলধনের শক্তিতে ৫০ ভাগ বিনিয়োগ করা হল উপাদান-উপায়ের বাবদে এবং বাকি ৫০ ভাগ শ্রম-শক্তির বাবদে; রবিন্দ্র কানিজ। শ্রমের উপাদানশীলতার বিকাশের বাবদে উপাদান-উপায়ের বাবদে বিনিয়োজিত হল শতকরা ৫০ ভাগ এবং শ্রম-শক্তি বাবদে ২০ ভাগ; এবং এই তাবেই চলতে থাকল। অস্তিত্তব মূলধনের অহুপাতে বিশ-শিয়ালাটির মূলধনের ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি-প্রাপ্তির এই নিয়মটি পদার্থবাদির দাবীর তুলনায় মূলধনের যুগের যথার্থ মাত্র দাবী করার কিংবা একটি মূলধনের বিভিন্ন দেশের যুগেই তুলনায় করা বলা যায়।

দ্বারকা: শ্রমের তুলনায় অন্ধকার অর্থ নৈতিক যুগের মূলধনে তুলনায় করি কিংবা একটি মূলধনের যুগে বিভিন্ন দেশের মূলধনে তুলনা করি না কেন।

দাবীর দ্বারা উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান কেবল উপাদান-উপায়সমূহের মূলধন, তথা পরিভাষার মূলধনের বিশ-শিয়ালাটির মূলধন, প্রতিনিয়ন্ত্র করে এবং অন্য অথবা মন্ত্র প্রাপ্তকর করে (মূলধনের অর্থ অর্থ)। সন্ধিনী বিভ্রমের সঙ্গে এখন উপাদানের অপেক্ষাকৃত আয়নটি যেখানে গ্রাহ্য অন্ধকারে সম্পর্কিত, অপর উপাদানটির অপেক্ষাকৃত আয়নটি সেখানে বিপরীত অন্ধকারে সম্পর্কিত।

যাই হোক, মূলধনের বিশ-শিয়ালাটির তুলনায় অস্তিত্তব অগ্রসারের এই হাসপাত্রি, কিংবা মূলধনের এই পরিবর্তিত মূলা-গঠন তার বিভ্রম উপাদানসমূহের দেশে পরিবর্তন ঘটে, কেবল তাই প্রাকাশ করে। দ্বারকা: হিসাবে বলা যায়, হৃদ-কলে বিনিয়োজিত মূলধন-মূলা ধির আজ হয় তুলনায় অর্থ ও অথবা অর্থ, তা হলে আঁধারে। শাদকের গোড়ায় বিন্যাস থেকে, তা ছিল পরিবর্তনের অথবা অর্থ; অন্য দিকে, একটি নিদর্শ পরিমাণ হৃদ-কলে

ক্যাপিটাল (২৪)–২৩
চর্চা বিভাগে দেখানো হয়েছিল, কিভাবে সামাজিক শ্রেনির বিকাশের পূর্বমুখী হল উৎপাদনের সমাজের অবদান, জিনিসপত্র এই পূর্বমুখীর অংশের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় শ্রেনি বিভাগ ও মূল্যের বৃদ্ধি। এই প্রাক্তন মূল্যের বৃদ্ধিতে সামাজিক তথ্য উৎপাদন এবং উৎপাদনের বাস্তবের কোনো করণ। কিভাবে শ্রেনীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, যেমন দেশের উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য, ত্রিনিদো তে এতেন্ত্য ও অন্যান্য অংশকে সম্পর্কিত করতে পারে। উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিষিদ্ধে বাণিজ্য সম্পর্কিত করতে পারে। একরকম শ্রেনি সংখ্যার বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য, ত্রিনিদো তে এতেন্ত্য ও অন্যান্য অংশকে সম্পর্কিত করতে পারে। উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিষিদ্ধে বাণিজ্য সম্পর্কিত করতে পারে।
পশ্চিম উপমানকারীদের হাতে কিছু পরিমাণ মূলধনের সঞ্চয় ধনতাত্ত্বিক উপাদান
পদ্ধতির অস্বীকারী পূর্বাঞ্চল। অতএব, আমাদের ধরে নিতে হয়েছিল যে, এই সঞ্চয়
সংগঠিত হয় হস্তশিল্প থেকে ধনতাত্ত্বিক শিল্পে অভিক্রমণের কাছে। একে বলা যেতে
পারে আদিম সঞ্চয়, কেননা এটা যথাযথ ধনতাত্ত্বিক উপাদানের ঐতিহাসিক পরিচিতি
নয়, ঐতিহাসিক ভিত্তি। যাই এই আদিম সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে ঘটেছিল, যা
আমাদের এখনো অনুশোচনা করার প্রয়োজন নেই। আপাতত, এই উপাদানের যথাযথত
চাও হল সুচনা-বিদুর। কিংবা সামাজিক উপাদান-ক্ষমতা রুদ্ধতার জন্য এই ভিত্তির
উপর বিকাশ সমাপ্তির কারণ পদ্ধতির আবার একটি সময়ে উত্তর-মূলধনের বা উত্তর-
রুদ্ধতায় বর্ণ উপাদানের পদ্ধতি, যা আবার সঞ্চয়ের সংগঠনী উপাদান। হত্তরাং
সেগুলি একই সঙ্গে মূলধন কর্তৃক মূলধনের উপাদান, অথবা তার হর্জিত সঞ্চয়ের
padhati। উত্তর-মূলধনের কমলগত মূলধনে পূর্বাঞ্চলের এক্ষেত্রে আমাদের করা হয়
মূলধনটির ক্রম-বর্ধনের আয়তনের অনুসারে, যেটি প্রবেশ করে উপাদানের প্রক্রিয়াটির
মধ্যে। এটাই আবার হল উপাদানের সম্প্রসারিত আয়তনের সংগঠন সবের উপাদানকে
বিশিষ্ট বৃদ্ধি-সাধনের একটি উত্তর-মূলধনের হর্জিত উপাদানের ভিত্তি। অতএব, মূলধনের
kিয় মাধ্যমে সঞ্চয়ের যদি যথাযথ ধনতাত্ত্বিক উপাদান-পদ্ধতির একটি শক্তি হিসাবে দেখা
যে তা, তা হলে এই বিতৃতীয় আবার বিপুলত তাবে ঘটায় মূলধনের স্বরাজিত সঞ্চয়
হত্তরাং মূলধনের সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে যথাযথ ধনতাত্ত্বিক উপাদান-
padhati এবং ধনতাত্ত্বিক উপাদান-পদ্ধতির সঙ্গে বিকাশ লাভ করে মূলধনের সঞ্চয়
এই দুটি অত্যন্ত উত্তর-মূলধন, পরস্পর পরস্পরকে নে প্রেরণ। সঞ্চয়ের করে সেই
প্রেরণের মীম অনুপাতে, সংঘটিত করে মূলধনের গঠনে সেই দ্রুত উন্নয়ন পরিবর্তন,
যার ফলে স্বর্গ অর্থের সঙ্গে তুলনায় অন্তর্গত রূপের কথাই কৃত্ত থেকে ক্ষুদ্রতর হয়।

toতো বাংলিগত মূলধনই হল উপাদান-উপাদানের একটি কৃত্তর বা ক্ষুদ্রতর
ক্ষেত্রভূত, যার আধিপত্য রয়েছে সিটসমাজী কৃত্তর বা ক্ষুদ্রতর অমায়াদিনী।
toতো সঞ্চয়ের কাছ করে নোতন সঞ্চয়ের উপাদান হিসাবে। মূলধন হিসাবে কাজ
করে এমন সময়ের পরিসম্পর্কের মধ্যে সঙ্গে, সঞ্চয় বাংলিগত ধনিকদের হাতে
সেই সম্পদের ক্ষেত্রভূতের বৃদ্ধি ঘটায় এবং এই তাবে রুদ্ধতার উপাদানের এবং
ধনতাত্ত্বিক বিশেষ পদ্ধতিগুলির ভিত্তিতে প্রসারিত করে। এর মূল্য বাংলিগত
মূলধনের সমর্পিত ভাবে। সামাজিক মূলধনের সমর্পিত ভাবে। বাংলিগত মূলধনের
যদি অনুরুপভাবে তাকে, তা হলে বাংলিগত মূলধনসমূহ, এবং তাদের অর্থ উপাদানের
উপাদানের ক্ষেত্রভূত, এমন অনুপাতে রুদ্ধ পায় যে-অনুপাতে তারা নোট
সামাজিক মূলধনের অঙ্কুত্তর অর্থ রচনা করে। একটি সময়ে প্রাবন্ধিক মূলধন-
সমূহের কিছু কিছু অর্থ নিজেদেরকে বিলুপ্ত করে নেয় এবং নোতন নোতন
ক্ষুদ্র মূলধন হিসাবে কাজ করে। অন্তর্গত কাজ চান্দাও, ধনিক-পরিবারগুলির মধ্যে
সম্মতি-বিভাজনও এই ব্যাপারে একটি বুঝা ভুক্তিকা গুরুত্ব করে থাকে। হত্তরাং
মূলধনের সংরক্ষণের সঙ্গে ধনিকদের সংখ্যাও অধিকতর বা অল্পতর মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। সংখ্যার থেকে প্রত্যক্ষ তার উত্তর, কিংবা বরং, সংখ্যার সঙ্গে অভির্ভাব, এই জাতীয় কেন্দ্রীভূত হটি বিশেষত দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমতঃ, বাকি সর্বক্ষণ অপরিবর্তিত থাকে, ব্যাটিগ ধনিকদের হাতে সামাজিক উৎপাদন-উপায়সমূহের কম-বর্ধনায় কেন্দ্রীভূত সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধির মাত্রা দ্বারা নীমিত। বিশেষতঃ, উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি বিশেষ কেন্দ্রে নির্ভরতাতে সামাজিক মূলধনের অংশটি অনেক ধনিকের মধ্যে বিভক্ত, যারা পরিপূর্ণ-প্রতিযোগী বস্তু পদ্ধতিগত সম্পদকারী হিসাবে পরিপূর্ণের মূলধনের হ্রাস। স্তরাং সংখ্যার এবং তার সহায়ী কেন্দ্রীভূত কেবল বিভিন্ন বিদ্যুতিত বিভিন্ন নয়, উপরস্থ প্রত্যেক কর্মসূচি মূলধনের আর্থিক ব্যাঘ্রণ নোটন না হয় মূলধন গঠন এবং পুনরায় মূলধনগুলির উপ-বিভাগ এর দ্বারা।

স্তরাং, সংখ্যার নিজস্বের উপস্থাপিত করে, এক দিকে, উৎপাদনের উপায়সমূহের, এবং অন্য দিকে অর্থনীতির, ক্রম-বর্ধনায় কেন্দ্রীভূত হিসাবে; অন্য দিকে, বৃদ্ধির মূলধনের পরিপূর্ণের থেকে বিভিন্নতার হিসাবে।

কর্মস্থল ব্যাক্তিত্ব মূলধনের মোট সামাজিক মূলধনের এই বিভাজন কিংবা, তার শ্রমশুলির পরিপূর্ণ থেকে বিকরণ প্রতিভার হয় তাদের আকর্ষণ দ্বারা। এই সূচনার উৎপাদনের উপায়সমূহের এবং অন্যদের উপরে কল্পনার এই সরল কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত

মূলধনসমূহের এই কেন্দ্রীভূতের, কিংবা মূলধন কর্তৃক মূলধনের আকর্ষণের, নির্যাপনী বিশেষের অবকাশ থেকে নেই। কেবল তথ্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথার্থ হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার যুগের মেয়াদ, হয় পণ্যাবাদের দাম সন্ত্যাগ করে।

মূলধনসমূহের এই কেন্দ্রীভূতের, কিংবা মূলধন কর্তৃক মূলধনের আকর্ষণের, নির্যাপনী বিশেষের অবকাশ থেকে নেই। কেবল তথ্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথার্থ হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার যুগের মেয়াদ, হয় পণ্যাবাদের দাম সন্ত্যাগ করে।

পণ্যাবাদের দাম সন্ত্যাগ করার ব্যাপারটি আর্থিক নির্ভরতার কেন্দ্রীভূত করে, caeteris paribus, অন্যের উৎপাদনশীলতার উপরে। এবং সেটা আর্থিক নির্ভর করে উৎপাদনের আগমনের উপরে।

স্তরাং বড় বড় মূলধনের হাতে ছোট ছোট মূলধন মার খায়। আরে মনে রাখা দরকার যে, ধরনগুলিকে উৎপাদন-পণ্যাবাদ বিষয়ক কেন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে, বাহ্যিক অন্যতম বাস্তু-পরিচালনায় যে এক্সটরিয় ব্যাক্তিত্ব মূলধনের মূলনোত্তর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

স্তরাং ছোট ছোট মূলধনগুলি সেই সব উৎপাদন-কেন্দ্রে ভিত্তি করে, যেগুলিতে
বাণিজ্যিক শিল্প কেবল বিকিউল তা঑ বা অস্পৃশ্য ভাবে অধিকার বিক্রির করতে।
এখানে প্রতিমোগান্ত, বিশেষ যুগফলগত সংখ্যার সঙ্গে প্রাক্তার অনুপাতে এক শেষভাগ আয়তনের সঙ্গে বিক্রীরত অন্যতে, আর্থিক কারণে।
এই প্রতিমোগান্ত সব সময়ই দেয় করা সূচনা সূচনার সঙ্গে, যাদের যুগফল অন্যতে চলে যায় তাদের বিক্রীতের হাটে, অংশত: অস্তিত্ব হয় যায়।
এ ছাড়াও, ধনতাত্ত্বিক উপাদানের সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত-ধ্রুব ব্যবসায (‘ক্রেডিট-সিস্টেম’-এর) অবিরত ঘটে, যা তার প্রথম দিককার পর্যায়গুলিতে চেরো মত চুপিতাড়ে প্রবেশ করে সংস্থার একজন সামাজিক সহকারী হিসাবে এবং বাণিজ্য বা সমিতিবদ্ধ ধনিকদের হাতে অদৃশ্য হনোরে তাহে এনে দেয় গোপা। সমাজ তাড় ছড়িয়ে থাকে। ছোট বা বড় পরিমাণের অর্থ-সম্পদকে। কিন্তু প্রতিমোগান্ত যুদ্ধে তা অদৃশ্য হতে গিয়ে এক নোতুষ্ট ও সামাজিক হিসাবে এবং সমস্ত বৃদ্ধির হবে যুগফল কেন্দ্রাকরণের একটি বিশেষ সামাজিক ঘটে।

ধনতাত্ত্বিক উপাদান ও সংস্থার বিকাশের সঙ্গে সম-অনুপাতে বিক্রির হয় এবং স্বাধীনতা প্রতিমোগান্ত ও ঋণ-ব্যবস্থা.

এই সময় সংস্থার ক্রমগত কেন্দ্রীয় প্রতি ক্রমান্তরিক সমাজের বাণিজ্য ব্যবস্থার সমাজের বাণিজ্য ব্যবস্থা। অর্থ বাণিজ্য যুগফল সমূহকে বিক্রির করে, যখন ধনতাত্ত্বিক উপাদানের সম্পদের কোনো ক্ষেত্রে কিছু হস্তি করে সামাজিক অর্থ এবং অন্য হস্তি করে এই সব হস্তি বিক্রী শিল্পোচ্ছন্নের গোয়ান্তির প্রয়োজন, যে শিল্পোচ্ছন্নের সকল সম্পদের কাজ অবহেল হয় যুগফলের পূর্বতন কেন্দ্রীয় ভবন।

হুতারুন অর্থ অক্ষরের শক্তি, বাণিজ্য যুগফলগুলি একটি জায়গায় তৈরি হতে অনুরূপ বিক্রী এবং কেন্দ্রীয় ভবনের প্রবণতা যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি।

কিন্তু কেন্দ্রীয় ভবনের অভিমুখে গতিশীলতার প্রতিকর্তা আলাদা ও প্রবলতা যদি ভিত্তি মাদায় নির্ভর হয় ধনতাত্ত্বিক সম্পদের অর্থ এবং ইতিমধ্যে অহিংস অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে হয়, তা হলে কেন্দ্রীয় ভবনের অগ্রগতি কেন্দ্রীয় সামাজিক যুগফলের একই সামাজিক সরকারের উপর নির্ভর করে না।

এবং এটাই হয় কেন্দ্রীয় ভবন এবং সংস্থায় ভবনের মধ্যে স্বষ্টিগত পার্থক্য। সংস্থায় ভবন হল সম্প্রসারিত আর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নামাজের মাত্র।

সমূহে উপস্থিত যুগফলগুলি বস্তু কেবলমাত্র পরিবর্তন থেকেই, সামাজিক যুগফলের গঠনকারী অর্থমূল্যের পরিবর্তন সংগ্রহে নিষ্ঠুর রহস্যবলক থেকেই কেন্দ্রীয় ভবনের উদ্দেশ্য ঘটতে পারে।

এখানে একটি মাত্র হতে যুগফল বিক্রী শিল্পোচ্ছন্ন সমন্বিতে পৃথিবীতে পৃথিবীতে হতে পারে, কেননা তাদের স্বাধীন হয়ে একে অনেক হাত থাকে।

* এখানে (“যা তার প্রথম দিককার পর্যায়গুলি” থেকে ৫৭৯ পৃষ্ঠা “অনাপেক্ষিক স্বাধীন পরিসমুদ্র রূপতন” পর্যবেক্ষণ) ইংরেজী পাঠাংশটিকে চুনু কর্মীর সামন্তর সঙ্গে সমাজতন বলত হতে হয়েছে।—ইং সং সশ্রাক্ক।
ক্যাপিটাল

৩৫৮

সমস্ত বাতিগত মূলধনগুলি একটিমাত্র মূলধনের পর্যবসিত হয়। ১ একটি নিদর্শি সামগ্রি এই মাত্রাটিকে উপনীত হওয়ায় কেবল তখনি, যখন সমগ্র সামাজিক মূলধন একাধিক্ত হয় একেকমাত্র ধরনের হাত কিংবা একটিমাত্র ধরনগুলির প্রতিটি সামগ্রির হাতে।

শিল্প-ধনিকদের তাদের কর্মপরিচ্ছেদে বিগত সাধনে সক্ষম করে, কেন্দ্রীভূত সংগ্রহের কাজটির সম্পূর্ণ করে। কর্ম-পরিচয় এই বিষয়ের সাধন সংগ্রহের বা কেন্দ্রীভূত পরিপঠিত হোক বা না হোক, কেন্দ্রীভূত বলপূর্বক অধিকাংশ বিষয়ের প্রতিটি প্রতিক্ষার মাধ্যমেই সমাপ্তিত হোক—সে ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলধন অতিমাত্র মূলধনের পক্ষে এমন আকর্ষণের অধিকেত্র হয়ে ওঠে যে, তারা দাঁড়াইয়ে মূলধনগুলি নিজ নিজ সংগঠনকে চূর্ণ-বিচ্ছিন্ন করে সেই খাওয়া ও আয়নার মধ্যে অকর্ম করে নেয়—কিন্তু ইতিমধ্যে গঠিত বা গঠন-প্রতিক্ষায় নিরুপতি কতগুলি মূলধনের একাদশ মৌখ মূলধনের প্রতিক্ষার সংগ্রহস্তের শক্তি প্রতিক্ষার মাধ্যমেই সমাপ্তিত হোক—অথ নৈতিক ফলকায় কিন্তু হয় একই প্রকার। সবকিছ শিল্প-প্রতিক্ষার সমৃদ্ধির বহিষ্কার আকর্ষণ হল—সামাজিক ভাবে সংযোজিত ও ধীরকাহিন ভাবে অভিজ্ঞ বিবিধ উৎপাদন-প্রতিক্ষার কল্পনায় শিল্প-সৃষ্টির মৌখ কাজের আরে। যৌথ সংগঠনের জন্ম, তাদের বস্তুত সংগঠন পরিপ্রেক্ষাপটে আরে। ব্যাপক বিকাশ সাধনের জন্ম—ভাবান্তরে, চিনাচিনাটি প্রথাধারিতের পরিপ্রেক্ষিত বিবিধ উৎপাদন-প্রতিক্ষাগুলির মধ্যর্থমান হারে অল্পাপ্ত সাধনের জন্ম—চূড়া-বিচ্ছিন্ন।

কিছু সংগ্রহ, বুদ্ধিকাও তাদের ক্ষুদ্রকার ( সারগার) বা অভিজ্ঞতার কালে পুনরুদ্ধারের দ্বারা মূলধনের সমঝিত বর্ণন, সংকলনীয় কেন্দ্রীভূতের তুলনায় খুবই মহৎ প্রতিক্ষার। কেন্দ্রীভূতকে যা করতে হয়, তা হল কেবল সামাজিক মূলধনের গঠনকারী অংশসমূহের পরিমাপাত্মক সমূহসমূহের পরিবতন সাধন।

পৃথিবীতে আঁশো রেলপথ হত না, যদি তাকে প্রাতন্ত্র করতে হত কেবল কয়েকটি ব্যবিধায় মূলধন একটি রেলপথ নিজস্ব পক্ষে পথাপন পরিচালনা উপায়াত হয়ে, সেই নিন্দার হয়। কেন্দ্রীভূত কিছু মৌখ-মূলধনী প্রতিক্ষার মাধ্যমে এক নিমিন্তেই তা করে ফেলন। এবং কেন্দ্রীভূতের যখন এইভাবে সংগ্রহের ফলাফলে ঘনীভূত ও সম্প্রসারিত করে, তা আবার সেই সদে মূলধনের মূলধনি গঠন-প্রতিক্ষায় সেই সব বিকল্পকে সংরক্ষিত ও তরানিত করে, যেগুলো তার অধিক অংশের বিন্যস্তি স্বত্র অংশের বৃদ্ধি সাধন করে এবং এই ভাবে আত্মা আণুভূমিক চাহিদার হাস সাধন করে।

১: [ ৪ম সংস্করণে আর্মর শুাহঃ শিশুর কোন বিশেষ শাখায় অস্ত পক্ষে সবকিছু লুঙ্গায়ন প্রতিক্ষায়কে কার্যত একচেট। তুলনাতেও একটি অভিজ্ঞ মৌখ-মূলধনী কোম্পানীতে ঐক্যবদ্ধ করে সংবাদ-প্রতিক্ষার ইন্টেজ ও মাত্রন “একোরা”গুলি ইতিমধ্যেই এই লক্ষায়নে চাপা হয়েছে।—এফ. একোরা।]
কেন্দ্রীভূত কল্যাণে রাত্রিতে একটি বৃত্ত তাল তাল মূলধন অঞ্চল মূলধনের মতই পুনৰ্পাদন ও পরিবর্তন করে, কিন্তু তা করে আরে। কিপ্রবেগ এবং এই তালের পরিণত হয় সামাজিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আরে। শক্তিশালী অন্যপ্রেরণে। সুতরাং, আজকের দিনে তখন আমরা সামাজিক সংঘর্ষের কথা বলি, তখন আমরা বিনা বাক্য বলে তার মুখে ধরে নিই কেন্দ্রীভূত কল্যাণের ফলাফলকেও।

সংঘর্ষের ঘটানীর প্রক্রিয়া গঠিত অতিরিক্ত মূলধনসমূহ (চূড়ান্ত অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ রহস্য) কাজ করে বিশেষভাবে নোতুন নোতুন উদ্ভাবন ও অবিশ্বাস্য এবং সাধারণ তার শিল্পকৌশল মজা গ্রহণের উপায় হিসাবে। কিন্তু যখন যা পুরোনো মূলধনের আদালতে পুনর্বাকরণ মুক্তিতে পৌঁছে যায়, তখন তা তার জীবন চর্চা পরিহার করে অভাবের মত নোতুন জমী পরিহার করে স্বল্পক্ষে প্রযুক্তিগত আংশে—যে-আংশে অর্থ একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থার হবে মোটামুটি ক্ষী-মালের একটি বৃহত্তর সংস্থাগত করে তুলতে। এই পুনর্বাকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধনসমূহ কেন্দ্রীভূতের কল্যাণে যত উল্লেখযোগ্য একত্রে পূর্ণতাত্ত্বিক হবে, ততই অর্থের চাহিদায় এক অনাপেক্ষিক ঘাস প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হবে।

অতএব, এক দিকে, সংঘর্ষের গতিপথে গঠিত অতিরিক্ত মূলধন তার আয়তনের অনুপাতে আরে, আরে। অন্য সংস্থায় অর্থের আয়তন করে। অন্যদিকে, গঠন-বিধানে পরিবর্তন-সহ সার্বক্লাসীয় তার পুনর্পাদনের পুরনোয় তার পূর্ব-নিয়োগ অর্থের আরে। অথচ সাধারণের প্রতিসাধন করে।

তৃতীয় পার্থক্য

একটি অনাপেক্ষিক উধৃত-জনসংঘাত, বা সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনীর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন।

অমর! দেখেছি, মূলধনের সংকল্পনা, যদিও তা স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তার পরিমাণগত সম্প্রসারণ বলে, তবে তা সংস্থাতে হয় তার গঠন-বিধানে ক্রমবর্ধমান সামাজিক তার পরিবর্তনের প্রভাবে, তার অষ্টাদশ উপাদানের বিনিময়ে দ্বিতীয় উপাদানে নির্দিষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্তির প্রভাবে।

১. তৃতীয় জার্মান সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ: মার্কের ‘কর্মকর্তা’ এখানে পৃষ্ঠা-পাতে
উৎপাদনের স্বনিষ্ঠ ধনতাত্ত্বিক পদ্ধতি, অন্যের উৎপাদন-ক্ষমতার জমজমায়ী বিকাশ এবং মূলধনের আক্ষমিক গঠনে তজ্জন্তিত পরিবর্তন কেবল সম্পদের অগ্রগতির সক্ষেত্রে, বা সামাজিক সম্পদের সংস্কৃতির সক্ষেত্রেই সংক্ষেপ রক্ষা করে না। সেগুলি বিকশিত হয় চেয়ে বেশি ক্ষ্যাতিহীন হয়ে, কেননা কেবল সম্পদ, তথা সামাজিক মূলধনের অনাপেক্ষিক সংস্কৃতির সক্ষেত্রে চল ব্যাকরণ মূলধনমূল্যের কেন্দ্রীভূত, যা দিয়ে গঠিত হয় মোট মূলধনটি। এবং কেননা অর্থনীতি মূলধনের প্রায়োজিত গঠনে পরিবর্তনের সক্ষেত্রে হাত দিয়ে চলে প্রাক্তনমূলধনের প্রায়োজিত হয়ে স্থতরাং সম্পদের অগ্রগতির সক্ষেত্রেই সক্ষেত্র আছি মূলধনের অগ্রগতি পরিবর্তিত হয়।

যদি তা গোড়া থাকে। ১ : ১, তা হলে তা পূর্বতন পরিষেবা হয় ২ : ১, ৩ : ১, ৪ : ২, ৫ : ১, ৬ : ১ ইত্যাদিতে। যথাক্রমে, মূলধন যখন বৃদ্ধ পায়। তখন তার মোট মূলধন ৩০ দেরিতে চলে যায়, এবং দেরিতে ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে, এবং অর্থের ৭, ৮, ৯, ১০ রূপান্তরিত হয় উৎপাদনের উপরে। যেহেতু অমর চাহিদা মূলধনের সম্পর্কে পরিমানের গায়ের নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত হয় কেবল তার অস্ত্রিত অংশের দ্বারা, সেই হেতু সেই চাহিদা মোট মূলধন বৃদ্ধি পাবার সহযোগ সঙ্গে সঙ্গে, সেই অন্ত্রিত বৃদ্ধি পাইবার পরিবর্তে, আংরা যা ধরে নেওয়া হয়েছিল, কম-বর্ধমান হারে হাস পায়। মোট মূলধনের আয়তন বাড়াবার সচেত্ন এই চাহিদা। সেই আয়তনের অন্তর্গত আপেক্ষিক ভাবে কম যায়—এবং কম যায় সর্বাধিক হয়। মোট মূলধনের বৃদ্ধি ঘটল তার অস্ত্রিত অংশের বা তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রমেরও বৃদ্ধি ঘটে—কিন্তু সেই বৃদ্ধি ঘটে নির্দিষ্ট শ্রমধাম হয়।

মধ্যবর্তী বিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ, যখন সম্পদ কাজ করে একটি নির্দিষ্ট প্রধান ভিত্তির উপরে উৎপাদনের সরল সম্পর্কের হিসাবে—সেই বিরতিগত ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত। এটি কেবল এই কথা বলে, মোট মূলধনের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কম-বর্ধমান হারে ব্যবহার সম্পর্ক—আক্ষমিত হয় অতিরিক্ত সাধারণ অধিকার দেহের নির্দেশের জন্য কিংবা, এমন কি, পূর্বের মূলধনের নির্দিষ্ট রূপান্তর-সাধারণের প্রয়োজনে উপস্থিত কর্মকর্তা অধিকারে কাজে বহুল রাখার জন্য। এই কম-বর্ধমান সম্পদ ও কেন্দ্রীভূতপূর্বতেই আপার পরিষেবা হয় মূলধনের গঠন-বিভাগে নেওয়ার প্রকল্প নিয়ে পরিবর্তন, মূলধনের প্রতি অংশের তুলনায় অস্ত্রিত অংশের আরে। ব্যবহার হরতাল-গ্রাম্য উৎস- হরতাল। মূলধনের আরের অংশের এই ব্যবহার আপেক্ষিক হাস-গ্রাম্য, যা ঘটে থাকে মোট মূলধনের ব্যবহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির সহায়তা এবং ঘটে থাকে এই বৃদ্ধি প্রাপ্তির চেয়ে

('মার্কিন'-এ) এই টাকাটি রয়েছে: “পরে বিশ্ব আলোচনায় যায় এখানে ‘নোট' বললে। যদি এই সম্পর্কের হয় কেবল পরিবর্তনে, তা হলে একটি শিক্ষায় বৃদ্ধি করে। তুলনামূল্যের জন্য মূলধন হয় অগ্রম-প্রস্তর মূলধনের আয়তনের অন্তর্গত। যদি পরিবর্তনের সম্পর্কে পরিবর্তন আসবে সত্ত্বতে করে, তা হলে একটি বৃদ্ধি মূলধনের উপর মূলধন হয় যুগপৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।”—এফ. এক্সলস
একটি অনাপেক্ষিক উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান উৎপাদন

জনতার গতিতে, তা অন্য মোক্ষ হারান করে একটি বিপরীত প্রক্রিয়া—অক্ষোদ্ধ জনসংখ্যার বর্ধন। একটি অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার রূপে, এতে একটি বৃদ্ধি যা সব সময়ই ঘটে। অগ্রগণ্য মুলদরের বা, কর্ম-নিযুক্তির উপর সমস্যাহীন বৃদ্ধির চেয়ে জনতার গতিতে।

কিন্তু তাকে পক্ষ, ধরনাবলী সজ্জন নিজেই নিজেদের উত্তর করে—তার নিজের শক্তি ও মাঝঠার প্রক্রিয়া অন্তঃপাতে—একটি অপ্রতিক্ষিত ভাবে অগ্রনী অর্থনীতি জনসংখ্যা, অথবা, মুলদরের অন্তর্গত গড় প্রোলাইফ সাধারণের জন্য জনসংখ্যার সাধারণ অবস্থাক, তার চেয়ে বিপুলতর জনসংখ্যা, অথবা, একটি উদ্ভূত জনসংখ্যা।

সামাজিক যুগলাদের তার সহায়তায় বিচরণ করার কথা যার জন্য, তার সমন্দরের গতিশীলতা। এখন দুটির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন—যা তাকে প্রভাবিত করে সমগ্র ভাব, এখন ছড়িয়ে দেয় এটি সমগ্র ভাবের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর।

কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সরল কেবলভাবে ফল যেমন মুলদরের গঠন পরিবর্তন ঘটে তার অনাপেক্ষিক আকারে কোন বৃদ্ধি ব্যতীতেকেই: কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুলদরের অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি সংখ্যার থাকে তার অস্থায়ী উপাদানের অনাপেক্ষিক বা, তার মধ্যে বিভিন্ন অবশ্যই, তার সেখানে; আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুলদর তার নিষিদ্ধ প্রযুক্তি ভিত্তির উপরে কিছুকলার অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই বৃদ্ধির অনুসারে অর্থ-শক্তি কে আক্ষর করতে থাকে, যখন অন্যান্য সময়ে তা আক্ষরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এবং তার অস্থায়ী উপাদানটি হারা সাধারণ করে; সমস্ত ক্ষেত্রেই মুলদরের অস্থায়ী অংশটির বৃদ্ধি এবং, প্রতিক্রিয়াই, তার হারা। কর্ম-নিযুক্তি অর্থনীতি-সাধারণ বৃদ্ধি সব সময়ই সংযুক্ত থাকে এই উভয় পূর্বক পূর্বক উন্নতি ও উদ্ভূত জনসংখ্যার অস্থায়ী উপাদানের সঙ্গে—তা সে কর্মনিযুক্তি অর্থনীতির প্রতিক্রিয়ার অর্থনীতি একটি পূর্বক ধারণ করে, কিন্তু বিভিন্ন গতিশীলতার পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনীতি অর্থনীতি-সাধারণের অস্থায়ী একটি পূর্বক ধারণ করে; এই পূর্বক অপেক্ষাকৃত ভিত্তিক, তবে অবস্থান নয়।

1. ইংল্যান্ড ও আরেকের অর্থনীতি থেকে জানা যায়: কৃতির নিযুক্ত
মৌট লোকসংখ্যা (আজিরার, রুশিজাতিক, মালি, রাজাতি ইত্যাদি সমিতি): ১৮৫১—
২০,১১৫৭; ১৮৬১—১২,২৪১২; ১৮৭১—৪৭,৩৩২। হার সংখ্যা ১৮৫১—
২০১২১৪; বাক্য: ১৮৬১—৩২,২২২; সম্পূর্ণ যুগ: ১৮৫১—২১,২১২৪; ১৮৬১—
১৫,৬৭৮। ক্যালকুরোলোর: ১৮৫১—১২,২৫৮; ১৮৬১—১১,৫৬৫। সামাজিক
বৃদ্ধি এবং এই শিল্পের বিপুল বিত্তের পরিপূর্ণতে নিয়ূক্ত অর্থনীতি অর্থনীতি
কে আরো দান। তুলি-বৈঠ: ১৮৫১—১২,২৫২; ১৮৬১—১৩,১৪৪; খন্ডের
তুলি ও বিপুলসময়: ১৮৫১—২০,৩৩৩; ১৮৬১—১৭,২৭৭; সারা-সর। তৈরি: ১৮৫১—
১০,৩৩৩; ১৮৬১—১০,৩৭৭। মৌমাছি—১৮৫১—৪,২৭২; ১৮৬১—
৪,২৮৬। এই হারের প্রধান কারণ গায়ের হাত। চিত্রন তৈরি: ১৮৫১—
২,৫১৮; ১৮৬১—১,৩৭৮। কর্তৃক: ১৮৫১—
৩,৫৫২; ১৮৬১—৩,৩৪২।
উপন্যাসটি কর্তৃক সামাজিক মূলধনের অযাতন এবং তার বুদ্ধিপ্রাপ্তির মাত্রার সঙ্গে, উৎপাদনের অযাতনের সম্প্রসারণ এবং অভিমান সমষ্টিতে গতি-সংক্রান্ত সঙ্গে, তাদের আমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে, সম্প্রদায়ের সমস্ত উৎসের বৃহত্তর প্রসার ও পূর্বতন সঙ্গে, যা-অযাতন মূলধন-বৌদ্ধিক অভিমানের বৃহত্তর অংশগুলি তাদের বৃহত্তর বিকাশের দ্বারা অনুমোদিত হয়, সেই অযাতনেরও সম্প্রসারণ ঘটে; মূলধনের অভিমান গঠনী, এবং তার পরিবর্তনের রূপে পরিবর্তনের স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়; এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্ম-রূপকৃত মাধ্যম হইছে এই পরিবর্তনের চেষ্টা যুক্ত হয়ে গেছে—কথায়। যুগপৎ, কথায়। বা পরিবর্তনেই। স্তন্ত্রার অভিমান জনসংখ্যা। নিজের উৎপাদিত মূলধনের সংস্করণের সঙ্গে, সেই উপাদানের উপকরণগুলিও উৎপাদন করে, যেহেতু তাকেই পরিবর্তন করে অপেক্ষিক তাদের অপরেশিক বালস্তারী, পরিবর্তে কে একটি অপেক্ষিক উৎ-জন-সংস্থায়—এবং এটি কেছ সময়েই একটি কর্ম-রূপকৃত মাধ্যম।

করাক-কল রূপ পাবার জন্য সমান্তরূপি। পেরেক বৈদ্যি ১৮৫১-১৮৫৪, ১৮৬১-১৮৬৩। মেশিনারির প্রতিমূর্তিতে কল হাস। টিন ও ধাতু কথন ১৮৫১-১৮৫৫, ১৮৬১-১৮৬৫। অতঃ দ্বিতীয় তুলনা কতো ও কাপড় বোনো: ১৮৫১-১৮৫৫, ১৮৬১-১৮৬৫। কল্লী কথন ১৮৫১-১৮৫৫, ১৮৬১-১৮৬৩। ১৮৫১ সালের পর থেকে সাধারণতঃ অভিমান সংখ্যায়। সেখানেই স্বভাবী বেশি বেড়েছে, যেখানে মেশিনারির সেই পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রায় হয়নি।

(ইংল্যান্ড ও আমেরিকার আদমশুমারি, ১৮৬১, টুর্কীয় খণ্ড, লগন ১৮৬৩, পৃষ্ঠা ৩৬)

১. [ চূড়ান্ত সামর্থ্য সংঘটন সংস্থায়: অস্তি মূলধনের অপেক্ষিক অযাতনের ক্ষমতাধর যেহেতু প্রসারিত নিয়ম এবং সমস্ত অভিমানের অবস্থার উপরে সিঁড়ি চিবিয়ে অভাব করিয়ে দেয়। কেউ কেউ অস্তিত্বের পর সিঁড়ি নির্ভর করেছিলেন এ ক্ষেত্রে সমস্ত বৃহত্তর অন্তর্ভুক্ত ছিল জন বাঁচন-এর যদিও তিনি বৃহত্তর সময় প্রথম ও অভিমানি মূলধনের তাল বাঁচনি লোকের কাছে পরিচয় দেন।] তিনি বলেন: 'আমের চিহ্নিত নিষ্ঠা করে আবর্তনশীল মূলধনের বৃদ্ধির উপরে, প্রথম মূলধনের বৃদ্ধির উপরে যায়। যদি এটা সত্য হয় যে, এই উৎস মূলধনের মাধ্যমের অপরাধ সব সময় এবং সব অবস্থায় একই থাকে, তা হলে, সাধারণ পক্ষে, এটাই কেবল যে নিযুক্ত অভিমান সংখ্যা হবে রাষ্ট্রের সমস্ত সঙ্গে অসংগতি। কিছু একটি পরিস্থিতির সমাবেশের কথা হাতিয়া নেই। তারই শিল্প অন্তর্ভুক্ত ও সংস্থায়। এদের যাতার হয়, ততই স্থিতিশীল মূলধন আবর্তনশীল মূলধনের সঙ্গে আরো বেশি অপরাধে সম্পর্কিত হয়। এক উদ্দেশ্যে বিশ্বাসযুক্ত মসলিন উৎপাদন করতে যে পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন নিয়োজিত হয়, তা এক উদ্দেশ্যে অন্যান্ত ভারতীয় মসলিন উৎপাদন করতে নিয়োজিত স্থিতিশীল মূলধনের একের গুলি।]
ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন পদ্ধতির সর্বিষেষ জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিয়মে; এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতি প্রতোকাত বিশেষ ঐতিহাসিক উৎপাদন পদ্ধতিতেই সর্বিষেষ জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিয়মে, যা কেবল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটির সীমার মধ্যেই কর্মকর্তা জনসংখ্যা সংক্রান্ত কোন অপর্কর নিয়ম, কারণ আছে কেবল উৎপাদন ও সবমেয়ের মধ্যে—মূলধন দায়ের সেপোরা হয়ে করে 

কিন্তু স্নাত একটি উদ্দ্বৃত্ত শ্রমভিত্তিতে সংস্থার কিংবা সম্পদ ছাড়া একটি অবস্থান ফল, তা হলে এই উদ্দ্বৃত্ত জনসংখ্যা বিশেষ করে, পরিণত হয় ধনতাত্ত্বিক সংস্থার অবস্থায়, এমনকি ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন পদ্ধতি অভিনবের একটি শতক। এটা গড়ে তোলে একটি ব্যবসায়ী সম্পর্কিত শিল্প-কর্ম-বৈদ্যুতিক, যা এমন ভাবে যুদ্ধনির্মাণ অবকাশ থাকে, যেন যুদ্ধনির্মাণ তাকে নিশ্চিত করতে পারে নিজস্ব প্রস্তুত করা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাণিজ্য মাত্র। নির্দেশে হল, এই উদ্দ্বৃত্ত জনসংখ্যা যুদ্ধনির্মাণ একটি বিশেষ মাত্রাতে প্রবর্তিত হয় উদ্দ্বৃত্ত জনসংখ্যা যুদ্ধনির্মাণ একটি বিশেষ মাত্রাতে প্রবর্তিত হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাণিজ্যের পূর্বে অনুশীলন পূর্বে ভাবে নীতি করা এমন এক সুন্দর প্রচেষ্টার প্রথমে সম্পর্কিত অর্থনীতি যুদ্ধনির্মাণ বিশেষ মাত্রাতে প্রবর্তিত হয়।

থিনিক পায়: কেবল এই কারণে নয় যে কমবেশ যুদ্ধনির্মাণ একটি স্থিতিস্থাপক অংশ মাত্র, সম্পর্কে সেই অনাপেক্ষিক সম্পদ বৃদ্ধির পায়; কেবল এই কারণে নয় যে সর্বপ্রথম বিশেষ গ্রেপ্তার প্রভাবের ব্রাহু এই সম্পর্কে একটি বিশেষ 

কর্মসংখ্যা এক হাজারের গুণ বৃদ্ধি। এবং অর্থনীতি যুদ্ধনির্মাণ অপারেট একটি বাণিজ্যের সংখ্যায় করা। সম্পত্তি সম্পর্কে, স্বীকারি যুদ্ধনির্মাণের সঙ্গে সংযোজিত হয়, শ্রমের চাহিদার কোনো বৃদ্ধি ঘটাবে না। (জন বার্ম্প, "অর্থনীতিতে অন দি সার্কামাট টেলস লঁচ ইনফুলের দি ক্যান্ডিশন অব দি লেবরিং রুলস অফ নোলাইট,') লঁচ ১৮৬৬, পৃষ্ঠা ১৬ ১৭। "এই কারণ, যা দেশের নীল আয় বৃদ্ধি করতে পারে, তাই অস্থায়ী একটি সম্পর্কে জনসংখ্যাএ অশ্রুরোগীর করে ফেলতে এবং সুরিপার্টিকের অশ্রুরোগীত অনন্তর ঘটাতে পারে। (রিকার্ডে, ঐ পৃষ্ঠা ৬৬।) যুদ্ধনির্মাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গে: অর্থনীতি যুদ্ধনির্মাণ হবে কম-স্বাস্থ্যমান হয়ে।' ’ ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫।

অর্থনীতির পরিপূর্ণ অর্থনীতি নিয়োজিত যুদ্ধনির্মাণ পরিসমাপ্ত যুদ্ধনির্মাণের সম্পর্কে বিশেষ পরিসমাপ্ত থেকে নির্দেশের ভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে। যুদ্ধনির্মাণ নিজেই যত প্রচুর হয়, ততই কমসংখ্যার পরিমাণ সুপরিকল্পিত প্রাক্তন নতুন সাধারণ যুদ্ধনির্মাণের সূচ্যতার অনুপাতে নয়। পুনর্বিন্দ এই নিয়ের সূচনায় যুদ্ধনির্মাণে প্রাক্তন বৃদ্ধি সমাপ্তির অগ্রগতির পথে প্রতিষ্ঠাতে অবস্থায় উপরে ফেলেছে আছে। কম কথা প্রতিষ্ঠাতে করে। (র্যামস, ঐ পৃষ্ঠা ৯০-৯১)
ক্যাপিটাল

অশ্ব অত্যন্ত মূলধনের আকারে এক সঙ্গে তুলে দেয় উৎপাদনের প্রায়জন-সাধনে; এটা এই কারণেও রুদ্ধ পায় যে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কার্যক্রম অবস্থান—মেশিনারি, পরিবহন ইত্যাদি—নিজেরাই এখন উন্মুক্ত-উপন্যনস্মৃতি-সমাজের ক্ষিপ্ততম গঠিত উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রূপাঙ্গ সম্পন্ন করে তোলে। সম্মানের অগ্রন্থির কলামে স্ববিপুল তারে বর্ধিত এবং অতিরিক্ত মূলধনের রূপাঙ্গরূপাঙ্গ সামাজিক সম্পদ সমান উন্মুক্ত তারে নিঃসৃতে সততে ঠেলে দেয় উৎপাদনের পূর্বত শাখাগুলির মধ্যে—শেয়ালির বাজার সহায়। প্রারোধ লাভ করে, কিংবা নব-গঠিত শাখাগুলির মধ্যে, যেমন রেলপথ ইত্যাদি—শেয়ালির প্রায়জন উন্মুক্ত হয় পুর্বাগত শাখাগুলির অগ্রতা থেকেই। অভিজ্ঞ ক্ষেত্রের কোন কঠিন না করে, এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে সহায়। বিষাদ বিরাট জনসমষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয় চূড়ান্ত অবস্থায় নিঃসৃতে করা যায়, তার সমস্ত বাধ্যতা অন্যান্ত রাখতে হবে। অতিরিক্ত জনস্থায়। এই সমস্ত জনসমষ্টি সমর্থ করে। আধুনিক শিরোপায় সহায়দিত গনিতে হল—গড় কমেতযুগ, উচ্চ মাত্রায় উৎপাদন, সংকট ও অচলাবস্থার পর্যায়ক্রমের দশ-বন্দুরাষ্টক চরণে (—যা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয় ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ আদলোলের ধার)। এই—গনিতের নির্দেশ করে সংক্ষিপ্ত শিল্প-কর্ম-বাহানির তারা উন্মুক্ত-জনসমষ্টির নির্দর গঠন, রূপন্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশের কর্ম-নিয়োজন, এবং ঐ বাহানির পুনর্গঠনের উপরে। শিল্প-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আবার সংগঠন করে উন্মুক্ত জনসমষ্টি এবং এই ভাবে কাজ করে তার পুনর্গঠনের একটি অভিযুক্ত শক্তিশালী সংগঠনবিদ্যা। আধুনিক শিল্পের এই সংস্থিত গনিতের মানব-ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠার প্রথায় ঘটে, এমনকি, ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের শৈশবেও তা ছিল অসম্ভব।

মূলধনের গঠন-বিনাশে পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু খুবই মহৎ গতিতে। হত্রায় তার সম্পদের সঙ্গে তাঁকে শান্তিতার চাহিদা ও মোটামুটি সঙ্কর্তি দেখে রুদ্ধ পেত। যেহেতু আর। আধুনিক যুগের বুলন্ত সম্পদের অগ্রতা ছিল মহৎ, যেহেতু তা শোষণযোগ্য অর্থাত জনস্থায়ির মানুষ নয়, যে-সমাজের মানুষ থেকে কেবল বলপ্রস্তরের পথেই নিঃসৃতি পাওয়া যেত, যাতে কিছু আমরা। পরে উল্লেখ করব। উৎপাদন-আয়তনের দায়ের দরকে সম্প্রদায়ের তার একই রকম আকারান্ত আরোগ্যের পূর্বতানা; সংকোচ আবার সম্প্রদায়ের হচ্ছ। কেন, কিন্তু বাহারযোগ্য মানবিক সমাজী ছাড়, জনস্থায়ির অনেকগুলো বৃদ্ধির উপরে নির্ভর না করে অভিযুক্ত-সামাজে বৃদ্ধির ছাড়, এই সম্প্রদায়ের অনেক। যে-সরল প্রক্রিয়াটি অথবাই একটা অসম্ভব কারা নিঃসর্গী মুক্তিতের মাধ্যমে, যে-সরল প্রক্রিয়াটি রূপাঙ্গের অন্তর্গত নিয়োগ অর্থনীতির সাধু। হচ্ছ। কেন সেই সব পদ্ধতির মাধ্যমে, এই অভিযুক্ত-সামাজে এই বৃদ্ধি ঘটানো হয়। হত্রায় আধুনিক শিল্পের গভীরতার সঙ্গে রূপাঙ্গ নির্ভর করে অর্থনীতী জনস্থায়ির একটি অথবা নির্ভর করে আধা-বেকারে পরিবর্তন করার উপরে। রাষ্ট্রের অর্থনীতির অনাবশ্যক শক্তি। এই ঘটনা বেরিয়ে পড়ে যে, ক্যাপিটালের সম্প্রদায় ও সংকোচ—যা শিল্প-চক্রের পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের একটি লক্ষণ।
জাত—তাকেই তা গণ্য করে তার কারণ বলে। যেমন আকাশের গহ-নক্ষত্র ইত্যাদি একার এক নিম্নিঃস্থতি গতিপথে নিক্ষিপ্ত হয়ে সব সময়ই সেটির পুনরাতিক করে চলে, ঠিক তেমনি সামাজিক উপাদানও একার সম্পর্কন ও সংকলচনের পর্যাক্ষক গতিপথে নিক্ষিপ্ত হয়ে তার পুনরাতিক করে চলে। ফল আবার পরিত্যাগ হয় কারণে এক সমগ্র প্রক্রিয়াটির—যা সর্বদাই তার নিজের অস্বাভাবিক পুনরুদ্ধার করে—সেই প্রক্রিয়াটির পরিবর্ধনশীল আপত্তিক ঘটনাগুলি পর্যাক্ষকমিকতার রূপ ধারন করে। যখন এই পর্যায়-ক্রমিকতা একার সংহত হয় যায়, তখন এমনকি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দেখতে পায় যে, একটি আপেক্ষিক উন্নত-জনসাধারণ, অর্থাৎ মূলধনের অন্ত-সংস্থাঙ্গের গড় প্রয়োজনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত, এমন একটি জনসাধারণ উৎপাদন, আধুনিক শিল্পের একটি অনুপস্থিত শত।

এইচ মেরিডেন, যিনি প্রথমে ছিলেন অক্টোবার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপক এবং পরে নিযুক্ত হন 'কলোনিয়াল অফিস'-এ (‘পৌরনবিশিষ্ট কার্যলয়ে’ ) বলেন, “ধরন, ধরন যে, এই ধরনের কোন কোন সংক্ষেপ উপলক্ষে শত-সহস্র ভাষিত অর্থিকে দেশান্তরে পাঠিয়ে নির্দিত পাবার প্রচেষ্টার জাতিকে তৎপর হতে হত, তার ফলে তার পরিগতি কী হত?

পরিগতি হত এই যে, আমার চাহিদা ফিরে আসার অর্থতেই দেখা দিত ঘটি।

পুনরুদ্ধার যত কার্য হেক না কেন বাণিজ্য সমকালের স্থান পুরনো সব সময়ই এক প্রজন্মের প্রয়োজন হয়।

এখন, আমাদের কারখানা-মালিকদের মুখদিক নিত্য করে সমৃদ্ধির এই মূর্তিটির সাধারণের ক্ষমতার উপরে, যখন চাহিদা হয় মেজে; এবং এই ভাবে যখন তা মনা ছিল, সেই অন্তর্নিহিত কালের ক্ষতিগত। প্রশ্ন হচ্ছে যে মেশিনারি ও দৈহিক শাসনের উপরে তাদের কর্তৃত্ব থেকেই তাদের হাত হ্রাস এই ক্ষমতা। তাদের হাতের কাছে প্রশস্ত থাকতে হয় প্রতিপ সাংস্কৃতিক কর্ম, তাদের সামর্থ্য থাকতে হবে বাজারের বস্তু। আমাদের তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করার বা হাসি করার, আত্মা তারা পারবেন না। প্রতিষ্ঠিত সৌদে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে, যার উপরে গড়ে ওঠে জাতির সম্পদ।”

এমনকি, ম্যাল্ডাস পর্যন্ত জনবিহারকে স্বাক্ষর করেন আধুনিক শিল্পের আপক্ষিক প্রয়োজন হিসাবে, যদিও তার স্বাক্ষর ভঙ্গিতে তিনি তার ব্যাখ্যা দেন অমৃতজীবি জনসাধারণ আপক্ষিক অতিরুদ্ধিক বলে, নিদর্শ প্রয়োজনের তুলনায় আপক্ষিক সংখ্যাবিত্ত বলে নয়। শিল্পী ও বাণিজ্যের উপরে নির্ভরশীল কোন দেশের অমৃতজীবি শাসনের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে “বাণিজ্যজনিত অভ্যাস-আচরণ যদি বেশি দূর পর্যন্ত অহ্ন্ত হয়, তা হলে তা সেই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।”

জনসাধারণ প্রকৃতিতে এই রকম যে, একটি বিশেষ চাহিদা। পুরনোর প্রয়োজনে বাজারে অমৃতকর্ম বাড়ানো যায় না, যে পর্যন্ত ১৬ থেকে ২৮ বছর পার না হয়; এবং সম্বন্ধের মাধ্যমে  

* ১. এইচ মেরিডেন, ‘লেকচার্স অন কলোনিয়াল আর কলোনিজিম,’ ১৮৪১, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৬।
অল্প মূলধনে রপ্তানি-পরিগ্রহ তার অনেক আগেই ঘটতে পারে; কোন দেশে জন-সংখ্যা যে গতিতে বৃদ্ধি পায় তার থেকে চেয়ে ক্রতত্ত্ব গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে আমাদের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ-ভাঙ্গের পরিমাণ।”

খন্তাত্ত্বিক সম্পদের পক্ষে একটি আপেক্ষিক উৎ-জনসংখ্যার নির্দিত উৎপাদন যে একটি আর্থিক প্রয়াস, সেটা প্রমাণ করার পরে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এক ব্যাপক আইন-রুটে চলে। ক্ষুদ্র তথ্যের সময়। এই কথা কতৃ শব্দে দিল, যা বলা হল তার নিজেরেই স্বীকৃতি মূলধনের ধারা। পাঠে ছুঁড়ে-ফেলা। প্রমাণার লক্ষ্য করে:

“আমরা কারখানা-মালিকেরা। তোমাদের জন্য যা করা যায়, তা সবই করছি; যে-মূলধন দিয়ে তোমাদের খাওয়া-পরাই চলে, তা বাড়িছি; এখন তোমাদের দায়িত্ব খাওয়া-পরায় যে-সংস্থান করা হচ্ছে, তার সঙ্গে তোমাদের সংঘকে মানিয়ে নেওয়া।”

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে থেকে যে-পরিমাণ ব্যবহারমূল্য অর্থ পাওয়া যায়, খন্তাত্ত্বিক উৎপাদন করে। এই পরিমাণটি নিয়ে ভুল থাকতে পারে না। তার খুশিনিত ব্যবহারের জন্য না চায় এই সব স্বাভাবিক মান। থেকে মূল্য এক সংরক্ষিত শিলা-কুরীভাবে।

এই পর্যন্ত অমরা ধরে নিয়েছি যে, অধিক মূলধনে বৃদ্ধি বা হাসে ঘটি নিয়ূক্ত শিল্পিকদের সংখ্যায় বৃদ্ধি বা হাসের সঙ্গে সঠিক সংঘটি অর্জন করে।

অধিক মূলধন বেড়ে যায়া। সেদের কিছু মূলধনের কৰ্ত্তাবশীল্ল শিল্পাকের সংখ্যা।

এই ধারাতে পারে, এমনকি কমেও যেতে পারে। এটা ঘটে যখন ব্যাখ্যাগত শিল্প অবিশ্বাস পরিমাণ অর্থ দেয় এবং স্বাভাবিক, তার মূলধন বৃদ্ধি পায়; এবং এটা ঘটে যদি অর্থ দেয় একই ধারায় বা এমনকি কমেও যায়—কম যায় কেবল অর্থের পরিমাণ।

যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তার তুলনায় সম্ভবত গতিতে। এ ফেরার অধিক মূলধনের বৃদ্ধি এখানে অর্থ পরিমাণ অর্থের স্থান কিছু অর্থহীন শিল্পাকের স্থান নয়। খাঁচা যদি প্রায় সমানই পড়ে, তা হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বেশি সংখ্যক শিল্পাকের কাছ থেকে আদায় না। করে থিয়া কম সংখ্যক শিল্পাকের কাছ থেকে আদায় করাই হল ধনকের পরম যার্থী।

প্রথম করে কর্ম-নিয়ূক্ত অর্থের পরিমাণের অনুপাতে স্বীকৃতি মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয় করে, এই বৃদ্ধি অনেক কম। উৎপাদনের আয়তন যত

---

1. ময়লখান, ’প্রিন্সিপল অব পলিটিকাল ইকনোমি’, পৃ: ২১৫, ৩২২, ৩২২।
2. হারিয়েট মার্টিনা, ’এ ম্যাকেটার ক্রাইক’। ১৮৩২, পৃ: ১০১।
একটি অনাপেক্ষিক উর্দ্ধ-জনসংখ্যার ক্ষমতিহীন উৎপাদন

সম্প্রসারিত হয়, এই উদ্দেশ্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে। মূলধনের সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে, এই প্রবলতা আরো বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেখা হয় যে, ধর্মাত্মক উপাদান-নির্ধারিত এবং আইনের উপাদান-ফলাফল বিকাশ—একই সঙ্গে যা সক্ষম হয়, ফল-ধর্মিক সক্ষম করে একই পরিমাণ অধিক মূলধনের বিনির্দেশের সাহায্যে, কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তিত্ব অম্বানি শ্রম-শক্তির আরো (ব্যাপক ও নিবিড়) শুরুষের মাধ্যমে, আরো নেশি পরিমাণ অম্বানি কর্ম-প্রযুক্তি করতে। আমাদের আরো দেখা হয়, ধন্তক যতই নেশি করে মন্ত্র শ্রমিকদের বলে অত্যন্ত অধিক অন্য অবস্থায়, পরিণত অম্বানি বলে অপরিণত অম্বানি, জুড়ে শ্রমের বলে নারী অম্বানি, ধর্মের অম্বানির বলে কিছু বৃদ্ধি করতে থাকে, ততই ধন্তক একই মূলধনের সাহায্যে বৃদ্ধির পরিমাণ অম্বানি করে।

শুরুতাং, এক দিনে, সক্ষমের অগ্রতার সঙ্গে, একটি বৃদ্ধির পরিমাণ অধিক মূলধন, নেশি অম্বানি নিয়োগ না করেও, অবস্থায় অম্বানি কর্ম-প্রযুক্তি করে, অন্য দিকে, একই আইনের অধিক মূলধন একই পরিমাণ অম্বানি সাহায্যে অবস্থায় অম্বানি কর্ম-প্রযুক্তি করে; এবং, শেষ পর্যন্ত, উচ্চতর মানের অম্বানি করতে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ সানের অম্বানির জন্য।

হতাং, যে কৃত্তিকাশলগত বিশ্বাস সম্পর্কে অগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় এবং তার জন্য অগ্রতার বাধার হয়, তার কুলনায়, এবং মূলধনের ত্রিন অশের অধিকার অথবা তার অধিকার অংশের প্রাপ্তির কুলনায়, একটি অনাপেক্ষিক উর্দ্ধ-জনসংখ্যার উপাদান বা অম্বানির মূলধন দান আরো। নেশি বলতে আমার প্রশ্ন হতে থাকে।

উপাদানের উপায়ের যুক্তি মাত্রায় ও কিছু কম্প্যাটা শখ পার্থ সাহায্যে অস্তাদ মাত্র অম্বানির কর্ম-সংস্থানেরও উপাদান হয়ে ওঠে, তা হলে আমার সেই পরিস্থিতিতে সংশোধিত হয়। এই ঘটনার জন্য, যে, আমার উপাদানশীলভা যে-অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মূলধন তার অম্বানির গড় চাহিদার কুলনায়, তার অম্বানি সমন্বয়কে আরো অগ্রতায় বৃদ্ধি করে। অনাপেক্ষিক কর্ম নিয়োগ অংশকের অধিকারী কাজের বলে সংরক্ষিত বাহিনীর অধিক আরো কর্মী হয়, অন্য দিকে, আমার, অপরোগতার মাধ্যমে এই সংরক্ষিত বাহিনী কর্ম-নিয়োগ অম্বানির উপরে যে বৃহত্তর চাপ ফুটে, তা তাদের ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত কর্ম এবং মূলধনের কর্মানুষ্ঠান ও জুড়ে প্রথম করে নিতে।

অনাপেক্ষিক কর্ম-অর্থনীতির অধিকারী কাজের দরজা অপরাধের এই ব্যাখ্যার মূল্যায়ন কর্মীবিশেষের জন্যে এতে এই হস্ততত্ত্বাদের দরজা আমার ওপরের ঐ অতিরিক্ত কাজের বোধ।—এটাই ওঠে ব্যাখ্যাত ধর্মিকদের আরো ধনী হয়ে একটি উপায়' এবং এটাই আমার সেই সঙ্গে হয়।

১. এমনকি ১৮৩৩ সালের তুলো-দুর্ভিক্ষের সময় আমরা রায়কান্দের কর্মসূচী তুলো-কাউন্সিলের একটি পৃথিকায় দেখতে পাই উপরিচার্চিত তীর্থ নিদ্রা, যা কারখানা-আইনের দরজা কেবল ব্যাপ্ত পূর্ব অন্য অন্যকেই পৃথিবীতে করত “এই মিলের
সামাজিক সংসারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংক্ষিপ্ত ভাবিনীর সমন্বয়। আলোচক উদ্দেশ্য-জনসাধারণে গড়ে তোলায় এই উপাদানটি কত গুরুপূর্ণ, ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়। শ্রম বাচাবার জন্য তার কার্যকরি উপাদান-উপকরণ সুবিপুল। তা সেকেন্দ্রিক কাল সকল শ্রমের একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাপে করিয়ে আনা যেত এবং বস্তু ও নারী-পৃক্তি হিসাবে শ্রমিক-শ্রেণীর বিভিন্ন অংশে আচ্ছাদিত তাত্ত্বিক ভায় যে দেখা যে, বর্তমানে যে আইনগত উৎপাদন চলছে, সে আইনগত উৎপাদন চলাচলের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত। অনেক কম। অজ্ঞ যে-শ্রমিকদের “আন্তঃপ্রাদানশীল” বলে গণ করা হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই তখন “উৎপাদনশীল” শ্রমিকে পরিণত হবে।

সমগ্র তাবে দেখলে, মহুয়ির সাহায্য গতি-প্রকৃতি একাত্তরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সংক্ষিপ্ত শিল্প-কর্মীবাহিনীর সমন্বয় ও সংকোচনের ধার। এবং তা আবার ঘটে

বরং কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা। পর্যস্ত কাজ করতে, যখন এমন শত শত লোক রয়েছে, যারা তাদের পরিবারেরকে রক্ষা করার জন্য এবং অতিরিক্ত কাজের চাহিদা পিট শ্রমিক-ভাইদের অকাল-মুখ্য হাত থেকে বাচাবার জন্য বেছায় আঞ্চলিক কাজ করতেও রাজি, তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কর্মহীনতা।” ঐ পুস্তিকায় আবার বলা হচ্ছে, “আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই কিছু সংখ্যক কর্মীকে দিয়ে এই উপরি-ছাটানোর রীতি কি প্রথা ও ব্যবহার মধ্যে ভালো মনোভাব স্থায়িত্ব করতে পারে? যাদের উপরে মোটা করে আলোক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের মত, যাদের উপরি-ছাটানোর হচ্ছে, তারাও সমান ভাবে আচ্ছাদন অনুভূতি করে। অন্য যা কাজ হচ্ছে, তা সকলের মধ্যে হাত ভাবে ভাগ করে থাকলে প্রত্যেক সকলের সাই আঞ্চলিক কাজের ব্যবস্থা হয় যায়। আমরা কেবল মালিকদের কাছে আবেদন করছি যা করা উচিত, তাঁকে করার জন্য, কিছু লোকের উপরি-ছাটানো খাটিয়ে বাকিরদের জন্য কাজের অভাব স্থায়িত্ব করে তাদের খারাপের উপরে নির্ভর করতে বাধা না করে অন্য ঘটা। কাজের রীতি চালু করবার জন্য, বিশেষ করে যে-প্রকৃত না আমাদের মৃদুলের উদ্যোগ হচ্ছে।” (“রিপার্টিস” ফাংশনারিষ্ট, ৩১ অক্টোবর ১৮৩৩, পৃঃ ৮)।

“এবন অন ট্রেফ অ্যান্ড কমার্স”-এর লেখক তার অভাব অর্জন বুর্জোয়া প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্ম-নিয়ুক্ত শ্রমিকদের উপরে আলোচিত উদ্দেশ্য-জনসাধারণের ফল উপলব্ধি করতে পারে।

“এই রাজ্যে অন দাতার আরেকটি কারণ হল যেহেতু সংখ্যার শ্রমিকের অভাব এবং উন্মহ হেমন্তের মাঝারি হিসেব শ্রম ছ্রাপাল হয়ে পড়ে, শ্রমিকেরা তাদের সিদ্ধের পরিমাপ বৃদ্ধি পাতে এবং তাদের মালিকদেরও অসুস্থ তাদে তা বৃদ্ধি বাধা করে—একটা গোটা দিন আংশিক করে কাটিয়ে দেয়।” “এসে ইতালিয়াদি ..”, পৃঃ ২৭-২৮)।

আসলে বোঝা মহুয়ির-বুর্জোয়া পিছে ছিল ছিল।
শির-চক্রের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন অনুসারে। স্ত্রীর মন্ত্রের গতি-প্রক্রিয়া অনামবীর জনগণের অপারেন্সিক সংখ্যার হস্ত-ধ্বংস হয় না, নির্বাচিত হয় শ্রমিক-শ্রেণীর কোন ক্ষুদ্র অপারের শক্তি ও সংরক্ষিত কর্মীবাহিনীতে বিভক্ত, সেই স্ত্রীর অপারের জন্য, উক্ত জনসংখ্যার আপারেক পরিবর্ধনের হস্ত বা রুপর হয়। যেমন এই জনসংখ্যার এক কর্ম-নিয়ূক্ত হয়, তখন কর্ম-বিভক্ত হয় সেই মাত্র ধারা। আধুনিক শিল্পের পক্ষে—যার বৈশিষ্ট্য হল দশ-বায়ুঃক্রিয়া চালু ও সময়ক্রमিক পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপ পরের পর আরে কর্ত্র-পরিবহিত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপার সংজ্ঞাজ্ঞ দোলন-বিদূরক দূর আরো জটিল হয়ে পড়ে—সেই আধুনিক শিল্পের পক্ষে, যদি হত একটি স্ত্রীর নিয়ম, যে-নির্ধারিত মূলধনের পর্যায়ক্রমিক সম্পর্কের ও সংক্ষেপের ধারা। শ্রমের চাইছিল ও সরবরাহ করা নিজের করার পরিবর্তে—যার ফলে শ্রমের ব্যাঘাত কখনো হয় আপারেক তারে ‘উন-পুরুষ’ (‘আন্তরিক-কুল’), কেননা মূলধন সম্পর্কপর হচ্ছে; যখন হয় ‘অতি-পূরুষ’ (‘ধোরানো-ফুল’), কেননা মূলধন সম্পর্কপর হচ্ছে—দুইবার করে যে, মূলধনের কাজ নিষ্ঠাকরে জনসংখ্যার আপারেক পরিবর্ধনের উপর। 'অথচ এটাই হল অপারেকের বদলেন্দ্র ধারণা। তাদের মত, মহুজি বৃদ্ধি পায় মূলধনের সম্পর্কের ফলে। উক্তর মহুজি অধিনীর জনসংখ্যাকে আরে ক্ষুদ্র বংশবৃদ্ধিতে প্রশস্ত করে এবং তা চালু তাকে যে-পর্যন্ত না অধিনীর বাচার অভিযুক্ত পুরুষ হয় যায়, এবং সেই করণে, শ্রমের সরবরাহের তলানায় আপারেক তারে মূলধন অপারেক হয় পড়ে। মহুজির যখন হস্ত পায়, তখন আমার মেডেলের উপরা দিকটি প্রাথমিক করিয়ে মহুজির হাতের ফলে অধিনীর জনসংখ্যার আরে অতি বংশবৃদ্ধ হয় এবং মূলধন আরো তাদের তলানায় আপারেকের অন্তর্জালি হয় পড়ে, অথবা অন্তরা বায়ুঃক্রমিকে যেমনতায় বায়ুঃ। করেন, পড়া মহুজি এবং সেই সংক্ষেপে শ্রমের বাড়িক শৌখিন আরো সংরক্ষিত করে, যখন, এই সংরক্ষিত অন্তর মহুজির অধিনীর শক্তির সম্পর্কবদ্ধতাকে দুর্বল রাথে। তারপরে, আরো একটি সময় আসে, যখন শ্রমের যোগান চাইছিল তুলনায় কম পড়ে এবং মহুজির বৃদ্ধি ঘটে, এবং এই সময়ে চালু হয়। বিশেষ দৃষ্টান্ত উপাদান পক্ষে এটা। গতিশীলতার একটি স্ত্রীর পদ্ধতি ! মহুজি বৃদ্ধির দর্শন, কাজের জন্ম সত্ত্বাই উপাদান একে জনসংখ্যার কোনো সংরক্ষিত বৃদ্ধি ঘটার আগে, তেমন সময় বাচায় অতিরক্ত হত যার মধ্যে 'শির-অধিবাস অপারেক সম্পর্কপর হচ্ছে, যুদ্ধ যোদ্ধা ও জয় করা হত।

১৮৩১ সালের মাঝে ইংল্যান্ডের বৃদ্ধি-প্রধান রেলওয়েতে, একটা মহুজি-বৃদ্ধি ঘটেছিল; যদিও তার সংক্ষেপে সমাপন করেছিল, তবু এই মহুজি-বৃদ্ধি ছিল কার্যত নগদ। যেমন, উইথস্টাউয়ের মহুজি বৃদ্ধি ৭ শিলিং থেকে ৮ শিলিং, অর্থস্টাউয়ের ১ বা ৮ শিলিং থেকে ২ শিলিং, এই মহুজি উদ্দীপনা জনসংখ্যার দলে দলে গ্রাম তারের এক অংশ থেকে হিদিকের কার্পিটাল (২৮)—২৪
ফল যার কারণ ছিল যুদ্ধের চাহিদা, বেলেপথ, কারখানা, খনি ইত্যাদির বিভাগ। মস্তুরি যদি কম থাকে, যে-অন্যতমে এই নগরে একটি মস্তুরি-মৃদু নিজেকে প্রকাশ করে তা তবে বেশি হয়। যদি সাপ্তাহিক মস্তুরি হয়, ধরা যাক, ২০ শিলিং এবং তা বেঁধে হয় ২২ শিলিং, তার মানে গাড়িতে ১০ শতাংশ মৃদু, যা অন্তত বেশ ভাল লাগে। প্রত্যেক আর্গ্যকালে জোর-মালিকেরা নোঙারে বিলাপ করছে, এবং এই উপাত-করণ। মস্তুরি এদেরকে বলতে গিয়ে লেখায় ‘ইকনমিক্স’ (‘অর্থতাত্ত্বিক’) বেশ শুরুত দিয়েই একে “একটি সার্থক ও সুখ্ত্রুয় অগ্রগতি” বলে প্রলাপ বকচে। এই চোখ-দামান মস্তুরির ফল হিসাবে যে-পর্যন্ত না ব্যবস্থা স্থাপিত করা এবং বাংলার কোন সময় আসে সেই অন্তর্গত অন্তর্গতর অপেক্ষা করেছে? তারা গ্রহণ করেছিল আরে আরে। মেশিনারি এবং অ্যামেরিকা এক যুদ্ধে পরিসর্গ হয়েছিল অপ্রত্যাখ্যানীয় বাণিজ্য এবং তাই বেশি হয়েছিল। তখন সেখানে মস্তুরির তুলনায় “বেশী মূলধন”-এর বিনিয়োগ ঘটল—এবং বেশি উৎপাদনশীল ভাবে। তার সঋষ্ট সঙ্ক্ষেপে অর্থের চাহিদা। কেবল আপাতত তাকেই কল গেল না, কলে গেল অনাপাত্তিক তাকেও।

উল্লিখিত অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়াটি, যে-নিয়মগুলি মস্তুরির হাস ব্যস্তিকে কিংবা, এক পর্যায় ব্যাপার শিক্ষা, এমটি মস্তুরি-মৃদু এবং অর্থ শিক্ষা মস্তুরি মূলধনের মধ্যকার অচেতনের নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মগুলির সঙ্গে গুলিতে ফেলেছে সেই নিয়মগুলি, যেগুলি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অর্থজীবি অনস্থায়িক বাধ্যতামূলক করে দেয়। ধরা যাক, যদি অচেতন পরিস্তিতিতে, উৎপাদনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কৃতি তাঁর স্বর্ণিক হয়ে গেল, এবং তাঁকে মুনাফা গড়ি মুনাফায় তুলনায় বেশি হবার দিকে, অতিরিক্ত অর্থ আর্থিক করে, তা হলে, অসুস্থ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মস্তুরির পায়। উক্তর মস্তুরি-অর্থজীবি অভিজ্ঞতায় রুদ্ধ ও অন্যান্য অর্থজীবি শব্দের তেজস্ক্রীতি থেকেই নেয়, যে-পর্যন্ত না। সেই ক্ষেত্রে মস্তুরি-মৃদুই অপসারিত হয়ে যায়, এবং মস্তুরি আবার তার গড় মানে কিংবা, চাপ খুব বেশি হলে, তার নিচুতে নেয় না যার। তখন, সেই শিক্ষা-শাখাকে কেবল যে নোটুন অর্থকের প্রাপ্ত বক্তর হয়, তাই নয়, সেখান থেকে পুনরায়। অর্থকের এরাগও শুরু হয়ে যায়।

এখানে রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিক মনে করেন, তিনি অর্থনীতি-অর্থজাহাজ অনাপাত্তিক বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে মস্তুরি ব্যবস্থা, এবং অর্থনীতি-অর্থজাহাজ অনাপাত্তিক হাস ও সেই সঙ্গে মস্তুরি-হাসের তাং কারণ দেখেছেন। কিন্তু আপনি তিনি যা দেখতে পাচ্ছেন, তা হল উৎপাদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ-নামান্য—তিনি দেখতে পাচ্ছেন কেবল মূলধন-বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল প্রয়োজন অনুসারে অর্থজীবি অনস্থায়িক বাধ্যতামূলক বজতের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ঘটনাট।

১. “ইকনমিক্স”, জামাহারি ২১, ১৮৬০।
নিশ্চলাবস্থা ও গড় সম্প্রক্ষিত সময়কালে শিনের সংরক্ষিত বাহিনীর নিঃসরনের পাত্রে রাখে; অতি-উৎপাদন ও দমকা রুদ্ধির সময়, যে তার দাবি-দাঘারকে সংযম রাখে। অতঃপর, আপেক্ষিক উৎপাদন সংখ্যা, হচ্ছে সেই কোনও বাস্তব, যার উপরে শ্রেনীর চাহিদা ও যোগানের নিয়মটি কাজ করে। তা এই নিয়মটির কার্যক্ষেত্রে এমন মাত্র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, যা শোষণকারীর পক্ষ ও যুধিষ্ঠর অধিপত্যের পক্ষ পরম স্বাধ্যায়।

এই জায়গায় অবস্থিত দালালের মহান্ম সাফল্যগুলির মধ্যে একটি সাফল্যের প্রতি ফিরে তাকানো উচিত। শ্রুণ করা দরকার যে, যদি নেতৃত্বের মেশিনারির প্রবর্তন বা পুনর্নির্মাণ। মেশিনারির প্রসারণের মাধ্যমে, অধিক যুগধনের একটি অর্থ স্থির যুগধনের রূপান্তরিত হয়, তা হল এই কর্মকাণ্ডের—যা যুগধনের “স্থিতি করে” এবং ঠিক সেই কাজের দ্বারা এই অধিকার্য মেশিনারির নির্মাণ করেন ঠিক বিপরীত তাতে; তিনি দাবি করেন যেন এই প্রশিক্ষিতের জন্য যুগধনকে মুক্ত করে দিচ্ছে। কেবল এখনি কেউ রূপে পারবেন এই দলালের দ্বিতীয়। যাকে মুক্ত করে হচ্ছে, তা কেবল মেশিনের যারা তৎপ্রকার বহির্ভ্য অধিকার্য-সমষ্টি যায়, সেই সঙ্গে যায়। বিভিন্ন তাদের স্থান স্থানের জন্য পরিবর্তি প্রস্তাু করা হচ্ছে, তাদেরকে; এবং যা পুনরায় বিভিন্ন যোগান মামুলি সাফল্যসূচনার সঙ্গে যে-অতিরিক্ত বাহিনীর নির্মাণ তার কর্ম-নিয়ূক্ত হন কথা, তাদেরকেই।

তারা এখন সকলই “মুক্ত-প্রাপ্ত”, এবং বিনিয়োগ-সমাধিতা যুগধনের প্রত্যক্ষটি মুক্ত।

তাদের ব্যবহার করতে পারে।

এই যুগধন তাদেরই আরও কর্ম বা অন্যদিকের আরও কর্ম, সাধারণ অর্থ-চাহিদার উপরে তার ফল হবে শুধু—যদি মেশিন যত সংখ্যাক অধিককে বাচাতে ছুঁড়ে দিতেছিল, এই যুগধন তত সংখ্যাক অধিককে বাচাতে কলে নিতে পারে। যদি তা তার চেয়ে অন্যতম সংখ্যাক অধিক নিযুক্ত করে, তাহলে, অন্যতম অধিক-সংখ্যা মূলধনের প্রতীকটি রূপি পারে; যদি তা তার চেয়ে রূপান্তর সংখ্যাক অধিক নিযুক্ত করে, তা হল “মুক্ত-প্রাপ্ত” সংখ্যাক অতিরিক্ত যত অধিক নিযুক্ত হবে, কেবল তত পরিমাণেই অর্থের সাধারণ চাহিদা। রূপি পারে। সত্তরাং বিনিয়োগ-সমাধানী যুগধন অম্বা।

তারা এই যে, ধনতরিতি উৎপাদন-প্রণালী এখন তারে সব কিছুর বাস্তবাপনা করে যে, যুগধনের অনাপেক্ষিক রূদ্ধির সমন্বয় অর্থের চাহিদায় অনুপাত করেন। রূপি দেতে না। এবং অতিরিক্ত কারণে এখন-অধিককের সংরক্ষিত বাহিনীতে নিকট হয়, সেই কর্ম্মচারী অধিককের দুর্লভ, দুর্লভ ও সত্যতায় মুক্ত এটাই নাকি ক্ষতির হয় দালালের। তাই বলেন। অর্থের চাহিদা। মূলধনের রূদ্ধির সঙ্গে অভিধু নয়; অর্থের সর্বব্যাপী অধিক-শৃঙ্খল রূদ্ধির সঙ্গে অভিধু নয়। এটি ছুঁড় দৃষ্টি শক্তির পরম্পরার ঊপরে ক্ষেত্র-প্রতিরোধকের ব্যাপার নয়। Les des sont pipes মূলধন একই সময়ে
চতুর্থ পরিভাষা

আপেক্ষিক উচ্চ-জনসংখ্যার বিভিন্ন রূপ

ধনাত্মক সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম

আপেক্ষিক উচ্চ-জনসংখ্যা থাকে সকল সমাজে রূপ। যে-সময় জুড়ে সে আপেক্ষিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে বেকার থাকে, তখন প্রত্যেকটি অধিকাংশ এই সঞ্চয়ে মধ্যে পড়ে।
শিক্ষাকে পরিবর্তনশীল পর্যায় সমূহের সমাজকর্মী পৌনঃপুনঃকালীন রূপগুলি এই জন-সংস্কারের উপরে বৃষ্টি পড়ে থাকে, দেওয়ালগুলিকে হিসাবে না ধরলেও একাতা স্কুলের সময়ে একটা তীব্র রূপ, তখন মহাজাতিতে একটা একটা। রূপ এগুলিকে হিসাবে না ধরলেও--এর সর্বসময়েই ভিন্ন রূপ থাকে, ভাস্মান, প্রচুর, নিশ্চল।

আধুনিক শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে--ফ্যাক্টরি, ম্যায়ানমারাত্মক, লোহা-কারখানা, কমি ইত্যাদিতে--মৃত্যুকলার কাজে। তাদের দেওয়া হয়, কখন। আবার আরো বেশি অধিক সংখ্যায় টেনে দেওয়া হয়, যার ফলে নিয়মমানুষ অধিক অন্যদের সংখ্যা মোটের উপরে বৃষ্টি পায়--যদিও এই বৃষ্টি মুক্ত হয়ে উঠপাদের আয়তনের তুলনায় নির্ভর হাস্যমান অক্ষরে।

এখানে উদ্ভূত-জনসংখ্যার রূপটি ভাস্মান।

ফ্যাক্টরিগুলিতে, যেখান সর বৃষ্টিকার কর্মশালাগুলিতে, যেখানে মেশিনারি একটি উপাদান হিসাবে প্রবেশ করে, কিন্তু যেখানে কেবল আধুনিক আম-বিভাগের কাজ করা হয়, বিপুল-সংখ্যক বালককে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কাজে রাখা হয়। যখন তারা সাবালককে পোঁছে যায়, তখন তাদের মধ্যে কেবল একটি ছোট সংখ্যায় সেই শিক্ষাশাখাগুলিতে কাজ পায়, আর বেশির ভাগই নিয়মিতভাবে কর্মচারীত হয়। কর্মচারীই এই গুরুত্বপূর্ণ ভাস্মান উদ্ভূত-জনসংখ্যার একটি উপাদানে পরিণত হয়, শিল্পের এই শাখাগুলি যত বিশাল লাগে করে, এদের সংখ্যায়ও তত বৃদ্ধি লাগে করে। তাদের মধ্যে একটা অংশ দেশান্তরে চলে যায়, বাস্তবিক পক্ষে, মূলধনের দেশান্তর-গমনকে অনুসরণ করেই। তার একটা ফল হয় এই যে, পূর্ব-জনসংখ্যায় তুলনায় নাজি-জনসংখ্যা বেড়ে যায়, যেমন ঘটেছে ইংল্যান্ডে। শ্রমিকের ব্যাপারিক সংখ্যা বৃদ্ধি যে সকলের প্রয়োজন পূর্ণ করে না, এবং তবে সব সময়ই যেই প্রয়োজনের তুলনায় উৎসর্প থাকে, সেটা। ব্যাপক মূলধনরকম গতি-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত একটি বিবরাধ। তা চাই অধিকতর সংখ্যক তালিকাপূর্ণ অহিঁত আর অল্পতর সংখ্যক ব্যক্তি শ্রমিক। এই বিবরাধিক অংশ বিবরাধের তুলনায় বেশি জাতীয়মান নয়, যে-বিবরাধিক হলো এই যে, যখন হাজার হাজার অবস্থান শ্রমিক, তখন নালিশ শুনা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না; এর কারণ অব-বিভাগ তাদের বেধে রাখে একটি বিশেষ শিল্প-শাখায়।

১। যখন ১৮৩৬ সালের শেষের হাইমাস লওনে ৮° থেকে ১০° হাজার অন্নলাম মাহব কর্মচারীর পর হয়, তখন সেই একই সময়ের ফ্যাক্টরি রিপোর্টে বলা হয়, "এটা সন্দেহ সত্য সেই যে, চাহিদা সব সময়ই, যে-মুক্ত সববর্ধনের দরকার হবে, সেই মুক্তরূপই তা উত্পাদন করবে। অন্যদের ক্ষেত্রে চাহিদ। তা করে নি, কেননা গত বছর অন্যদের অভাবে অনেক মেশিনারি অল্প পড়েছিল।" ("রিপোর্ট অব ইন্ডেপেণ্ডেন্ট অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৩৬" পৃ ৮১।
ক্যাপিটাল

তা ছাড়া, যুদ্ধমর্যাদায় শ্রম-শিক্ষার বদলে জীবনীতে সম্পর্কিত হয় যে, শ্রমিক তার জীবনের আধা-আধি পথ যেতে না যেতেই নিষেধ তার সম্পর্ক নিশ্বাস করে ফেলে। সে তখন অন্তর্ভুক্ত হয় বাড়িত শ্রমিক-সংখ্যার একজন হিসাবে, কিংবা অবরুদ্ধ হয় নিম্নত্ব ধাপে। আদর্শিক শিল্পের ঠিক এই অর্থজীবী জন-সংখ্যায় মধ্যেই আমরা লক্ষ করি স্বল্পতার অংশুদাল। ম্যাকেটারের বাস্ত্র-বিভাগের মেটিকেল অফিসার আং লী বলেন, “ম্যাকেটারের উচ্চতর মধ্য-শ্রেণীতে মূল্যায়ন গড় বয়স ৩৩ বছর, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণীতে মূল্যায়ন গড় বয়স ১১ বছর; লিভারপুলে এই গড় বয়স-দুটি ফ্যাক্টরি ৩৩ বছর এবং ১৫ বছর। এ থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীগুলির জীবনকাল কম ভাগ্যবান নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ জীবনকালের দ্বিগুণের মতো।” ১ এই পরিস্থিতির সঙ্গে সমান্তরাল রক্ষা করতে হলে, অর্থনীতি শ্রেণীর (‘গোল্ডেনরিয়েট’-এর) এই অংশের অনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটাতে হবে এমন অবস্থায় যা তাদের সংখ্যাকে ক্ষীণকর করবে যদিও ব্যক্তিগত উপাদানগুলি হবে যাবে অন্তর্ভুক্ত। এইরূপই চাই শ্রমিক-প্রজাতাত্ত্বিক অর্থ নবীকরণ। (এই নিম্নটি অবশ্যই জনসংখ্যার অন্তান অংশের ক্ষেত্রে মহোদয় নয়)। এই সামাজিক প্রেরণার সাধিত হয় অন্য বাসের দ্বারা (যা আধিকারিক শ্রমিকের যে-অবস্থার মধ্যে জীবন কাটায়, তার একটি অবস্থিতি পরিবর্তন), এবং, শিক্ষার শোক তাদের উপাদানের উপরে যে পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তার উপর।

যখনিধনতাত্ত্বিক উপাদান ক্ষুদ্রিকরের দলিল নেয়, এবং মে-মাতার তার এটা করে সেই অস্থায়ী, তখন অনেকের চাহিদার দারুণ তারে পড়ে যায়; অথচ কিংবা, কিন্তু বিনিময়ের মধ্যরের সক্ষমতার অগ্রগতি ঘটে, কিন্তু অ-সংখ্যায় যেমন এই প্রতিষ্ঠান অবক্ষ অবকরণ হয়, এখানে তা হয় না। বৃহত্তর, ক্ষুদ্র জনসংখ্যার একটা অংশ সব সময়েই শহরে বা কার্যনির্দেশিত হবার মুখে থাকে এবং এই রাপ্তালের অবজ্ঞা অবস্থার জন্য অংশ করে। (‘কার্যনির্দেশিত কথাটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ-ক্ষুদ্রিক শিল্পমূল বোঝাতে।’) ২ অতএব,

১. বারিক্ষামে বাস্ত্রশস্য সম্পদের শহরের মেয়রের ছেলে চেকার্লেন, একম (১৮৮৩) ব্র্যাস-পার্ক-এর সভাপতি—এর উপধিকী ভাষণ, ২৫ই জানুয়ারী, ১৮৫৩।

২. ইংল্যান্ড যোগেন্দ্রের ১৮৬১ সালের আদম-সমাধির গ্রাহক ৮০১টি শহর, "ধারণ করত ৫০৪৬০৬৮ জন অধিবাসী, যেখানে গ্রাম ও মহানগরের প্যারিশগুলি ধারণ করত ২,১০৫,২২৬ জন। ১৮৫১ সালে ৫৮০টি শহরে হয়েছিল এবং শিল্পীকে আর সেইষ্ঠ চার পাশে মজ্জল এলাকাগুলির জনসংখ্যা। ছিল গ্রাম সমান নির্ধারণ। কিন্তু যেখানে যেখানে পর্যবেক্ষণ বহুব্য গ্রাম ও মহানগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল ৫ লক্ষ, যেখানে শহরে তা বৃদ্ধি পেল ১৫ লক্ষ (১,৫৫৪,৩৯১)।
আপেক্ষিক উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার বিভিন্ন রূপ

আপেক্ষিক উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার এই উৎসটি সব সময়ই থাকে তালমান। তবে শহরঘরী এই নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণ গুলির পূর্বের হল থেকে গ্রামের একটি উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণ অনিচ্ছ, যার অন্তর্ভুক্তি বেশির সময় অন্তর্ভুক্তি করে যখন তার প্রাঙ্গণের অপর্যাপ্ত অসাধারণ বিভাগ লাগ করে। স্মরণ করি, দিন-শ্রমিকদের মহুয়া পরিবর্তন করার হয় নুন্মত পরিসমাবেশ এবং তাদের একটি পা সব সময়ই থাকে চূড়ান্ত পর্যন্ত।

আপেক্ষিক উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার তৃতীয় বর্গটি, নিশ্চিত বর্গটি, সক্রিয় শ্রম-বাহিনীরই একটি অংশ কিছুটা তার কর্ম-নিয়মের গোটা চরম অবিচ্ছিন্ন ভাবে। স্মরণ রাখি, এই দৃশ্যটি যুগলবাদ যোগাযোগ শ্রম-শিক্ষার এক অফুল যাবার। এর জীবন-ধারণের অবস্থা অংশিক-শ্রেণীর গোষ্ঠীতে। জীবন-ধারণের অবস্থা অনেক নীচে নেমে যায়; এর বলে তা সমগ্র সম্ভবই ধন-তাত্ত্বিক শোচনের বিষয় বিষয়ে শাখায় প্রায় ভিত্তিতে পরিণত হয়। কাজের সময় সবচেয়ে বেশি, মহুয়া সবচেয়ে কম—এই হল এর বিশেষত। এর প্রাঙ্গণ রূপটিকে অস্তরা জানতে শিখেছি লাল কালিতে লেখা “দ্যায়না শিক্ষা”—এই শিক্ষাকালীন। এ নির্দিষ্ট এর কর্মী সংগঠন করে আধুনিক শিক্ষা ও রূপযোগ বা মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের থেকে, বিষয়া করে সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার শাখাটি থেকে, যেখানে হ্রাস শ্রেণীর নাম ছেড়ে দিচ্ছে মাত্রাকাচারকে, মাত্রাকাচার শাখা ছেড়ে দিচ্ছে মেশিনারিকে। সঙ্গের প্রাপ্তর ও প্রাঙ্গণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্য-জনসংখ্যার শাখা যেন এগিয়ে যায়, এই প্রাঙ্গনের তেমন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আপন উপাদানের মূল্যায়ন অংশের বৃদ্ধিতে প্রায় অংশ পরিমাণ করার, এটি একই সময়ে গঠন করে সেই শ্রেণীর একটি অংশ পুনর্গঠনকাচার ও অংশ-বিভাগীয় উপাদান।

বস্তুতঃ চেষ্টা হয় ও মূল্যায়নের সঙ্গে। নয়, পরিসমাবেশ শ্রম-শিক্ষার অংশ অল্পের উপচারাদি পরিচালন করে, সেই পরিসমাবেশের সঙ্গে দিল্লীচে তাদের সম্পর্কিত। ধন-তাত্ত্বিক শাখার এই নিয়মটি কেবল অংশ মাত্রাদের কাছেই নয়, তাদের আপাত উপনিবেশবাদীদের কাছেও অদ্বৈত শোনে। এটা মনে করি, যে জন্মানোরুদ্ধের সীমাবদ্ধ পুনর্গঠনের কথা, মেশিন এক ভাবে দূর্বল এবং ভারতীয় নির্দিষ্ট শিক্ষার বলি।

মেশিনের পারিশব্দিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির হার ৬৫ শতাংশ, শহরগুলির ১৭.৩ শতাংশ। বৃদ্ধির হারের এই পার্থক্যের কারণ গ্রামের থেকে শহরে গমন। মোট জনসংখ্যায় বৃদ্ধির হার ক্রম ঘটেছে শহরে। (“আদরবহুমারি” ইত্যাদি, পৃষ্ঠা ১২, ১২।)

১. “মনে হয় দারিদ্র্য প্রজাদের পক্ষে অনুকূল”, (অ্যাডভ শিক্ষা)। নীল ও বৃক্ষান্ত আকারে গাছালানিনির হিসেবে, এটা ঐক্যের এক বিশেষ ভাবে প্রাক্তন ব্যবস্থা। “Iddio af che girl uominicche esercitano mestieri di primautilità nascono abbondamente” (গাছালানিনি ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮)। “হিসাবে আদরমারাওঁর
আপেক্ষিক উদ্বুদ্ধ-অনস্ত্যায় সবচেয়ে নির্ভুক তলানি শেষ পর্যন্ত অবস্থায় করে হুম্বরার চূড়ানীতি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও বার্নারের, এক কথায় “বিপ্লবনত স্নেহীগুলি”-কে বাড়ি দিলে, এই তরটি তিন ধরনের লোক নিয়ে গঠিত। এখানকা, যারা কাজ করতে সক্ষম। অত্যন্ত সক্ষমই যে হুম্বরার সংঘ। বৃদ্ধি পায় এবং তত্ত্বাবধায়ে যে তাদের সংঘ। স্বাস্থ্য পায়, সেটা দেখতে হলে ইংল্যান্ডে হুম্বরার পরিসংখ্যানের উপরে কেবল একবার ভালুকাতা। তারে চোখ বুলিয়ে যায়াই থাকে। দ্বিতীয়তঃ, আনাথ ও দুশ্চিন্তা থাকে। এরা হল সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনীর সন্তানের সদস্য এবং বিপ্লব সম্মেলন সময়ে, যেমন ১৮৬০ সালে, এরা জুড়ে বেঁধে ও বিরাট সংঘাত সংঘটিত হয় সক্ষম স্থান-স্থানে। তৃতীয়তেঃ, যারা অঞ্চলিত ও অনাদরের এবং যারা কাজ করতে অসহ এখনও: তারা যারা অপর ভাবনার সঙ্গে অভিমৃত্যুতে অনুভূতি থাকে প্রতিপদ; যেসব লোক শ্রমের ব্যাপারে বিল্লি বিল্লি করতে পারে; যেসব লোক শিলাবাহী বলি, বিপ্লব শিল্পনির্মাণ, খনি, রাসায়নিক কারখানা ইতোতে রোদ্ধিত সাক্ষা যাদের সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে—বিকল্প রোপণ, বিদ্বয় থাকে। হুম্বরার হল সক্ষম শ্রমিক-বাহিনীর হাসপাতাল আর সংরক্ষিত শ্রমিক-বাহিনীর জন্মদন পায়। এর উপাধিন আপেক্ষিক উদ্বুদ্ধ জন-সংঘাত অসহ রক্ষা, এর প্রতিক্রিয়া তাদের অগ্রভাবে অগ্রভাবে অসহ; উদ্বুদ্ধ-জন-সংঘাত। যেমন ধনতা স্মালোক উৎপাদনের, তখন ধনতাত্ত্বিক সম্পদ-ধ্বংসে একটি অবস্থা, হুম্বরার তেমন তাই। তা ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনের 'faux frais'-এ অর্থে করে; কিছু মূলধন জনে করেন কেনে তাদের রূপান্তর অর্থে নিজের কীট থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর ও নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কীট থেকে ছড়ি দিতে হয়।

সামাজিক সম্পদ, কর্মী মূলধন, তার সংরক্ষিত মাত্রাও শক্তি, এবং তত্ত্বাবধায়ে, শ্রমিক-শ্রেণীর এবং তার শ্রমের উৎপাদনশীলতাও আপেক্ষিক পরিমাণ যথা বৃদ্ধি পায়, শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনীও তত্ত্বা বৃদ্ধি পায়। যেকারণেই মূলধনের সম্পদের স্বীকারণ একাধিক ঘটায়, স্মরণস্তুত আকার্ত, তারা অধীনে অসহ শিল্পরূপে বিল্লি ঘটায়। কিন্তু সক্ষম শ্রমিক-বাহিনীর অসহ এই সংরক্ষিত স্থান বাহিনীর যত বৃদ্ধির হবে, নোটিক্ট উদ্বুদ্ধ জনসংঘাত সমস্তই তত বৃহত্তর হবে, যাদের হৃদয়, যাত্রা এবং শ্রমের বিপরীত অসহ সংরক্ষিত। সর্বশেষে কর-আত্ম শ্রমিক-শ্রেণীর, এবং এই সংরক্ষিত বাহিনীর, তরঙ্গ যত তিস্তার লাইক, বিল্লির সরকার হৃদয়-দাশনকারী তত বৃদ্ধিরাথ হয়। ধনতাত্ত্বিক সম্পদের এটাই হল আনালাইনির সাধারণ চরম অবস্থায় পর্যন্ত দুর্দশাজনকান করে না। করিবে বর্ণ বাড়ায়।” (এস লেইংগ্রেড, “হাথেন্স ডকিন্স”, ১৮৪৭, পৃ. ৬২)। পরিসংখ্যানের সাহায্যে এটা প্রমাণের পরে লেইংগ্রেড বলেন, “সকল মাহাত্ম্য যদি সাংস্কৃতিক মেধা থাকতে পারত, তা হলে পৃথিবী জনহিন হয়ে যেত।”
নিষ্ঠুর। আত্মার সমস্ত নিয়মের মত এই নিয়মটি তার ক্রম-প্রতিক্রিয়ায় না। ঘটনার দ্বারা উপলব্ধ হয়, যার বিশেষভাবে এখানে আমাদের দরকার নেই।

যে অর্থনৈতিক একজন আমাদের উপর দেয় তাদের সংঘাতে মূলধনের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্মতি করিয়ে দেবার জন্য, তার যুক্তি আরো একটি। এই অর্থনৈতিক উৎপাদন ও সংশয়ের প্রথম দিক নিজেই নিষ্পত্তির এই সময়ে সাধন করে। এই সময়ের প্রথম কথাটি হল আর্থনৈতিক উৎপাদন জনসংখ্যার বা বিশেষভাবে অর্থ-বাহীদের মূলধন। তার তার শেষ কথাটি হল স্বাধীন শ্রম-বাহীদের নির্বাচন প্রসারণশীল হরসনমুহুর্তের হুঁথ-হুঁথা, এবং হুঁথ-হুঁথরাত জগদিল পাথান।

যে নিয়মের বলে, সামাজিক অথবা উৎপাদনশীলতার আগতির কল্পনা, উৎপাদন-উপযোগী সংঘাতে নির্বাচন ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য শ্রম-বাহীদের ক্রমবর্ধিত হবে হসমান ব্যাঙের দ্বারা। কিন্তু প্রথমে যাই হোক, এই নিয়মটি এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনা—যেখানে শ্রমী ভবিষ্যদ্বত্তের উৎপাদনের দাড়িয়ে না, উৎপাদনের উপরই শ্রমী খাঁটি—একটি সমস্ত বিপরীত যুক্তি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়, এবং এই বলে অভ্যন্তর। হল: শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, কর্মে নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত এবং শ্রমীদের চাপো তত বৃদ্ধি হয়; সুতরাং তাদের অতিহিতে অপকার হয় ওঠে আরো অনিশ্চিত, অর্থাৎ অঞ্চলের সম্পদ ভার্দা বাড়াবার জন্য, মূলধনের আত্মবিশ্বাসের জন্য তাদের নতুনের শ্রম-শাখা বিকেলে বাপার হলে ওঠে আরো অনিশ্চিত। সুতরাং উৎপাদনের উপায়পথেও এবং এর উৎপাদনশীলতা, যে উৎপাদনশীল জনসংখ্যার তুলনায় ক্রম্বত গতিতে বৃদ্ধি পায়, এই ঘটনা। এই অর্থনৈতিক তাই নিজেকে প্রকাশ করে এই বিপরীত রূপে যে এখন অবস্থান্তরে মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম প্রশ্নকে তার নিজের আর-প্রসারণের জন্য কাজ লাগাতে পারে, সেই অবস্থানের বিকাশশীলতার তুলনায় শ্রমীশীল অসমাংল ক্রম্বত গতির বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ বিভাগে, আর্থনৈতিক উদ্যোগের উৎপাদন বিশেষ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছিলাম: এই অর্থনৈতিক বাধায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা উন্নতির জন্য এর নকশার সেটি প্রদত্ত সংগঠিত হয় ব্যক্তিগত শ্রমীদের দ্বারা বিনিময়; উৎপাদন উন্নতির স্ব সকল উন্নতি নিজেদের সকলকে রূপান্তরিত করে উৎপাদনকারীদের উপরে অব্যাহত বিদ্যুতি তাদের এবং তাদের শোষণ করে উপাদানের; তার শ্রমীকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে পর্যন্তত করে মানুষের একটি ভাতচাঁ ও সম্পদের একটি রূপান্তর করে যাতে একটি সম্পদ হিসাবে সেই মাত্র যা তার অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তার বৃদ্ধির সহায়তা হিসাবে থেকে; তার। তার কাজের অবস্থানে বিপরীত করে, শ্রম-প্রতিক্রিয়া চলাকালে তাকে বৃদ্ধি করে এমনকি একটি বৃদ্ধিতের কাছে, যা তার নীচতার জন্য আরো। অন্যতম শ্রমীর কাজের আবাসিক পরিকল্পনা করে এর ক্ষেত্রে করে নিচু কর্ম-কালে এবং তার গীত ও সুন্দরকে চেষ্টা নিয়ে
De jour en jour il devient donc plus clair que les rapports de production dans lesquels se meut la bourgeoisie n’ont pas un caractere un, un caractere simple, mais un caractere de duplicité ; que dans les memes rapports dans lesquels se produit la richesse, la misere se produit aussi ; que dans les memes rapports dans lesquels il y a developpement des forces productives, il y a une force productive de repression ; que ces rapports ne produisent la richesse bourgeoise, c’est-a-dire la richesse de la classe bourgeoise, qu’en aneantissant continuellement la richesse des membres integrants de cette classe et en produisant un proletariat toujours croissant.”

(Karl Marx: “Misere de la Philosophie,” p. 116.)
in una nazione sempre all, intessa misura”): কিছু লোকের হাতে সম্পদের আচ্ছাদন সব সরায় বাকি লোকের হাতে সম্পদের অভাবের সমান হয় ("la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri"): অর্থনীতিক লোকের হাতে বিপুল ঐশ্বর্য সব সরায় বাকি অনেকের অন্য গ্রাম-ধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির চরম অভাবের সঙ্গে যায়। কোন জাতির সম্পদ হয় তার জনসংখ্যার সঙ্গে আশ্চর্যাপনাকার এবং তার তুলনা হয় তার সম্পদের সঙ্গে আশ্চর্যাপনাক। কিছু লোকের মধ্যে আমীতাত্ত্বিক অভাবের মধ্যে বাধ্যতামূলক অনুভূতি স্বীকার করে। দরিদ্র ও অলসদার ধনী ও পরিশ্রমীদের আশ্চর্যাপনি।”

১ অটেস্কি: এর প্রায় ১৭৭০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাশাপাশি তাকে, ইংরেজি সেন্ট্রাল টাউনসেন্ট দারিদ্র্যের যাত্রায় তার। কীভাবে করেন সম্পদের আশ্চর্যাপনি শর্ত হিসাবে।

“(আন্ডার লাইব্রেরি) আইনগত নিয়মে, অতিরিক্ত ক্রান্তি, হিংসা ও গোলাম সঙ্গে নিয়ে আসে, ...... অন্য দিকে, ফুল। কেবল শাকসবজি, নিষেবন, অধিকাংশ চাপাই তথাকথন, পরস্পর ডাঃ ও মেহনতের সবচেয়ে অভাবায়ী কর্মীরা। হিসাবে তা উদ্ভূত করে সবচেয়ে প্রবল কর্ম-তৎপরতা।”

ঊত্তরায়ন, সব কিছুই নির্ভর করে অর্থনীতি মধ্যে অনুশীলনে চিন্তাচ্ছিল করার উপর, এবং টাউনসেন্ট-এর মতে, জনসংখ্যার নীতি—যা বিশেষ করে, দরিদ্রদের মধ্যে সম্পদ সেই নীতি তার জন্য যথার্থ সম্পন্ন রাখে। “মনে হয় এটা প্রকৃতিভাবে একটি নয়ম, কিন্তু হয় কিছু মাত্রায় অপরূপ ষড়যন্ত্র (এ অপরূপ যে মূখে কোনো চাষকে ছাড়াই তারা সৃষ্টি হয়) 

“যাতে করে সব সময়েই এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যা। সমন্বয়ের সবচেয়ে হীন, সবচেয়ে নীচ ও সবচেয়ে ইত্যাদি বলতে হবে। এর থেকে মাত্রার মধ্যে ভাবার বর্ধিত হবে এবং যাতে অভিজ্ঞতার নও-মরণ তারা কেবল কর্ম- তৎপরতাতে থাকে নিউক্লিয়া পাওয়া নাএ পরস্পর বিনা চাজায় তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুমানের বৃত্তি অনুপন্নের যার বিশেষত পাওয়া।”

২। জি অটেস্কি, "Della Economia Nazionale libri sei, 1777." in Custodi, Parte Moderna, t. xxv, pp. 6, 9, 22, 25, etc. বলেন, যে, পৃ. ৩২: “In luoco di progettatar sistemi inutili per la felicita de’popoli, mi limitero a investigate la ragione della loro infelicità.”

২। "এ জিস্টারশন অন দি পুরোয়াল লাঙ্গ, বাই এ ওয়েলশার অব যাগ্রন্থ উটারলাঙ্গে" (রেড এজ টাউনসেন্ট), ১৭৬৬, পুনর্নির্দেশ, লগ্ন ১৮১৭ পৃ. ১৫, ৩১, ৪১। এই 'ফ্যাক্টরি' যাগ্রন্থার লেখা থেকে মায়লিন্স গ্রাম পাতার পরে পাতাটা টুকে দিয়েছেন; যাগ্রন্থ নিজে কী তার মতবাদের বেশির ভাগটাই ধার করেছেন জেমেন টুয়ার্ট মিল থেকে ;
মধ্যে যদি ভনসের সম্মানের অবিকার করে ধাক্কা মিঠী করলো, কোমার, মাঠ ও
মন্দিরের আদি কাজে, তা হলো রূপকোঙ্কণ প্রোটেস্টাঞ্চ বাজক-সম্প্রদায় তার মধ্যে
নুঁচে পান দেই সব আইনে নিন্দা। কারণ একটা অর্জন যমে, তালো আইনের বলে
পরিচয়ের প্রেরিত পোষীনায় পরিমানে সরকারি তাত্ত্বিক অধিকার।
কর্ম বললে, “সামাজিক সম্পদের অপরাধ জন্য দেয়া সমাজের পক্ষে উপকারী এই
শোনাটিকের সম্পদ করে সরবরাহ করার ব্যবস্থাপনা করুন, সরবরাহ অবকাশ, সরবরাহ
বিবিধতা কার্যকরী; এক কথায়, যেসবের পূর্বে তার কাজে তুলনা নেই জীবন্ত যা কিছু
অপরাধী অথবা অগ্রসন অথবা প্রায়াধীন অথবা, এরপরে, অক্সয় শোনাটির অগ্র ব্যবস্থা করে দেয়
অবকাশ, মানবিক প্রাথমিক এবং চিন্তাভাবনা (c'est bon!) চারিত্রিক সম্মত।”
কর্ম নিজেকে প্রশ্ন করেন, তা হলো বর্তমান ব্যবস্থা তুলনায়, যে সমাজস্বরূপ সমকালের
জ্ঞানের অধুনাত্ম, এত ধারণ, এত অধিগ্রহণ, তার অগ্রস্থিতি। কোথায়? তিনি নেবে একটি
উত্তরই হ্রম্ব পান: নিতাবতায়!
সিসমদি বললেন, শিক্ষাও “বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে প্রত্যেক শ্রমিকের পার্থক্য শ্রমিকের পার্থক্য তার নিজের পরিপ্রেক্ষা যা ধ্রুবক্ষণ তার চেয়ে ঠেকে বেশি উৎপাদক হতে।
কিন্তু একই সময়ে, যখন তার শ্রম-সম্পদ উৎপাদন করে, তখন যদি তাকে ডাকা হত
নেই সম্পদ নিষেধ পরিবেশকে করতে, তা হলো তা শ্রমের অগ্র তার যে উল্লেখযোগ্য
কমিয়ে দিত।” তার মতে, “মায়া ” (অর্থাৎ অ-শ্রমিক) “নৃলত: সমাজ শিল্পকলাগত
উৎপাদক এবং, উৎপাদনকারীরা আমাদের জন্য যে ভোগ সাম্রাজ্যের সরবরাহ করে,
নেগলিকে ছাড়ি জীবন কাটাত, যদি নেই সব কিছু শ্রমিকের মত নিরস্তর পরিশ্রম
করে, তাদের কর্ম করতে হত।” পরিশ্রম আর্থিক তার প্রতীক্ষার থেকে বিচ্ছিন্ন;
ঘটনা এই নয় যে আগে কাজ করে নেই পরে বিশ্বাস ভোগ করে; ঘটনা এই
ঘটনা এই যে, একজন কাজ করে আর অন্য একজন বিশ্বাস ভোগ করে।
বর্তমান শ্রমের অবশ্য ধার করার সময় কিছুতা অধিক বদলতে হবে। যেমন, স্ট্যুডেন্ট বললেন, “এখানে
এই ক্রীড়া-প্রাথমিক মধ্যে ছিল মাইয়ের কেঁচের করে পরিশ্রমী করার একটা ব্যবস্থা।”
[অ-শ্রমিকের জন্য] ‘মায়া তখন বাধ্য হত কাজ করতে’ [অর্থাৎ মুক্তি অতি জন্ম
থাকতে], 'কারণ তারা তখন ছিল অর্থের ক্রীড়া; মায়া এখন বাধ্য হয় কাজ করতে
[অর্থাৎ অ-শ্রমিকের জন্য মুক্তি কাজ করতে], কারণ তারা তাদের প্রয়োজনের
ক্রীড়া, তা থেকে তিনি পীর্মান ঐ হুতাক্য পদার্থবিদ্যায় পরিশ্রমীর মত এই সিদ্ধান্ত করেন না
যে, মুক্তি-শ্রমিকের অস্বচ্ছেন্দ্র উপসাগর থাকতে হবে। বরং তিনি চান তাদের
অভাব রুপক করতে এবং তাদের অভাবের এই বর্তমান সংখ্যাকে “অধিকতর স্কোয়াল”
বাস্তু-বৃদ্ধির জন্য শ্রম-সাধনায় উদ্বোধিত করতে।

১. কর্ম: H. Fr. cours d'Economie politique...nation. ২৯ ও
৩০ খুলো, পারিস ১৮২৩, পৃঃ ২২৩।
ধনতাত্ত্বিক সংস্করণের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

উৎপাদন ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি পরিবর্তনের একমাত্র ফল হতে পারে কেবল অলস ধনীদের বিলাস ও সন্তান বৃদ্ধি।”

সবশেষে, দেশকে ছাড়া নামে সেই মেছে। রক্ষণ বৃদ্ধি। তত্ত্বাবধিকারীদের নির্দেশনা হঠাৎ তাদের: “দিন দেশগুলিতে লোকরা থাকে আরামে, ধনীদেশগুলিতে তারা সাধারণতঃ দরিদ্র।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনতাত্ত্বিক সংস্করণের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

(ক) ইংল্যান্ড: ১৮৪৬-১৮৬৬

ধনতাত্ত্বিক সংস্করণ অনুপাদন করার পক্ষে গত ২০ বছরের সময়কাল যত অলস, অর্থনীতিক সমাজের আর কোনা কাল ততটা নয়। যদি হয় যেন এই কার্য করুন এর তাজ্জ্বর পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত দেশের মধ্যে ইংল্যান্ডই হল আবার একমাত্র চিত্রায়ত উদাহরণ, কেননা বিশ্বের বাণিজ্য তার স্থান সর্বাধিক, কেননা একমাত্র এখানেই ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন সম্পূর্ণ ভাবে বিবিধ, এবং সবশেষে, কেননা ১৮৪৬ সাল থেকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকাংশের এর মাধ্যমে অর্থনীতির শেষ অশ্লীলটি ভেঙে দিয়েছে।

উৎপাদনে যে হার প্রতি ২০ বছরের পরবর্তী ১০ বছরের অগ্রগতি আবার পূর্ববর্তী ১০ বছরের অগ্রগতিকেও ছাড়িয়ে যায়—তার কথা চলিত বিভাগেই বিশদ তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও গত অর্থ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার অনানুষ্ঠানিক রুদ্ধি ছিল খুবই বিরাট, তবু অনানুষ্ঠানিক জীবন হল নিরস্ত্র হয়ে গেছিল।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর জনসংখ্যার বাংসারিক শতাব্দী রুদ্ধির হার দশমিক সংখ্যায়:

১. সিসাদি: Nouveaux principes d'Economie politique, vol—II Paris, 1819. পৃঃ ৭২, ৬০, ৬৫।

২. Destutt de Tracy, l.c., p. 231: “Les nations pauvres, c'est la ou le peuple est a son aise; et les nations riches, c'est la ou il est ordinairement pauvre.”
অন্ত দিকে, এবারে বিবেচনা করা যাক সম্পদ বৃদ্ধির কথা। এখানে, আয়-করের আওতায় আসে এমন মুনাফা, জমির খাজনা ইত্যাদিই হল সবচেয়ে দিনিত ভিত্তি। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে আয়-করের আওতাতুল্য মুনাফার বৃদ্ধি (জোড়-মালিক ও আরো কিছু বর্গকে বাদ দিয়ে) পাতিত্যে ছিল ৫০'৪৭ শতাংশ কিবা বাংলাদেশী গড় হিসাবে ৪'৫৮ শতাংশ, সেক্ষেত্রে এ একই সময়কালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশী গড় হিসাবে পাতিত্যে ছিল প্রায় ১২ শতাংশ। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত করের আওতাতুল্য জমির খাজনা (বাড়ি-ছাঁটা, বেলেখা, খনি, মৎস্যক্ষেত্র ইত্যাদি ধরে) বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩৮ শতাংশ কিবা বাংলাদেশী ৩৫'৯ শতাংশ। এই শিলালিপিটি নিয়মিত বিষয়গুলিতে ঘটেছিল বৃহত্তম বৃদ্ধি।

১৮৫৩ সালের বাংলাদেশী আয়ের
তুলনায় ১৮৬৪ সালের বাংলাদেশী
আয়ের অধিকত্ব

বাড়ি-ছাঁটা : ৩৮'৬০ শতাংশ
পাখি-খাত : ৮৪'৭৬
খনি : ৬৮'৫২
লোহা-কারখানা : ৩৫'২২
ঠাহার-চাষ : ৫৭'৩৭
গ্যাস-কারখানা : ১২৬'০২
বেলেখা : ৮৩'২৯

বাংলাদেশী বৃদ্ধি:

১৮৫৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত যদি আমরা চারটি করে পর-পর বছরের তিনটি প্রতি ভাগ করে, তেই প্রতিপালিতে তুলনাকরি করি, আমরা দেখতে পাই যে বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৮৫৩ এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার হল বাংলাদেশী ১'৭৩ শতাংশ; ১৮৫৭ এবং ১৮৬১ সালের মধ্যে ২'৭৪ শতাংশ এবং

১. ইংরেজ সরকারের 'টেক্সট রিপোর্ট, ইন্ডিয়াও রেডিনিউ লন্ডন, ১৮৬৩, পৃঃ ৩৮।
২. ঐ।
১৮৬১ এবং ১৮৬৪ সালের মধ্যে ২৩০ মাত্রায়। যুক্তরাজ্যের আয়কর-যোগা আয়সমূহের যোগফল ১৮৫৬ সালে ছিল £ ৩০,৭০,৬৮,৮১১; ১৮৫৭ সালে £ ৩২,৮১,২৭,৪১৬; ১৮৬২ সালে £ ৩৫,৩১,৪২,৬১৪; ১৮৬৩ সালে £ ৩৫,৩১,৪২,৬১৪; ১৮৬৪ সালে £ ৩৬,২৭,২৭,২১৪; ১৮৬৫ সালে £ ৩৮,৫৫,৩০,০২০। ১

এই সময়ে মূলধারের সঙ্গে একত্রে চলেছিল সংক্ষিপ্তক্ষেত্র ও কেন্দ্রীয় কর। যদিও ইংল্যাঙ্গিওর বৈদ্যুতিক কৃত্রিম মূলধারের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নেই (আয়ল্যাঙ্গের অংশ), ১০টি কোটিতে তা সর্বমাত্র দেওয়া হয়েছিল। এই সব পরিসংখ্যান থেকে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তাতে দেখা যায়, ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সাল অর্থ ১০০ একরের কম আয়তন আয়োজনের সংখ্যা ৩১,৫৮৩ থেকে কমে ধাঙ্গায় ছিল ২৬,৬৬৭টি; যার মানে, ৫,০১৬টি জোট করেটকটি করে একত্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে বড় বড় জোট পরিপূর্ণ হয়েছিল। ২ ১৮৫৩ থেকে ১৮২৫ সাল অর্থ ১১,০০,০০০ বেশি যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যের ভূ-সম্পত্তি ('এক্সটের') উদ্ভাবনকারী করের অধীনে আসেন; ১৮২৫ থেকে ১৮৫৫ সাল অর্থ ১৩ একর এখানে এসেছিল, এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৫২ সালের জুন মাস অর্থ, অর্থাং ৪২ বছরের এসেছিল ৪টি। ৩ অর্থ একক, কেন্দ্রীয় করের থেকে ভাল ভাবে পাওয়া যায় ১৮৪৪ এবং ১৮৫৫ সালের আয়কর তালিকা 'খ'-এর একটি সংক্ষিপ্ত বিশেষণ থেকে (মূলধার—জোট ইত্যাদির যুক্তরাজ্য বাণিজ্য দ্বারা)। আগে অভ্যস্ত বলে রাখি যে, এই উৎস থেকে গ্রান্থি যুক্তির ৩০ পাউন্ডের উপরে সব কিছু বাংলা কর দেয়। ইংল্যাঙ্গিও, ওয়েলস ও স্টার্ল্যাঙ্গ করের আওতাতন্ত্রিক এই আয়সমূহের পরিমাণ ১৮৫২ সালে হয়েছিল £ ২,৫৮,৪৪,২৩২; ১৮৬৩ সালে £ ১০,৫৪,৫৩,৭৯২। ৪ ১৮৬৪

১. এই পরিসংখ্যানগুলি বুলনার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু, অনাপন্থক তাত্ত্বিক ভাবে দেখলে, বিখ্যাত, একটি সমস্ত: ₹১০,০০,০০০,০০০ আয় বাণিজ্যিক অংশের মধ্যে যায়। ইংল্যাঙ্গিও রেভিনিউর কমিশনারদের কাছ থেকে ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠান অভিযোগ, বিশেষ করে, বাণিজ্য ও শিল্প শ্রেণীগুলির দ্বারা অংশিত প্রতিষ্ঠান অভিযোগ, হামেশাই ক্ষোনা যায়। যেহেতু, একটি যোগ যুক্তনামা কোম্পানি বিবরণ দাখিল করল যে তার কর-যোগা যুক্তরাজ্যে সমূহের হল লবে মোট ৬,০০০, কর-নির্মাতার অভিযোগ যা বাড়িয়ে করলেন ৮৮৮,৮৮৮, এবং শেষ পর্যন্ত এই পরিমাণটির উপরে কর দেওয়া হয়। আরেকটি কোম্পানি দেখিয়েছিল তার কর-যোগা যুক্তরাজ্যে মোট ৭,২০,০০০; শেষ পর্যায় বীজার করতে যায় যে তার যুক্তরাজ্যে মোট ৬,৫০,০০০। (এই, পৃষ্ঠা ৩২)

২. 'আইচ্ছিয়ার' ইত্যাদি, অ, পৃষ্ঠা ২২। জন ব্রাইডের বোধগম্য, যে, ১৫০ জন আমৃতার আমলে ইংল্যাঙ্গিও এবং ১২ জন অর্থে স্টার্ল্যাঙ্গের মালিক, কখনো খিড়কিয়া হয়নি।

৩. চুন্ডর রিপোর্ট ইত্যাদি, ইংল্যাঙ্গিও রেভিনিউর কমিশন, লন্ডন, ১৬৬০, পৃষ্ঠা ১৫।

৪. কেন্দ্রীয় আইন-অনুযায়ী বাণিজ্যিক বাণিজ্যের পরে এখানেই হল নীতি আয়।
থালে মোট ২,২৮,২১,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে কর-আরোপিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,০৮,৪১৬ জন; ১৮৬৫ থালে মোট ২,৪১,২৭,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে কর-আরোপিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,৩২,৪৩১ জন। নিম্ন-প্রদত্ত সারণীতে এই দুই বছরে এই সব আরের বণ্টন দেখানো হল।

<table>
<thead>
<tr>
<th>মোট আয়</th>
<th>মুনাফা থেকে আয়</th>
<th>ব্যক্তিসংখ্যা</th>
<th>মোট আয়</th>
<th>মুনাফা থেকে আয়</th>
<th>ব্যক্তিসংখ্যা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>৫ই এপ্রিল, ১৮৬৪, যে বছরটি শেষ হল</td>
<td></td>
<td></td>
<td>৫ই এপ্রিল, ১৮৬৫, যে বছরটি শেষ হল</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>মূল্যায়ন</td>
<td>৫২,৪৬,৪৪,২২২</td>
<td>৩,০৮,৪১৬</td>
<td>১০৫,৫৫,৫৩৮</td>
<td>৩,৩২,৪৩১</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>এই সমস্তের</td>
<td>৫,১০,২৮,২৮২</td>
<td>২৩,৩৩১</td>
<td>৬,২৫,৩৫,৫৭৬</td>
<td>২৪,২৬৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>৩,৬৪,১৫,২২৫</td>
<td>৩,৬২১</td>
<td>২,১৫,৫৫,১০৩</td>
<td>৯৭৩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>২,২৮,০২,৮৮১</td>
<td>৮৩২</td>
<td>১,১০,৭৭,২৮১</td>
<td>১০৭</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>৮৬,৪৪,০৬২</td>
<td>৯১</td>
<td>১,০৬,০৬,৭৩১</td>
<td>১০৭</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

১৮৫৫ থালে যুক্তরাজ্যে উপাধিত হয়েছিল ৬,১৫,৮৩,০৭ টন কয়লা, যার মূল ছিল ১,৬১,১৭,১৬৭ পাউড; ১৮৫৪ থালে ২,১৬,৬৭,৭৩ টন, মূল্য ২,৩১,৭৬,২৬৩ পাউড; ১৮৫২ থালে ৩২,১৬,১৫৭ টন লৌহ-পিপে, মূল্য ৮০,৬৫,৮৫ পাউড; ১৮৫৪ থালে ৪৭,৬৫,২৫ টন, মূল্য ২,১২,১২,৮৭৭ পাউড। ১৮৫৪ থালে যুক্তরাজ্যে চালু রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০০৫ মাইল, আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ২৮,৬০,৬৬,৭৯৪ পাউড; ১৮৫৪ থালে রেলপথের দৈর্ঘ্য দীর্ঘতা ১২,১৮৯ মাইল, আদায়ীকৃত মূলধন ৪২,৪৭,১৬, ৬১৩ পাউড। ১৮৫৪ থালে যুক্তরাজ্যের মোট রপ্তানি ও আমদানি ছিল ২৬,৮২,০৪৪ পাউড; ১৮৫৫ থালে ৪৮,৯৮,২৩,২৫ পাউড। নিম্নোক্ত সারণীটি থেকে রপ্তানির গতি জানা যায়:

| থাল | মূল্য টন টন টন টন |
|------|------------------|------------------|
| ১৮৫৬ | ৫,৫৬,৯২,৩৭৭ | ৬,৩৫,৬৬,০৫২ |
| ১৮৫৭ | ১১,৫৬,২৬,৩৪৮ | ১৩,৬৫,৪২,৯১৭ |
| ১৮৫৮ | ১৬,৫৮,৪২,৪০২ | ১৮,৮৬,১৭,৩৬৩ |

* এই সময়ে ১৮৬৭ থালের মার্চ মাসে ভারত ও টীনের রাজ্যের আইবার ব্রিটিশ তুলনাতম পণ্যের রপ্তানিতে সরবরাহের বাহ্য ঘটেছে। ১৮৬৬ থালে তুলনাতম দর অর্থকর্তাের
ঈশ্বরি উদাহরণগুলির পরে ‘রেজিষ্টার-জেনারেল’-এর বিল্ভ জ্ঞাতির বিজয়-যোগ্য সহজেই বোঝা যায়: “যদিও জনসাধারণকে ফ্রেন্ট গতিতেই বৃত্তি পেয়েছে, তা হলেও তা শিল্পী ও সম্পদের অবগতির দর্শন পা মিলিয়ে এগোতে পারলেনি।”

এক্ষেত্রে এই শিল্পীর প্রত্যেক সংঘটকের, তথা এই সম্পদের উৎপাদনকের দিকে—

ফ্রেমিক-শ্রেণীর দিকে নর্তক দেখায় যথাযথ। গ্রাম্যনবাসীদের কথায়, “এই দেশের সামাজিক অবস্থার সর্বাপেক্ষা বিশেষতর বৈশিষ্ট্যগুলীর মধ্যে অতিশয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন জনগণের পরিতোষ-ক্ষমতা হারাতে পাচ্ছে এবং যখন শ্রেণিক-শ্রেণী ও কর্মীদের অভাব ও দুর্দায়িতা হালাতে, তখন এখানে ঘটছে উচ্চতর শ্রেণীগুলির হাতে সম্পদের নির্দেশনা সংঘন এবং সম্পদের নির্বাচন দৃষ্টি।”

এতে উল্লেখ এই মহান্যতি মনী-মহোদয় ১৮৪৩
সালের ১৩ই এপ্রিল, কর্ম সভায় তার ভাষণ।
২০ বছর পরে, ১৮৬৩ সালের
১৩ই এপ্রিল, যে-বক্ত দিয়ে তিনি ভাষণ উদ্বাসন করেন, তাতে তিনি বলেন,
“১৮৪২ থেকে ১৫২ সাল অর্থ দেশের কর-সোনা আয় বৃত্তি পেয়েছে ৬ শতাংশ।
...
১৫৩৩ থেকে ১৮৬১ সাল পূর্বে আত বছরে, ১৫৩৩ সালে ভিত্তি হিসাবে ধরে, এটি
আয় বৃত্তি পেয়েছে ২০ শতাংশ।
এই ঘটনা এত অস্বাভাবিক যে গ্রাম অবিশ্বাস।
সম্পদ
লোক এই উদাহরণকর বৃত্তি সমাধ্যায় তথ্যকে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যে সংবদ্ধ
নিশ্চয়ই অন্যতম জনগণের পক্ষে প্রত্যেক ভাবে মনজ্ঞান হবে, কেননা তা সাধারণ
ভোরের পণ্ডিত্যবাদের দিকে সত্তা করে দেয়।
যখন ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছে, তখন
দরিদ্র হচ্ছে আরো কম দরিদ্র।
যাই হোক, দারিদ্রের চরম দশা হারাতে পেয়েছে কিনা,
তা আমি বিনা বিচারে বলতে পারি না।”

কাপিটাল (২য়)–২৫
যদি “দরিদ্র”-ই থেকে গিয়েছে, কেবল বে-অধিগতে তার। বিশ্বাস বোঝাতের জন্য “সম্পদ ও শিক্ষা, উদারনকর বুদ্ধি ঘটিয়েছে” সেই অধিগতে “কম দরিদ্র” হয়েছে, তা হলে তার। আপেক্ষিকভাবে আগের মতই দরিদ্র থেকে গিয়েছে। দারিদ্রের চরম বিধি যদি না হয় পেয়ে থাকে, তা হলে তা বুদ্ধি পেয়েছে, কেননা সম্পদের চরম বুদ্ধি থেকেছ।

জীবন-ধারণের উপর-উপাদানের সত্য হয়ে যাওয়া। সম্পদের সক্রিয় পরিসংখ্যান, তথা লম্বা অবকাশ আসাইলাম-এর ( লুপ্ত অনাথ আশ্বাস'-এর ) হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৫১-১৮৫৩ সালের তিন বছরের গড়ের তুলনায় ১৮৬০-১৮৬২ সালের তিন বছরের গড় দাম ২০ শতাংশ বুদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী তিন বছরে ১৮৬৩-১৮৬৫মাস, মাথান, ঢুক, চিন, মান, ক্যালা, এবং জীবন-ধারণের অভাব আনকুলি অব্যাহতির দাম কমর্বর্জমান হারে বেড়ে চলেছে। ১ ১৮৬৪ সালের সালের ইপিল তারিখে প্রথম গ্রাস্টোনের পরবর্তী বাস্তব বক্তাতাতে তো উল্লেখ-যুক্ত স্থলনের অগ্রগতি ও ‘দরিদ্র’-শোষিত জনগণের সুখ সুখে পিঠার-রচিত বন্ধনের স্থলতের মত। তিনি তার বক্তৃতায় দৃষ্টির প্রান্তভূক্ত অংশগণের কথা, যে-সব শিল-শাখায় মানুষ উচ্চপায়িরনি, দে-সেবের কথা বলেন এবং, সমবেদনা, এক কথায়, অংশবিশিষ্ট বুদ্ধির কথা বিবেচনা করেন, “মানব-জীবন, ব্যাপি দশটি ক্ষেত্রের মধ্যে নানা তেই কেবল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।” অথবা আকাশ ফর্সেট গ্রাস্টোনের মত সক্রিয় বিচার-বিচারের দ্বারা নির্মিত নন; তিনি সোনা-স্বর্কিয় দূরত্ব করেন, “আমি অবশ্য অধীনক করি না যে, ( গত দশ বছর ) মূলধনের এই সম্পদের ফলে অধিক মানুষিক বুদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই বাহিক অবিধান অনেক

1.  ‘বুধ বুড়ি’ আমার বিবরণ জন্য: ‘সিদ্ধান্তনিবাস ন্যাটিভিক অব দি ইউনাইটেড কিংডম, ৪র্থ বিভাগ, লম্বা ১৮৬৩, পৃঃ ২৬০-২৭৩। অনাথ আশ্বাসের পরিসংখ্যানের পরিবর্তে, ‘মিনিস্টারিয়াল জার্নাল-এ রাজবংশের শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সালামারক ব্যবহার্য পড়লেও চলে। সেখানে জীবন-ধারণের মধ্যে সামাজিক স্বৰ্ণযুগ তার কথা। কথনা। তুলে যাওয়া। হয় না।

2. গ্রাস্টোন কমল-সহ, ৭ই এপ্রিল, ১৮৬৪: হার্টফিল্ড-এর বর্ণনা। এইরূপ—‘আর, আরেো বুখার ক্ষেত্রে—কী এই মানব-জীবন! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিবর সংগ্রাম।’

গ্রাস্টোনের ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালের বাংলাদেশ-বক্তাত্তশ্লিষ্ট নির্দেশ বিষয়ে একজন ইংরেজ এলাকাতে নিযোগ করিবার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন:

“Voila, l’homme en effet. Il va du blanc au noir
Il condamne au matin ses sentiments du soir.
Importun a tout autre, a soi-même incommode,
Il change a tout moment d’esprit comme de mode.”

( ‘বিষয়ির অব এক্সেঞ্চেঞ্জ ইঞ্জিয়ার’, লম্বা, ১৮৬৪, পৃঃ ১৩৫।)
ধর্মপালক সংঘের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

পরিমাণেই হচ্ছে বিনং, কারণ জীবন-ধারণের জন্য আবশ্যক প্রথ-সামগ্রী হচ্ছে আমার মহার (তার বিবাহ মূলনাম ধারুনুমূহের মূলন-ঙ্গের দরক)  দৃষ্টি করত পালিত হচ্ছে আমার ধনবান হয়, অচি শিক্ষা নিজুক মৌলি-র সচ্ছলতা-ভোগের ক্ষেত্রে কোন। অগতি পরিলক্ষিত হয় না।  তারা ( শ্রমিকেরা ) ব্যবসায়ীদের প্রায় জীবনধারায় পরিণত হয়, কেননা তারা তাদের কাছে কিছু না।

“প্রথম-বিশেষ” এবং “সেকেন্দ্রী” সম্বন্ধে অন্যদিকে পালিত দেখা দেখা কোন কোন অবস্থায় ব্রিটিশের শ্রমিক-শ্রেণী সম্পর্কে কোন শ্রেণির জন্য “সম্পদ ও শক্তির উত্তাপনায় সংরক্ষিত” ঘটেছিল।  দেখানো আমার প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিল শ্রমিকের সামাজিক কর্ম-সম্পাদন সংস্থায়। কিন্তু সম্বন্ধের নিয়মটির পূর্ব ব্যাখ্যার জন্য, কর্মশালার বাইরেও তার অবস্থায় ঢিকে জন্য দেখা দরকার—যথার্থ ও বাস্তব রূপে তার যে অবস্থা, তার ঢিকে। এই প্রথমে যা চিহ্নিত, তা আমাদের বাণ্ড করে প্রাধান্যের শিল্প-সর্বরক্ষণ- শ্রেণীর (ইন্ট্রাক্টিয়াল প্রোটারিওন) অংশের কম মন্ত্রী-গ্রাম অংশের এবং কৃষি- শ্রমিকদের বিষয়ে মনোযোগ দিতে; শিল্প-সর্বরক্ষণ-শ্রেণীর সর্বচেয়ে কম মন্ত্রী-গ্রাম অংশে এবং কৃষি-শ্রেণীর সম্পর্কিত অংশ।

কিন্তু, প্রথমে, সরকারি দৃঢ়তা প্রদর্শিত, কিংবা শ্রমিক-শ্রেণীর যে অংশ তার অস্পষ্ট- ধারণের শক্তিকে ( শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের শক্তিকে ) হারিয়েছে, এবং কোন বিস্ময় বদলে আছে সরকারি খাদ্যরতের উপরে, সে অংশ প্রসঙ্গে একটি কথা। ইন্ডিয়াস হুহুসের সরকারি দাসীক সংখ্যা ছিল ৮,০১,৬৬৩ জন; ১৮৫৬ সালে ৮,৭৭,৭৬৭ জন; ১৮৫৫ সালে ৯,১১,৪৩৩ জন। তুলা-হুমাইনের দরকার এই সংখ্যা ১৮৩৩ ও ১৮৬৪ সালে দাসীকে ১০,২২,৬৩২ ও ১০,২৪,৬৭৭ জন। ১৮৫৩ সালের সংক্ষেপ, যা সবচেয়ে প্রচুর তার অধিক ছিল নতুনকে, তার হুমাইন-রাজার বেশি জনবহুল এই বিশ-বাংলার কেপিটালে ১৮৪৩ সালে হুমাইন-সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৮৩৩ সালের তুলনায় ২৩.৫ শতাংশ এবং সালের তুলনায় ২৫.৪ শতাংশ, এবং ১৮৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালের প্রথম কথা মাস আরো বৃহত্তর শতাংশ। হুমাইন তালিকার পরিসংখ্যান বিক্রয়ে থেকে দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। এক ঢিকে, হুমাইনের সংখ্যায় উপরে নীচে গুচ্ছ-নাম। প্রতিফলিত করে শিল্প-চক্রের পীরবৃহত্তর উত্তর-পত্তন। অন্যদিকে, হুমাইনের সাধারণ সংস্থা বেশি শ্রেণী-সম্পাদন এবং, সেই কারণে, শ্রমিক-শ্রেণী শ্রেণী-সম্পাদনে সহযোগিতা বিকাশ লাভ করে, সেই অগাধতে দৃঢ়তা সম্পর্কিত সরকারি পরিসংখ্যানও বেশি বেশি করে বিভ্রমিত হয়। দৃষ্টিকোণ: হুমাইনের প্রতি আচরণে সহ-সম্পর্ক। প্রদর্শন

১. এইচ ফসেট, ঐ, পৃ. ৫৯-৬২। খুব বড় দোকানদের উপরে শাসনের ক্রমবর্ধন নিক্ষেপের কারণ হল তাদের চাকরির ঘন ঘন ছড়িয়ে ও অনিশ্চিত অবস্থা।

২. এখানে ওয়েলসকে সর সমায়ই ইংল্যান্ডের মধ্যে ধরা হয়েছে।
করা হয়, যার সম্পর্কে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকাগুলি (ফিতাইমস, পল মল গেজেট) গত দ্বীপত তারররে চীফকার করেছে, তা প্রাচীন কালের সমৃদ্ধ করিয়ে দেয়। ১৮৪২ সালে এক একলা ভিত্তিক একই বর্ণ অফিসার ঘটনা, ভিতর একই একই বর্ণ "রোমাঙ্গ সাহিত্য"-সম্পর্কে সাময়িক মামলা হে তৈরি উদাহরণ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু গত দশ বছর লাগানে অনুশোভিত মৃত্যুর অভ্যাস রুপস্থি নিষ্পাষণের প্রমাণ করে যে, মে-আতিকের মধ্যে অমৃত্তনী জন্মগ্রহণকে কর্মশালায় গোপনি তথা দুর্দশার জন্ম দেও ভোগ করতে হয়, তা বেরোয়ানী হয়েছে।

(১) ব্রিটেনের শিখ-শ্রমিক-শেকেরীর অভি নিয় মজুরি-প্রাপ্ত বিভিন্ন স্তর

১৮৬২ সালের তুলনা-দৃষ্টিকোণের কালে প্রতি কাউন্সিল ড্যান সিখের দায়িত্ব দিয়েছিল লাঞ্চারে ও চেশীরের দুর্দশ্চার্য্য অফিসারদের পুর্ণ অংশগুলি সরকার করতে। পূর্ববৃত্তী অনেক বছরের পরবর্তীতে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "অনুশোভিত অধিব্যাপি নিবন্ধনের জন্য একজন সাধারণ নায়কের সৈনিক আহ্বান ১০০ গ্রেন নাইটোরাঙেসহ অন্তর্ভুক্ত ৩,০০০ গ্রেন কার্বন থাকে। দারিয়া একজন সাধারণ পুরুষের ২০০ গ্রেন নাইটোরাঙেসহ অন্তর্ভুক্ত ৪,০০০ গ্রেন কার্বন; নায়কের জন্য ২ পাই তাল গ্রেন রুটিতে মে-পরিমান পুলিশ উপাধিয় থাকে অর্থাৎ পুলিশের জন্য আরো ৫ ভাগ; বাস্ত নায়ক ও পুলিশের জন্য সাম্প্রদায়িক গড় অন্তর্ভুক্ত পুলিশ ২৮,৬০০ গ্রেন কার্বন এবং ১,৭৩০ গ্রেন নাইটোরাঙে। পুলিশকর খাতের মে-শেষোচ্চ পরিমান তুলাভর্তীর। অভাবের চাপে থেকে বাধ্য হচ্ছিল, ড্যান সিখের হিসাব আশ্চর্যভঙ্গক ভাবে তার সঙ্গে মিলে পিয়েছিল। ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিমাণ ছিল সমাপ্রায় ২১,২১১ গ্রেন কার্বন এবং ১,২২৫ গ্রেন নাইটোরাঙে।

১৮৬৩ সালে প্রতি কাউন্সিল ইংল্যান্ডের অভিদ্বয়ীর সম্পর্কে অপুষ্ট-গোপনী অণ্শের দুর্দশা সম্পর্কে একটি অধ্যয়ন পরিচালনা দেয়। প্রতি কাউন্সিলের মন্ত্রী অফিসার ড্যান সাইমন এই কার্বনের জন্য মনের কারণ উল্লেখ ধ্বংস স্থাপন করেন উল্লেখ ধ্বংস স্থাপন করেন। তার জন্য পরিবর্তন ছিল একটি বিশ্বাসঘাতক এবং, অন্য দিকে রেশম-যৌনকর্মীর জন্য।

১. আয়তন সিখের আমলে থেকে যে-অপরাধী ঘটেছে, এই ঘটনার উপর একটি বিশেষ রকম অলোচনা করে যে "কর্ম-নিবাস" (‘দুঃখ-নিবাস’) কথাটা এখনো মাঝে মাঝে "ম্যাকফার্সরি" (অম্ব-কারখানা) কথাটার সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেহেতু, তার অশ্ব-বিভাগ সংক্ষেপে অধ্যায়টি এই বলে শুরু হয়েছে "কাজের প্রতোকটি আলাদা আলাদা শাখায় নিযুক্ত ভক্তিদের প্রায়ই সমেত করা হয় একই কর্ম- নিবাসে।"
ধনত্বিক সম্পদের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

স্থানী-কর্ত্তৃক নিযুক্ত মহিলারা, দস্তা-প্রেরকার্যেরা মোকা-যোনিকারী ও পালা- প্রেরকার্যেরা। অন্তর্নাক্ষ পরিচালনায় নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি বর্গে সবচেয়ে শাস্ত্রীয় পরিবারগুলিকে এবং তুলনাযুক্ত ভাবে যায় সর্বালাদের তাল অবস্থায় আচ্ছা, তাদের অবস্থায় তাল করা হবে।

সাধারণ ভাবে দেখা গিয়েছিল, অন্যায় কাজের মে-সব শ্রেণীকে পরিষ্কা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেবল একটি শ্রেণী-ক্ষেত্রেই নাইট্রাজেনের গড় সরবরাহ নূন্তম পরিমাণে নির্বাচিত হয়। যদিও তার অবস্থান তাল এবং অনিয়মের শ্রেণীর ক্ষেত্রে সেই মাঝে। প্রায় উপনীত হওয়া গিয়েছে [ এখানে 'পার্শ্ব' মাঝে হল অন্যন্তর অভিজ্ঞ নিয়োগের পক্ষে পরিকল্পনা ] ; এবং দুটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঘটিত থেকে গিয়েছে ; একটিতে বিষাল ঘটিত—নাইট্রাজেন ও কাঁধ্য, উভয়েরই। তা ছাড়া, কুষ্ঠ-জনসংখ্যার সমাক্ষীভূত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেল, তাদের মধ্যে এক-পাকামাজ্জায় বেশি পায় কার্যমুক্ত খাদ্যের নির্বাচিত মাঝোর কম, এক- তৃতীয়াংশের বেশি পায় নাইট্রাজেনযুক্ত খাদ্যের নির্বাচিত মাঝোর কম এবং তিনটি কাউটিতে ( বাঁকালিয়ার, অল্পকোর্টশায়ার এবং সমারসেটশায়ার-এ নাইট্রাজেন খাদ্যের অগ্রায়নযুক্ত হল স্থানীয় আহারের গড় বিন্যাসে। ) কুষ্ঠ-অধিকারীদের মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বালাদের বিভিন্ন অংশে যে ইংল্যান্ডেই কুষ্ঠ-অধিকারীর হল সরবরাহ অতিক্রম। কুষ্ঠ-অধিকারীদের মধ্যে খাদ্যের এই অন্তর্দের দুর্ভিক্ষ প্রাথমিক সহ করতে হয় নাইরি ও নিশ্চিত, কেননা যাতে যে কাজের পাতে, তার মূল্য মাঝোরকে অবশ্যই থেকে হবে।” এ থেকেও আরো বেশি অন্তর্নিহিত নির্দেশ করে দিচ্ছিল শহরের অধিকারী। “তারা এত সমস্ত যে নিচিত তাকেই তাদের মধ্যে রয়েছে কাছাকাছি ও কর্তিক কর্ষ্ট-সাধনের অনেক দৃষ্টান্ত।” (এই সবই তো ধনিকের কৃষ্টি-সাধন ! অর্থাৎ তারা হাতালিয়াকে কেবল সহীর রাখার জন্য নিচিত প্রাণধারণের যে-নূন্তম উপকরণসমূহ পরম প্রয়োজন, সেগুলি জন্য তদৃপযূক্ত ব্যাবসায় থেকে অভিজ্ঞতা সাধন করে।)

বিশ্ব শহরবাসী অজ্ঞানী অগ্রগণ্যের উল্লিখিত বর্গগুলির পৃষ্টিকর খাদ্য-প্রাপ্তির পরিবর্তিত নিয়-প্রধান গণীতে থেকে পাওয়া যায়; যাঁ সর্বাপেক্ষা মূল্য প্রাপ্ত খাদ্য-পরিবর্তির কথা বলেছেন, এবং সর্বাধিক দুর্ভিক্ষ সময়ে তুলা-কল-কম্বলের যে খাতা-ভাঁটা দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে এটা তুলনীয়।

1. “জন-বাণ্য। যে বিপোষ, -৮৭৪”, পৃঃ ১৩।
2. তি, পৃঃ ১৭।
3. তি, পৃঃ ১৩।
<table>
<thead>
<tr>
<th>নারী-পুরুষ</th>
<th>গড়</th>
<th>সাধারণ কর্মন</th>
<th>সাধারণ নাইট্রোজেন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>পাটাবাদ অস্ত্র-মধ্যস্থ পেশা</td>
<td>28,876 গ্রেন</td>
<td>1,192 গ্রেন</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ল্যাঙ্কাশায়ারের বেকার</td>
<td>28,211 &quot;</td>
<td>2,295 &quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>অশিকরা</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ল্যাঙ্কাশায়ার-অশিকদের জন্য</td>
<td>28,600 &quot;</td>
<td>1,330 &quot;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

সমীক্ষকাত্তুর শিল-অমিক বর্গুলিকে অর্থের ব্যাখ্যা করেন কেন ‘বিবাহ’ ছিল না, ২৮ শতাংশের ক্ষেত্রে ছিল না কেন। বড়। পরিবারপ্রিয়তার পুষ্টিকর পদার্থের সাধারণ গড় হাতে নিয়ূক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে ১ আউল থেকে মোক। তাদের কাছে নিয়ূক্ত কর্মীদের ২৪৫ আউল পর্যন্ত কম-বেশি হয়। যারা ছুদ পেত না, তাদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশই হল লজ্জার স্তিতা-কর্মী মহিলার। রুটির পরিমাণ কম-বেশি হয় স্তিতা-কর্মী মহিলাদের বেলা ৭০ পাউড় থেকে জুতো-প্রস্ততকারীদের বেলায় ১১২ পাউড় পর্যন্ত, যার লোকদের মাথা-পিছু সাধারণ গড় পাড়ায় ২২ পাউড়। চিনি (বোলা গুড়, ইত্যাদি) দর্জনা-প্রস্ততকারীদের জন্য মাপাইতে ও আউল থেকে মোক। প্রস্ততকারীদের জন্য ২২ আউল পর্যন্ত কম-বেশি হয়, সকল বর্গের বর্ণ বিভিন্নদের জন্য মোট সাধারণ গড় মাথা-পিছু পরিমাণ ৮ আউল। বয়স্কদের জন্য মাথার (চরি ইত্যাদির) মাঝারিদিক সাধারণ গড় ৫ আউল। মাংসের (শুকর ইত্যাদির) সাধারণ গড়ে পার্থক্য হত রেশম-বয়নকরীদের ক্ষেত্রে ১৩ আউল থেকে দর্জনা-প্রস্ততকারীদের জন্য ১৮ আউল; বিভিন্ন বর্গের জন্য মোট গড় ১০৬ আউল। বয়স্ক লোক-পিছু খাতের জন্য সাধারণ গড়ের গড় পরিমাণ এই রকম: রেশম-বয়নকারী ২ শী। ২৫ পে, স্তিতা-কর্মী মহিলা ২ শী ৭ পে, দর্জনা-প্রস্ততকার ২ শী। ২৫ পে, জুতো-প্রস্ততকার ২ শী। ২৫ পে, মোক-প্রস্ততকার ২ শী। ৬৫ পে। ম্যাক্সডিসিল্টের রেশম-বয়নকারীদের ক্ষেত্রে এই গড় মাত্র ১ শী। ৮৫ পে। সেখানে চারার দস্তা ছিল স্তিতা-কর্মী মহিলা, রেশম-বয়নকারী এবং দর্জনা-প্রস্ততকারীদের। এই সব তথ্য প্রদানে অন্য সাইন তার সাধারণ বাস্ত্ব সংক্রান্ত প্রতিভেন’-এ লিখেছেন,

1. ঐ, সংযোজনী, পৃ ২৩২
2. ঐ, পৃ ২৩২, ২৩৩।
ধনতাত্ত্বিক সংঘাতের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

"ব্যাধির কারণ বা তার বৃদ্ধির কারণ যে কাঠিয়ুক্ত খায়, তা যে-কেউ মিনি গিরিক আইনের তালিকাভুক্ত জাহাজের চিকিত্সা সম্পর্কে কিংবা হাসপাতালগুলির অন্যান্য বাইরের সোজীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, তিনিই তা সমর্পন করবেন। তবে, এই প্রসঙ্গে, আমার মতে, একটি ওলুম্বুরুন্ধ মান্যসংক্রান্ত পটভূমিকা সংযোগ করতে হবে। স্বত্ত্বে প্রয়োজন যে, খায় সম্পর্কে ক্রুদ্ধতা মাছ বিষম ক্ষেত্রে সম্ভব হওয়া সহ করে, এবং সাধারণ নিয়ম এই যে, খায় সম্পর্কে বিষম ক্রুদ্ধতা মাছ বিষম ক্ষেত্রে করে কারণে অভাব বিষয়ে ক্রুদ্ধতা ভোগের পরাই খায়ের খায়ের বাণ্য সংঘাত সম্প্রতি হাসিরে দেখা দেবার অনেক আগেই, জীবন ও অনুশোচনের মধ্যে অবস্থানকারী নাইট্রাজেনে ও কার্বনের গ্রেনগুলি অনেকের প্রয়োজন ত্রুটি-বিভাগের মাধ্যমে দেখা দেবার অনেক আগেই, নিশ্চয়ই পরিবারটি সব রকমের বৈশিষ্ট্য সহকারা থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে; কাষ্ঠ-চোখের আবাসনি নিশ্চয়ই খায়ের তুলনায় আর। বিরল হয়ে পড়েছে—আবাহায়র প্রতিকূলতা থেকে আবাহায়র ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই অফিসিয়াল হয়ে পড়েছে, থাকবার জায়। নিশ্চয়ই এইটা। সংগঠন হয়ে পড়েছে, যে রাজধানী করে থাকার ফলে রোগের প্রাতৃতিক বা একোপ ঘটেছে; সংঘরের দৈনন্দিন যাবারের বাসন-কোন ও অসাধারণ সংজ্ঞায়। আর অবশীষ্ট নাই—এমনকি পরিকার পরিচয়। রক্ষার ব্যয়ও হয়ে পড়েছে সাধারণত বা কঠিন। এবং যদি তা রক্ষার জন্য আবাহায়র তৃণাক্কার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়, তা হলে এমন প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব সাধন রুপে ক্ষুব্ধ প্রকাশ দেওয়া। বাড়ি হবে সেখানেই, যেখানে আগামী পাই যাবে সরবচেয়ে সত্যই—এমন সব পাই যেখানে পাইত্বাদের তদারকির পরিচয়ে মেলে সরবচেয়ে কম, নরম ইভাদির্‌য় ব্যবস্ষ। সরবচেয়ে কম, সেখনের কাঁথ সরবচেয়ে কম, আর্জনা-সাকার সরবচেয়ে কম, জল সরবচেয়ে কম বা সরবচেয়ে খারাপ এবং, যদি শহুরাকল হয়, তা হলে আলোচনাও সরবচেয়ে কম। যেখানে আগামী এই মাত্রায় উপনীত যে খায়ের পর্যন্ত অভাব ঘটেছে, সেখানে দাবিতে প্রথম অবধারিত তারোই এই নয় রিপোর্ট আকাশ। এবং যখন সেগুলির মোট যোগস্থ জীবনের বিকখে ভয়কর আকাশ ধারণ করে, তখন কেবল খায়ের খায়ের পর্যন্ত পর্যন্ত হয় একটি গুরুত্ব ব্যবহার। এই পরিসম্পন্ত দিকেরও কষ্ট হয়, যখন মনে করা যায় যে, এই দাবিতে যা তারা ভোগ করে, তা তাদের আলোচনা মাত্রায় দাবিতা নয়। সমসাময়িক এই দাবিতা হল শ্রদ্ধা অন্তর্জ্বালচ দাবিতা। রক্ষা পক্ষে, কর্মশালার অন্তর্জ্বাল। যে-কাজের বিনিয়োগ তাদের সমস্ত খায়ের খায়ের যায়। তা অধিকাংশ কেবল আধ্যাতিক মাত্রায় স্বাভাবিক। প্রাক্তন পল্লীর লারবের প্লা কানো। তা হ্রস্ক, কানো। মীরো।

1. ঐ, পৃ. ১৪, ১৫।
এক দিকে, শ্রমিক শ্রেণীর সরাসরি পরিশ্রমী শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়ণ এবং অন্য দিকে, বিভিন্ন পরিবেশের অপরিমেয় পরিভাষা, শাসন ও অপারেশন পরিভাষা, যার ভিত্তি হচ্ছে ধনতাত্ত্বিক সংখ্যাল—এই দুইটি মধ্যে যে নির্ভর সম্পর্ক বিদ্যমান, তা নিজেকে একাকী করে কেবল তাম্র, যখন অর্থনৈতিক নিয়মমণ্ডলি আমাদের হাতে যায়।

“ধর্মর আবাসন”-এর ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রতোক নিরপেক্ষ পরিবেশের দুর্দশায় পানের উচ্চারণে উপায়মূলক যত বেশি কেন্দ্রীভূত হয়, অন্যএই তরুণ একটি নিজের অঞ্চলের মধ্যে শ্রমিকের তুলনামূলক হয়; স্বতরাং, ধনতাত্ত্বিক সংখ্যাল যত বেশি ক্রম হয়, শ্রমিকের বাসানোগুলি হয় তত বেশি শোচনীয়। শহর-“উন্নয়ন”-এর সঙ্গে যুক্ত চলে বাজে তার তৈরি করা ‘কোয়ার্টার’-গুলি ভেঙে দিয়ে বাংলা, ইংরেজ ইত্যাদির জন্য প্রাসাদ নির্মাণ, ব্যবসায়িক পশ্চা-পরিবহন, বিলাসবহুল শহর চলাচল এবং শান্তিপূর্ণ প্রবন্ধনের জন্য বাজারতাত্ত্বিক শক্তির প্রশস্তকরণ ইত্যাদি আর তার কল শ্রমিকের বিতর্কিত হয় আরো খাদ্য, আরো ঘাটতি সব আসনায়। অপর পক্ষে, প্রতোকের এটা জানেন যে, বাসানোর দুঃখাপত্য এবং তার উত্কটতা বিপরীত অহ্বর্তা চলে এবং বাড়ি ঘরের ফটকারাজ এই দুঃখের খনিগুলি এমনকি পর্যায়বর্তী খাদ্যের চেয়েও আর। বেশি মুন্ডকান্তার আর তারা কম খরচে শোষণ করে। ধনতাত্ত্বিক সংখ্যালের হয় শায়তানের সংখ্যাল ভায় ধনতাত্ত্বিক সম্পত্তি সম্প্রতি যুগের সাক্ষাৎকার চৌহাতে একে একটি যে, যে সব শ্রমিকের সহিত তারা যুক্ত নিজেদের রীতি-রীতি দেখে। “সম্পত্তি ও তার অধিকার”-এর উপরে আক্রমণে যাবতীয় হয়েছে। শিল্পের বিকাশের অংশ সঙ্গে যুগ, মুক্তির সঙ্গে যুগ, শাহ-“উন্নয়নের” অগ্রগণ্য সঙ্গে সঙ্গে যুগ, এই পাপট এমন বিতর্ক লাভ করল যে, সংক্রান্তি ব্যাখ্যা—যা “মনীরাত্তি”-কেও মান্ত্র করে না—তার নিছক আরো ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অস্তিত্ব দশ দশটি আইনের জন্য দিল; এবং লিফটিঙ মাস্ত করে শহরের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধিতার মাধ্যমে বিশ্ব আসান সাধারণ ব্যবস্থা গৃহণ করল। যাই হোক, অং সাইনের আইন ১৮৬৫ সালের রিপোর্টে লিখেন, “সাধারণ ভাবে বলা যায়, এই পাপ এখন। ইংল্যান্ডে অনিয়মিত।” প্রতিভাকরণ কাউন্সিলের নির্দেশ ১৮৬৫ সালে সংবিধানের অধিকারের অন্তর্গত এর অংশ হয়, ১৮৬৫ সালে যায় শহরের দর্শনের শ্রেণীগুলির আবাসনের অবস্থা সম্পর্কে। অং

১. “শ্রমিক শ্রেণীর আবাসনের ক্ষেত্রে মত আর কোনো ক্ষেত্রেই বাস্তবতায় অধিকার এমন সরব ও নির্ভর ভাবে বলি-চাপা হয়নি যেমন হয়েছে সম্পত্তির অধিকারে বেরিয়েছে। প্রতোকের স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার এ এমন সরবে ও নির্ভর ভাবে বলি-চাপা হয়নি যেমন হয়েছে সম্পত্তির অধিকারের বেরিয়েছে। প্রতোকের কোনো ক্ষেত্রেই যা প্রণয় করা যেতে পারে একটি নর্থবলির গীষ্ঠ হিসাবে, একটি মন্তন হিসাবে যেখানে অথবা যার তার পিছনের কাছে প্রতি বহু বলি ফেলিয়া হয় হাড়ার হাড়ার।” এস. বেইন, ঐ, পৃঃ ৫৫০।
জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ধানের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ

জুলিয়ান হাটারের প্রশংসনীয় কাজের ফলাফল জন-ব্যাস্ত্য সংক্রান্ত সময় (১৮৬৫) এবং অষ্টম (১৮৭৬) রিপোর্ট দুটীতে পাওয়া যায়। কৃত্তিপ্রকাশকের বিবেচে আমি পারে আসব। শহরের বাসনামগুলি সম্পর্কে আমি তাঁদের একটি সাধারণ মন্তব্যকে ভূমিকা হিসাবে উক্ত করব। তিনি বলেন, “যদিও আমার সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি একটি তাঁদের দুর্ঘট তবুও সাধারণ মানবিকতা দাবি করে যে এর অন্য দিকটিও উপেক্ষা করা উচিত হবে না।” এসব প্রতিকট করে খারাপ প্রায় অনধিকরণ ফলই হল সমস্ত লীগতার এমন অবলুপ্ত হয়ে গেছে, দেহ ও দৈহিক কাজক্ষমতার এমন উচ্চতর, জীবন ও যৌন নবনবাটার এমন উচ্চতর যে তাকে মানবিক না বলে পাশাপাশি বলাই উচিত। ঐরূপ প্রাচীরের অধীনে অসমুখ এমন একটা অপারেন্স, যা যাদের উপর নেইগুলি কাজ করে থাকে, তাদের আঁকা আঁকা নীচে নামিয়ে যে এর অভিজ্ঞতার ছায়ায় যে-শিক্ষা। জীবন, তাদের কাছে এটা হয় কল্পিত জীবন-যাপনে দীক্ষারূপ। এবং এই পরিস্থিতির যারা বাস করে, তারা কোনো কাজে মন কোনো। দিকে সত্যতার পরিবেশের জন্য—যার সর্বনিম্ন হল দৈহিক ও নৈতিক পরিস্থিতি—তার জন্য আকাশ। পৌঁছন করবে, এসব একটা আশা সর্বত্রেই ছাড়ানা।”

মানের পক্ষে একবারের অনুসরণ ঠাসাঠাসি বাসা-বসতির বাবারে লোওনের স্থান সবার আগে। জাঁ হাটারের বলেন, “হচ্ছি বাবারে তার উপলক্ষ পরিকার; প্রথমতঃ, লোওনে এমন ২০টি বিটার ‘কলানি’ (‘বসতি’) আছে, যেগুলির প্রতিকটি থাকে ১০,০০০ কের মাঝার এবং যেগুলি শোচনীয় অবস্থা ইংল্যান্ডের অন্যে-কোনো অঞ্চলে তার দেখা হয়নি হয়রান যায় এবং যে-অবস্থায় জন্য সম্পূর্ণ ভালো দায়ি এখানকার নিকটে আবাসন-ব্যাহত।; এবং দ্বিতীয়ত, এই ‘কলানি’-গুলির বাড়ি-বাগভূমির ভিড়ে-ভরা ও তাঙ্কচোর। অবস্থা ২০ বছর অগ্রসর অবস্থা থেকেও সেরা হারান।”

একবার বলা অত্যন্ত হবে না যে, লোওনের কোনো কাজে অংশ জীবন নারায়ণ।

1. “‘জন-ব্যাস্ত্য’, অষ্টম রিপোর্ট, ১৮৬৫,” পৃ. ১৪ টীকা।
2. ঐ, পৃ. ৮৯। এই ‘কলানি’গুলির শিল্পের সময়ে জা হাটারের বলেন, পরিবেষ্টের এই ঘন সমুদ্রের ঘন হারা আগেরার আমলে শিল্পের কোন করে উচ্চ করা হত, তা বলা অতএব এই এর ব্যাপক আমাদের বলবে এই শিল্প-শক্তির—যা এখানে শিল্প সাপুর্ণ করবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকর—এবং ‘বিপ্লবন স্তরী’ মূলে অভ্যন্তর রাত করিয়ে দিতে সব বাসার অর্থনীতি, পানীয়তা, কদাচার ও কলাপণরাশ লোকের সেই এমন অস্বাস্থ্য মধ্যে না। সাক্ষরতা এই দেশে আর কোনো এটিনি—সেই শিল্প-শক্তির ভবিষ্যৎ আচার-ব্যবসায় কি হবে, সে নিষ্ঠা নিজেকে প্রতিপল করবে একজন হঠকারী ভবিষ্যৎ হিসাবে।” (ঐ, পৃ. ৫৬।)
3. ঐ, পৃ. ৬২।
অধিকাংশে, যে-অংশের উদ্যোগে "উদ্যোগ" এবং তার সঙ্গে পুরনো রাজা ও বাঙ্গালির বাঙ্গাল অপরাজে হয়, মহানগরে কল-কারখানা ও জন-প্রাণের বৃদ্ধি পায় এবং জমির কাজন-রুদ্ধির সঙ্গে বাঙ্গালি-ভাষাতে বৃদ্ধি পায়, সেই অংশপাতে ছেট দোকানমার ও নিন্দ-মধ্যে লেখে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার প্রভাব অপরূপম অংশ এই অংশের অভিজ্ঞতার অধিক নেই। তাই এটি বড় গিয়েছে যে, খুব নগণ্য-সংখ্যাক অধিকাংশ মানুষ একটি ধরের বেশি ভাবে হয় করতে পারে। ৩ লোকে এমন কোনো বাড়ি নেই, যা এক গাদা। দালানের ঘাঁটি ঘরার স্থান নয়। যেহেতু লোকে জমির দাম তার বাধ্য আগের তুলনায় সব সময়েই অনেক বেশি, সেই হেতু প্রায় কোথাই আর তুলনামূলক দাম ( তুলনামূলক হয়েছে তুলনামূলক আয়ের ) তা থেকে অত্যাবাহ্য সাবারা, কিওঁ কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী অগ্রণীর দক্ষ অবলম্বনকারী ভাবে বিভিন্ন মূল্যে হটিয়ে করার, ফাঁকা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। এর ফলে সেখানে সব সময়েই 'বাণিজ্য-এর অস্তিত্ব' করে ব্যাপারে নিয়মিত একটি ব্যবসা চলে। “এই ব্যবসায়ের লিপি ভাড়ালোকেরা, তাদের মাঝে থেকে ভাজায় যা 'আশা' করা যায়, তাই করেন—ভাড়াদের যথার্থতায় পান, তখন তাদের কাছ থেকে যত বেশি পারেন, আদায় করে নেন এবং তাদের উত্তরাধিকরণের জন্য যত কম পারেন, রেখে যান।”

তাই দেখা হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে, এবং এই ভাড়লোকেরা কোনো তুলনিতে নেন না। মহানগরে বেলার নির্ভরে ফলে, “ইস্ট-লোকে সম্প্রতি একটি দ্রুত দেখা গিয়েছে —দুঃখিত নিরসন ছাড়া আর কোনো। আশ্চর্য না। বাক্যায়, তাদের সামাজিক যা কিছুর পর্যবেক্ষণ সম্প্রতি আছে, তাই পিতৃ নিয়ে কিছু সংখ্যাক আবার পরিবার শিক্ষার রাখে পথে পথে পথে বেড়াচ্ছে।” দুঃখিত নিরসন হয়েছে, এবং প্রায় কোনো বিষয় উদ্যোগের প্রবর্তন সংগঠন করেছে, তার কাজ সম্বন্ধে শুধু হয়েছে।

তাদের পুরনো ধর-বাড়িগুলি ভেঙে দেবার ফলে অস্তিত্বে। বিভাজিত হলেও তারা তাদের অামক্ষ-পালী ছেড়ে যায় না, বড় জ্যোৎসা, তারা তার সীমানায় বসিত স্থাপন করে—যত কাছে পারে, তত কাছে। “অর্থাৎ, তারা তাদের কাজকারির যথার্থতা সুরক্ষিতে থাকতে চেষ্টা করে। অপরাজিত। এই যানক্ষ-পালীর কিংবা পরবর্তী যানক্ষ-পালীর বাইরে যায় না—তাদের দুর্দশা ভাড়ালোকের একটি করে ঢেকে চায় করে নিয়ে হলেও, এমনকি সেগুলিতে গাড়িগাঢ়ি করে থাকতে হলেও।

এমনকি বেশি ভাড়াতেও, স্বনা মানুষের তাদের চেহারার আশ্চর্য হয় তাদের আশ্চর্য পারে না। এই হুকুমের অর্থক শ্রমিক দু-মাইল ছোট 

1. "রিপোর্ট অব দ্য অবস্টার চেলান্ড অব সেন্ট মার্টিনস-ইন-দি ফিল্ডস“, ১৮৬৩।
2. "জন-বাণিজ্য, অবস্টার রিপোর্ট ১৮৬৩,” পৃ ১২১।
3. ঐ পৃ ৮৮।
ধনতাত্ত্বিক সংক্ষেপের সাধারণ নিয়মের বিষয়ে উদাহরণ

তাদের কাজে যায়।”

এই যে স্টুডেন্ট, একটি প্রথামৃত্যু রাজনীতি, যা একস্তরের কাছে নির্দেশ দেওয়ার মূলত এক অনুপ্রাণিত চিত্র, তাই আবার নিয়ে তাদের মাধ্যমের গোষ্ঠীগতি করে থাকার একটি নমনু হিসাবে কাজ করতে পারে। সেই অধিকাংশ হিসাবে দেখা যায়, প্রাচীন মানুষের প্রাক্তন দেখা যায় যে, ব্যাপক সাক্ষরতা এবং প্রত্যেক ব্যবস্থা, বাসার অনুসারী বাসিন্দাদের কেন্দ্রটি, একটি কোয়ার্টার থেকে তাদেরে নিয়ে আসার কোয়ার্টারের আরো প্রচলিত করে থাকতে বাধা করে, যেখানে নেওয়া হয়েছে। এং হাস্তার

লেনন, “হয়, এই সমস্ত কার্যক্রম একটি অন্যতম ব্যাপার হিসাবে বিশ্বাস হয়। তাই, আর নয়, এবং আমি অনুপ্রাণিত হয়।”

এমন এক কর্তব্য না নেয়া—যাতে ‘জাতীয়’ বলে বিভিন্ন ব্যবস্থা হয় না। তাই এক সাধারণ উদ্দেশ্য করতে হবে, যাতে, যাই তাদের মূলধন নেই বলে নিজেদের মাথায় উপরে আঘাতদানের ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু দক্ষিণ দক্ষিণ টাকা দিয়ে তাদের দাম শোধ করে দিতে পারে, তাদের জন্য আঘাতপ্রাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়।”

ধনতাত্ত্বিক বাণিজ্যকে প্রশংসা করা। রেলপথ, নেপতন নেপতন রাষ্ট্র! নির্মাণ, ইত্যাদি “ঈশ্বর”-কার্যের দ্বারা যখন জমির মালিক বাণিজ্যিক মালিক বা ব্যক্তির উত্থান হয়, তখন সে কেবল পুরুষ।

এই বাণিজ্যতাযুক্ত ভূমি-নারীর কর্ম সে মানবিক ও ঐতিহাসিক বিধানের বল পাবে নেই ক্ষতিপূরণের উপরেও একটি অভিকাঠামো যুক্ত। অর্থ ক্রিয়া, অবিশ্বাস যা স্তুতি ও গ্রহণ ও ভিন্ন সহ নিষ্পত্তি হয় রাজ্যের আর যদি সে বিপুল সংখ্যায় ভিন্ন করে শহরের দেই কোয়ার্টারগুলির দিকে, যেখানে কর্মচারীরা শালীনতা। রাজ্য রাখার অভিযুক্ত থাকে, তা হলে ব্যবস্থা-বিধি সরকারের নামে অভিযুক্ত হয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লগ্ন ছাড়া ইংল্যান্ডে আর এমন একটিও শহর ছিল না, যার জনসংখ্যা ১০০,০০০-এর বেশি; কেবল পাঁচটি শহর ছিল, যাদের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০-এর বেশি। এখন ৫০,০০০-এর বেশি জনসংখ্যার বাস, এমন শহরের সংখ্যা ২৮টি।

এই পরিবর্তনের ফল কেবল এই নয় যে শহরবাসী লোকের স্ত্রী বিপুল তারা প্রুথিত পত্র, উপরে পূর্বে। ধন-সম্পদ ছোট ছোট শহরগুলি পরিণত হল এমন সব কেনে, যাদের সব দিকে ঘিরে গড়ে উঠল ইমারত, কোনো দিক কখন। রাঙ্গের তারা হাওয়ার মত, এবং গোল ধনী দ্মিতে কাছে আর আঘাতদান না থাকায় তারা লেগালিকে পরিব্যাপ্ত করে সেই গেল মনোরম উপকরণ।

এই সব ধনী ব্যক্তির পরে যারা এক্ষেত্রে, তারা যে কও কথিত করে দখল পেল কামর-পিছু একটি করে পরিবার হিসাবে [..এবং দুর্ঘটনা বা ভিন্ন করে আবাসিকের স্থান-সংস্থান করল...]; এবং

১. ঐ, পৃ. ৮৪।
২. ঐ, পৃ. ৮৫।
ক্যাপিটাল

এইভাবে হাট হল এমন একটি জনসমাইটি, যাদের জন্য ঐ বাড়িলুলি তৈরিতেছে হয়নি এবং যেগুলি তাদের জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়, আর মেঘলিঙ্কি দিয়ে গড় উঠল এমন একটি পরিবেশ, যাঁদের পক্ষে যা চিরহালিকর এবং শিশুদের পক্ষে যা সর্বনাশ।

যুদ্ধের সময় রূপ গতিতে একটি শিক্ষাদিক বা বাণিজ্যী শহরে সক্ষম হয়, শোষণ-যোগ্য মানবিক সমাধানের জন্য তত্ত্ব তত্ত্ব গতিতে প্রবাহিত হয়, অর্থিকের তান্ত্রিক গ্রাহক অর্থানুগুলি তত্ত শোচনীয় হয়।

কল্যাণ ও লোহার কম-রক্ষামূলক উৎপাদনশীলতা-সমন্বিত একটি জিলার কর্পোরেশন নিউক্যাসল-অন-টাইন-এর স্বাত্বিক ব্যবসায়িক নারকীয়তার বিচারে লগনের ঠিক পরেই। একটি করে কামরায় বাস করে এমন লোকের সংখ্যা যেখানে ৩৪,০০০-এর কম নয়। সমাজের পক্ষে সামাজিক বিপদজনক বলে গণ্য হওয়া সন্ত্রাস নিউক্যাসল ও গেটসহাডে-এ বিপুল সংখ্যায় বাড়িদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়, ১৯৬৫ সালে শহরটি এমন জনাবীর্য ছিল যা আর কখনো হয়নি। 'নিউক্যাসল ফিউচার হাউসিটাল'-এর জন্য এখন বলেন, “এ ব্যাপারে কোনা সন্দেহ নেই যে ‘টাইফাইন'-অব্যাহত প্রকোপ ও প্রসারের বিরুদ্ধ কারণটি হল মানুষের অভ্যন্তরিকনির্দেশ। যেমন কামরায় অর্থিকের। বাস করে, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি স্তর ও ক্ষতিকর চাষ্য বা অর্থত্ব অবদান এবং আলো, হাওয়া পরিসর ও পরিবহন দিক থেকে অপ্রসঙ্গত। ও অবস্থায় কর্তার আদার এবং যোগাযোগ সহ সমাজের পক্ষে কল্যাণশীল; লোকজন মাঝে মাঝে বলা যায়, দিনের শিক্ষা-এর পিছে আসে রাতের সিক্ত অর রাতের সিক্তটের পিছে দিনের শিক্ষা—এই তাতে অবিচ্ছিন্ন তাতে চলে রেশ কিছু কাল, বিচ্ছানাগুলো ঠাট্টা হয়ে পর্যন্ত সময় পায়; গোটা বাড়ির জলের ব্যবস্থা খুবই খারাপ, পাথররাতের ব্যবস্থা আরা। খারাপ—নোডা, আলো—বাতাসবাতা, চকরজন অর। এই ধরনের আন্তানার সন্ত্রাস পিছে ভাড়া হল ৮ পেল থেকে ৩ শিলিং পর্যন্ত। আঃ হাটার বলেন, “নিউক্যাসল-অন-টাইন শহরটিতে রয়েছে আমাদেরই দেশবাসী একটি চম্পার উপজাতি—বাসা ও রাতের মত বাসা ঘটনাগুলি ঘাড়ের তুলিয়ে রেখেছে প্রায় বর্তমানে অখ্যাতিত অবস্থা।”

যুদ্ধের সময় ও যোগাযোগ হাজার-সহার যুদ্ধের আবাসন-পরিস্থিতি আবার অনবাংলায়, কলাকে সমাজ হতে পারে। কিবা শহরের প্রশাসক কর্পোরেশন এইরূপ সামাজিক অব্যবস্থাগুলি অপারেশনের জন্য তৎপরতা দেখাতে পারে। কলাকে আবার পশ্চাদের সময় দলে দলে ধরে আসে চির-বক্তা-পরিষ্কার আকাশে বা জীবন-শীর্ষের উপরে স্বেচ্ছায় ক্যাপিটালের। তাদের অন্যমুক্ত করা হয়ে মাটির তলার কৃত্রিম

1. এই পৃ.
2. এই, পৃ.
3. এই, পৃ.
বা মাধ্যমিক উপরের ৫০-৫১ পৃষ্ঠাগুলিতে, কিংবা এই কাল্পনিক সূত্র সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় সামাজিক বিষয়ের ভাষ্যামলের ক্ষেত্রে আত্মায় সেই স্থানের রূপসম্পন্ন ব্যবস্থা। তবে বর্তমান বছরের মূল্যের চাপের ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বদল হয়ে যায়।

নমুনা: ব্রাজফর্ড (ইয়র্কশায়ার)। সেখানকার পৌরফিলিপনটি কেবলমাত্র অ্যাটলাস শহরের উপরে নিয়ে। তা ছাড়া, ব্রাজফর্ড ১৮৬১ সালেও ছিল ১,৫৫১টি এমন বাড়ি, যেগুলিতে পোকা বাসিন্দা ছিল। কিন্তু এখন এল পৌর-বাসিন্দার সেই পুনর্গঠন বা নিয়ে সম্প্রতি এত মধ্যে তাদের চেষ্টায় করলেন নিয়ে বন্ধ, বিনয় উদারনীতিকে (লিবারল) সংঘ কর্তৃ। পৌর-বাসিন্দাদের পুনর্গঠনের সঙ্গে হাজার হাজার চির-হাস-বৃদ্ধিতে “প্রবন্ধিত বাহিনী” বা “আঞ্চলিক উচ্চ-জনসংখ্যা”-র চেয়ে উপচে পড়। জন-প্রাক্করণ। একটি বীমা-কোম্পানির এজেন্টের কাছ থেকে তা হাটার পুনরুজ্জীবিত হুঠির-আশ্রয়ের যে-তালিকা?

<table>
<thead>
<tr>
<th>বাড়ি</th>
<th>ভালকান ট্রিট্রটি নং</th>
<th>৩২</th>
<th>কোঠা</th>
<th>৬</th>
<th>ব্যক্তি</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>লুমলি ” ”</td>
<td>১৩</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১২</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>বাউয়ার ” ”</td>
<td>৪১</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১২</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>পোর্টল্যাঙ্ক ” ”</td>
<td>১১২</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১০</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>হার্ডি ” ”</td>
<td>১৭</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৪</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>নর্থ ” ”</td>
<td>১৮</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৬</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>নর্থ ” ”</td>
<td>১৭</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৩</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>ওয়াইন্স ট্রিটি নং</td>
<td>৬</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১২</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>জর্জ ” ”</td>
<td>১৫০</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>৩</td>
<td>পরিবার</td>
</tr>
<tr>
<td>রাইফেল কোটার মেরিগেস ট্রিটি নং</td>
<td>১২</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১১</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>মার্শাল ট্রিটি নং</td>
<td>২৮</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১০</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>মার্শাল ” ”</td>
<td>৪১</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>৩</td>
<td>পরিবার</td>
</tr>
<tr>
<td>জর্জ ” ”</td>
<td>১২৮</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৮</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>জর্জ ” ”</td>
<td>১৩০</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৬</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>এডেমার্ট ” ”</td>
<td>৪</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>১৭</td>
<td>ব্যক্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>জর্জ ” ”</td>
<td>৪১</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>২</td>
<td>পরিবার</td>
</tr>
<tr>
<td>ইয়র্ক ” ”</td>
<td>৩৪</td>
<td>৬</td>
<td>--</td>
<td>২</td>
<td>পরিবার</td>
</tr>
<tr>
<td>স্টোক্স (ব্যক্তি)</td>
<td>২</td>
<td>--</td>
<td>২৬</td>
<td>ব্যক্তি</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
পেয়েছিলেন, সেগুলির অধিবাসী ছিল তাল-আয়ের অভিযাত। তারা ঘোষণা করেছিল যে, যদি তাল বাসমতায় পাওয়া যায়, তা হলে তারা বেশি ভাড়া দিতে রাজি আছে। ইতিমধ্যে তাদের অবনতি ঘটল, তারা একে একে সকলে অমৃতে পড়ল এবং অন্ত দিকে, আমাদের বিনিময় উদার নীতিক, সংসদ-সদস্য মিঃ ফকার অবধারণের অ্যালস্য এক উল্লেখের কারণে দিয়ে হাসিপাতী বিশ্বতার রিপোর্টের বিশ্বতার মুখ্যকার উপরে অত্যন্ত বিসর্জন করতে লাগলেন। ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে হাসিপাতীর 'গড়ি আইন'-এর ভাবনার মধ্যে একজন, তাঁ বলে তাঁর আত্যাচার রোগীদের ভাববহ মৃত্যু-হারের কারণ হিসাবে নির্দেশ করেন বাসমতার অবস্থাকে। "১৫০০ কিউবিক ফুটের একটি ছোট ভূগোলস্থ কুঠিতে...বাস করে দুষ জন ব্যবহার।...ভিনেট ট্রি, গৃহে এরার প্রস্তাব এবং লেইন এর বয়স ছয় ২২০টি বাড়ি, যাদের অধিবাসী-সংখ্যা ১,৪৫০, বিছানা ৫৫ এবং পায়াখানা ৩৬টি।...বিছানা বলতে আমি এখানে ধরছি নেংরা কাকড়ার শেঠেরা পুটলি বা সামাজিক কিছু চোকলা, এখন এক-একটি বিছানাপিছু রয়েছে পড়ে ৩৩ জন করে লোক; কিছু সংখ্যাক বিছানা-পিছু আছে ৫৬ জন; এবং আমি ধনালাম, কিছু লোকের বিছানা। বলতে একেরে কিছুই নেই; তারা শয় তাদের মায়ের পেশাখানে খালি তকার উপরে—যুলুক-যুলুক, বিবাহিত-বিবাহিত, সকলে একসঙ্গে। বলা বাহ্যিক, এই কুঠিতের বাসের ভাগই আকার, গায়ত্রীতে, বৌদ্ধ, হিন্দুরূপে কৃষ্ণ বিভাগ—মায়ের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনপূর্ণ; ঠিক এই কেহনিকে থেকেই জন্মে নয় রোগ ও মৃত্যু, যার ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে যায়। আছে উল্লেখযুক্ত অবস্থায় এবং এদেরকে এই ভাবে পচতে দিয়েছে আমাদের মধ্যে।"

বাসমতার সাহিত্যের চূড়ান্ত কিটলের স্থান লাগেনের পরে তৃতীয়। "কিটল যেখানে প্রত্যক্ষ হয় ইউরোপের সমৃদ্ধতম শহরের চরম দারিদ্র্য ও পরিবারিক দুর্বলতার বিপুল বিষ্ঠার।" ১

কুঠিরি

<table>
<thead>
<tr>
<th>কুঠিরি</th>
<th>কুঠিরি</th>
<th>ব্যাকরণ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১</td>
<td>১</td>
<td>শ্রেণি ৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২</td>
<td>২</td>
<td>শ্রেণি ৬</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>৩</td>
<td>শ্রেণি ৬</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(পিতলের দোকান হিসাবে ব্যবহার)

২৭ একজন কুঠিরি

১৮-বছরের বেশি কোনো পুকুর নেই।

১. এ, পৃ ১১৪।
২. এ, পৃ ৫০।